দিগ্বিজয়

[ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু এওয়ার্ড এবং ভারতের
সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত
যুগস্রষ্টা নাট্যকার মন্মথ রায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

—নির্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

—*—

১৯৩৭ বঙ্গাব্দ

প্রথম মুদ্রণ]

[মূল্য : ৪-০০ টাকা

নির্মল মুখোপাধ্যায়ের রোমাঞ্চকর নাটক

গুমগুহার কাহিনী

[কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীতীর্থ যাত্রাসংস্থায় অভিনীত]

মৃত্যুর পরে কি আছে আপনিও যদি জানতে চান—চলে আসুন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নাগেশ্বর পাহাড়ে। ওই যে প্রকাণ্ড পাথরটা গুহামুখে পড়ে আছে, কান পেতে শুনুন ওর অন্তরালে বিরহিনী মাধুরী আজও তাঁর দয়িতের জন্য কাঁদছে! পাথরের কিনারে কিনারে যে শুকনো রক্তের কালো দাগ দেখছেন, ও রক্ত কার জানেন? যুবরাজ শংকরনারায়ণের। প্রেমিকার জন্য মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ও কে!! সর্বাংগ কালো পোষাকে ঢাকা রাতের অন্ধকারে রাজ-প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে? ভয় পাবেন না, ও কালো মুখোশ। অত্যাচারী ভুজংগনারায়ণের হত্যার সুযোগ খুঁজছে। বাতাসে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ধর্ষিতা সরলার কান্না। কালী মন্দিরের পুরোহিত বিপ্রদাসের অমন রহস্যপূর্ণ চলাফেরা কেন? হ্যাঁ, বিপ্রদাসও এক ইতিহাস। না-না, করিম মিঞাকে দেখে ভয় পাবেন না। করিম ডাকাত সত্য, কিন্তু মহান। ওই যে এক অংগ টেনে টেনে বহু কষ্টে চলেছে, ওর নাম মোহন। ওর কথা শুনলে আপনারও দুঃখ হবে। নাট্যকারের সার্থক সৃষ্টি—গুম গুহার কাহিনী বা মৃত্যুর পরে।

আধুনিক সমাজের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি

জবাব দাও

"জোনাকীর কান্না"র নাট্যকার স্বদেশকুমার হালদার রচিত এই নাটকে বর্তমান বিদগ্ধ সমাজের একটা ফেটে-পড়া মনের আত্মজিজ্ঞাসা প্রকট হয়ে উঠেছে। আজ আমরা সবাই এই সমাজ ও সংসারে চলছি বাইরের খোলস নিয়ে। প্রাণ ভরে যেমন হাসতে পারি না, তেমনি হৃদয়ের গভীর ব্যথা-বেদনার প্রকাশে কাঁদতেও পারি না। মিথ্যা আত্ম-প্রবঞ্চনায় আমরা ভুগছি। তেমনিই হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে অনুরণিত অনুপম নাটক।

DIGVIJOY
Five Act
Historical Drama
By
Manmatha Ray

●

নতুন নাটক

পুত্রবধূ
এ পৃথিবী টাকার গোলাম
গরীব হওয়া কি অপরাধ?
প্রতিহিংসা
দুরন্ত পদ্মা
বাসর হলো না
মরতেই যারা জ
শের আফগান
প্রেমের সমাধি তী

●

: প্রচ্ছদ :
বাদল ভট্টাচার্য

●

: মুদ্রক :
বি. এন. দে
কল্পতরু প্রেস
৩০-বি, জয়মিত্র
কলিকাতা-



চিরজয়ী পালাকার
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি,
করকমলেষু

গুণানুরক্ত শুভার্থী
মন্মথ রায়

নিবেদন

যাত্রার পালা-নাটক লেখার কথা কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু আমার পরম প্রীতিভাজন যাত্রাগবেষক অধ্যাপক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, এম. এ. পি. এইচ ডি. এবং বিখ্যাত 'সত্যম্বর অপেরা'র সত্বাধিকারী শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মোহান্তির সবিশেষ অনুরোধে আমাদের নিজস্ব দেশীয় নাট্যশিল্প যাত্রার জন্য নাটক লিখতে প্ররোচিত হই। এবং তাঁদেরই অভিপ্রায় অনুযায়ী দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহের দুর্ধর্ষ জীবন অবলম্বনে আমার এই "দিগ্বিজয়" নাটকটি রচনা করি। বলা বাহুল্য, এটাই আমার প্রথম পালা-নাটক। রচনাকাল, ১৯৬৯ সালের ১২ই মে থেকে ২৫শে জুন। সত্যম্বর অপেরা কর্তৃক এই পালা-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার "রবীন্দ্র সদন"-আয়োজিত যাত্রা-উৎসবে, ১৯৬৯ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার। এই পালাটি শ্রদ্ধেয় সন্তোষ সিংহের নাট্য-নির্দেশনায় এবং সত্যম্বর অপেরার কুশলী শিল্পীদের সু-অভিনয়ে "রবীন্দ্র সদন"-আয়োজিত যাত্রা-উৎসবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমার এই পালা-নাটকের সংগীতগুলি রচনা করেন আমার পরম প্রীতিভাজন প্রখ্যাত পালা-নাট্যকার শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। আমি এঁদের সকলের নিকটেই সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জননেতা এবং তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই একই নাটকের অভিনয় উপর্যুপরি দুই দিন আদ্যোপান্ত দেখেন এবং নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক মাইকেল স্মিথ এই নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে এর বিভিন্ন দৃশ্যের চলমান চিত্রগ্রহণ ও টেপরেকর্ড করে দেশে নিয়ে যান।

পালা-নাটকটি সম্প্রতি প্রখ্যাত প্রকাশক শ্রীমান্ নির্মল শীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি সাগ্রহে এর প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে আশীর্বাদ জানাই। অলমিতি।

রথযাত্রা, ১৩৭৯
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬



মন্মথ রায়

নবীন নাট্যকারদের জনপ্রিয় নাটক প্রকাশিত হইল

গরীব হওয়া কি অপরাধ? — নিমাই মণ্ডল

সামাজিক নাটক ॥ নটরাজ নাট্য সংসদে অভিনীত

রক্তের প্লাবন — গৌর দাস

ঐতিহাসিক নাটক ॥ আর্য অপেরায় অভিনীত

হাহাকার বা কাঞ্চনকন্যা — সব্যসাচী

কাল্পনিক নাটক ॥ বিভিন্ন যাত্রাদলে অভিনীত

দীপ নেভে নাই — রঞ্জন দেবনাথ

ঐতিহাসিক নাটক ॥ ভাণ্ডারী অপেরা ও অগ্রদূত নাট্য সংঘে অভিনীত

ঝড়ের সংকেত — ব্রজেন দে সংশোধিত পূর্ণেন্দু ব্যানার্জী রচিত

কাল্পনিক নাটক ॥ কালিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

অসি বাজে ঝনঝন — শক্তি সিংহ

কাল্পনিক নাটক ॥ বিভিন্ন সৌখীন যাত্রা পার্টিতে অভিনীত

বেগম আসমান তারা — মনীন্দ্র দে

ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী নাটক ॥ বিভিন্ন সৌখীন নাট্য কোং‌তে

অভিশপ্ত চম্বল — রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক ॥ নিউ ভারতী ও তপোবন অপেরায় অভিনীত



—পুরুষ—

মহম্মদ শাহ	...	...	দিল্লীর বাদশাহ।
জাওয়েদ খাঁ	...	...	ঐ খোজা প্রহরী প্রধান ; পরে ল্যাহোর দুর্গাধিপতি।
শাদাত খাঁ	...	...	অযোধ্যার সুবাদার।
মীর মহম্মদ আমিন	...	...	দিল্লীর হারেম মুন্সী।
নিজাম উল্ মুলক্	...	...	হায়দ্রাবাদের নিজাম।
শাহ তমাস্	...	...	পারস্যের শাহ।
ইব্রাহিম খাঁ	...	...	ঐ প্রধান ওমরাহ।
জাহান্দার খাঁ	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।
নাদির কুলী খাঁ	...	...	ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ; পরে পারস্যের শাহ
আমদশাহ আবদালী	...	...	আফগান সেনাপতি।
বাজীরাও	...	...	পেশোয়া।

ভৃত্য, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

উধমবাই	...	...	দিল্লীর বেগম।
গুলবাহার	...	...	ইব্রাহিমের কন্যা।
কোহিনূর	...	...	আফগানিস্থানের বাঈজী।
মস্তানী	...	...	বাজীরাও-এর মহিষী।

☞ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন আইনত দণ্ডনীয়

দিগ্বিজয়

প্রথম দৃশ্য

পারস্যের রাজসভা

গীতকণ্ঠে সভাগায়কের প্রবেশ ও গীত।

সভাগায়ক।—

গীত

ইরাণ আমার সোনার ইরাণ দুনিয়ার সেরা দেশ।
সূর্যের মত কিরণোজ্জ্বল কীর্তির নাহি শেষ॥
কত না কবির ললিত বীণায়
উঠিয়াছে হেথা সুরঝঙ্কার,
আকাশে বাতাসে আজিও ভাসিছে তাহারই মধুর রেশ॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

গায়কের গানের মাঝখানে প্রধান ওমরাহ ইব্রাহিম ও সৈন্যাধ্যক্ষ জাহান্দার খাঁর প্রবেশ।

ইব্রা। দেখো জাহান্দার, এই সব গান শুনলে আমার পিত্তি জলে যায়।

জাহান্দার। এ আপনি কি বলছেন ওমরাহ ইব্রাহিম? জাতীয় সংগীত শুনলে আপনার পিত্তি জলে যায়?

ইব্রা। পারস্যের অতীত গৌরব আর কত শুনব? পিতৃপুরুষদের কীর্তি ভাঙিয়ে আর কতকাল চলবে জাহান্দার খাঁ? পারস্য আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি বুঝতে এখনও তোমার বাকী আছে? রোজই শুনতে পাই, খাস্ পারস্যের ভেতরই এখানে লুঠতরাজ ওখানে ডাকাতি! রুখতে পারছি?

জাহান্দার। তা আমাকে বলছেন কেন? আপনি ওমরাহ্-সম্রাটকে বলুন। সেইসঙ্গে এ কথাটাও সম্রাটকে শুনিয়ে দেবেন, সৈন্যবাহিনী নিয়মমত বেতনও পাচ্ছে না আজকাল।

ইব্রা। চুপ, কে যেন আসছে। আরে, এযে শাদাত খাঁ দেখছি। এই যে এসো ভাই এসো। সেলাম আলায়কুম।

মীর আমিন সহ শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত। ও আলায়কুম সেলাম।

ইব্রা। ইনি হচ্ছেন সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ জাহান্দার খাঁ—জবর আদমী! একটা বাঘ পুষেছে, তার দুধ খায়।

জাহান্দার। সেলাম আলায়কুম।

শাদাত। ও আলায়কুম সেলাম। আর এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে মীর মহম্মদ আমীন।

ইব্রা। তা বলব কি, যেমনি মামা—তেমনি ভাগ্নে। [শাদাতকে] তুমি না দোস্ত, একবার শিকার করতে গিয়ে ভাল্লুক দেখে মড়ার মত পড়েছিলে? ভাল্লুকটা তোমাকে মড়া ভেবে—ঘেন্নায় চলে গেল।

শাদাত। মনে আছে দেখছি!

ইব্রা। মনে থাকবে না? ভাল্লুক-বিজয়ী বীর—সেই থেকে রাজদরবারে তোমার কত খাতির। তা তোমার ভাগ্নেও কম যাচ্ছে না। [আমীনকে] সেবার শিকারে গিয়ে তুমি যেন কি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিলে?

আমীন। কই, মনে পড়ছে না তো?

ইব্রা। আরে, মনে পড়ছে না কি? এক ঢিলে দুটো চড়াই পাখী মেরে আমাদের সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলে না? ছেলেমানুষ, এত ভুলে যাও তোমরা? আর যাই ভোলো, কিন্তু এই মামাটিকে যেন ভুলো না। তা হ্যাঁ হে, দিল্লীর রাজদরবারে তুমি নাকি এখন মস্ত লোক! ওখানে কত মাইনে পাও হে?

শাদাত। আঃ—ইব্রাহিম, তুমি বড় বাচাল। ওসব কথা কি এখানে—

ইব্রা। ও—তাওতো বটে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার বাড়িতে ভোজ খেতে খেতে ওসব কথা শুনব। দিল্লীর মোগলাই খানা-টানা কিছু খাওয়াবে তো? হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি এখানে থাকতে থাকতেই আমার কন্যা গুলবাহারের সঙ্গে মীর মহম্মদ আমীনের বিয়েটা হয়ে যাক্ না?

শাদাত। মীর আমীনের এখনই আবার বিয়ে কি? দিল্লীর দরবারে ওর একটা ভাল চাকরীর চেষ্টা করছি। সেটা হোক—তারপর ভাবা যাবে।

আমীন। আমিও ওঁকে তাই বলেছি মামা। আপনি বরং ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি ততক্ষণ বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।

[প্রস্থান।

শাদাত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সংগে আমার পরে কথা হবে। এখন বলো দেখি, সম্রাট বহাল তবিয়তে আছেন তো? দিল্লীর বাদশার জরুরী কাজে এখানে এসেছি। খোস্ মেজাজ পাব তো?

ইব্রা। নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। খোস্ মেজাজ মানেই—আমাদের বাদশাহ। যাচ্ছেতাই খোস্ মেজাজ। আচ্ছা ভাই, দিল্লীতে মদ

আর মেয়েমানুষ নাকি খুব সস্তা? দিল্লী কা লাড্ডু শুনি যো ভি খায়া,—ও ভি পস্তায়া, যো ভি নেহি খায়া—ও ভি পস্তায়া? ব্যাপারটা কি বলো তো?

জাহান্দার। আচ্ছা জনাব, আপনি কোহিনূরটা দেখেছেন তো? দুনিয়ার সেরা হীরা! সূর্যের মত নাকি চিক্‌মিক্ করে?

ইব্রা। ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা দোস্ত, এই যে শুনি ময়ূরসিংহাসন—কি চীজ সেটা বলো তো শুনি? বাদশাহ কি ময়ূরের উপর বসে থাকেন—ওড়েন? বলো না দোস্ত?

শাদাত। বলছি-বলছি, তোমাদের সব প্রশ্ন শেষ হোক, তবে তো বলব।

জাহান্দার। না, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা দুই দোস্ত কথা বলুন, আমি দেখি সম্রাট এখনও আসছেন না কেন?

[প্রস্থান।

শাদাত। হ্যাঁ—তাই দেখুন, আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তারপর দোস্ত, তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে?

ইব্রা। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমাদের আর একটা প্রশ্ন আছে।

শাদাত। বলো। শেষ করো।

ইব্রা। ঐ আজব দেশ ভারতবর্ষে, কি নাকি একটা আজব ফল আছে? খেলে, বুড়ো নাকি ছোঁড়া হয়ে যায়, বুড়ি হয় ছুঁড়ি? আর ছোঁড়াছুঁড়ি যখন খায়, তখন সব এমন রসিয়ে যায় যে, একেবারে সব রসাতল ব্যাপার? কি যেন সে ফলের নামটা? রহিম না রাম—

শাদাত। আরে, আম—আম।

ইব্রা। হ্যাঁ-হ্যাঁ আম। এনেছ নাকি কয়েক ঝুড়ি?

শাদাত। আমের সময় এ নয়, ওটা গ্রীষ্মকালের ফল। তবে ওর আস্বাদটা কেমন, তা এই পারস্যে বসেই তার কিছুটা আঁচ করতে পারো।

ইব্রা। বলো কি হে, তাজ্জব ব্যাপার! আম রয়েছে ভারতবর্ষে, আর তার স্বাদ মিলবে এই পারস্যে?

শাদাত। হ্যাঁ মিলবে, ঠাট্টা করছি না। বাইরে গিয়ে তুমি একটা লম্বা দাড়িওলা লোক ধর; তার দাড়িতে বেশ খানিকটা তেঁতুল আর গুড় ভালো করে মাখিয়ে নাও। তারপর—

ইব্রা। তারপর?

শাদাত। তারপর তার ঐ লম্বা দাড়িটা মুখে নিয়ে চোষো।

ইব্রা। বলো কি হে?

শাদাত। হ্যাঁ, সত্যি বলছি—আমের স্বাদটা ঠিকই পাবে। কিছু মিষ্টি—কিছু টক্। আর জানবে আঁশ আছে, ঐ দাড়ির মত আঁশ।

[নেপথ্যে নকীব। বা-আদাব্ বা—মোলায়েজা—হোসিয়ার। শাহেনশাহ শাহতমাসে সুলতানে নামদারে তস্‌রিফরমা হোতে হ্যায়। (তুর্যধ্বনি হইল)]

শাহতমাসের প্রবেশ।

শাহ্। যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই, সব যা হয়েছে—যাচ্ছেতাই।

ইব্রা। যা বলেছেন জাঁহাপনা, যাচ্ছেতাই।

শাহ্। কি যাচ্ছেতাই?

ইব্রা। সত্যিই তো! কি যাচ্ছেতাই?

শাহ্। তুমি।

ইব্রা। হ্যাঁ আমি। আমি ছাড়া আর কে?

শাহ্। [শাদাতকে দেখিয়া] এ লোকটা কে?

ইব্রা। তাইতো, এ লোকটা কে?

শাদাত। [কুর্নিশ করিতে করিতে] সম্রাট, গোলামকে চিনতে পারছেন না? এক সময়ে এই রাজদরবারে এক আমীর ছিলাম আমি

শাহ্। এখন মারা গেছ? যাচ্ছেতাই।

শাদাত। না-না হুজুর, মারা যাইনি। হুজুরেরই অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলাম ভারতবর্ষে। হুজুরেরই মেহেরবানীতে দিল্লীর রাজদরবারে এখন ওখানকার বাদশাহের খাস্ মুনসী আমি।

ইব্রা। যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই।

শাহ। চোপরাও! এটা যাচ্ছেতাই নয়—কত বড় কেরামতি! কেয়াবৎ—কেয়াবৎ।

ইব্রা। কেয়াবৎ—কেয়াবৎ।

শাহ। যাচ্ছেতাই। চলে যাও এখান থেকে।

ইব্রা। চলে যাচ্ছি এখান থেকে, চলে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

শাহ। কিন্তু পালাবে না।

ইব্রা। না হুজুর, আমি গুটি গুটি যাচ্ছি, পালাচ্ছি না।

[প্রস্থান।

শাহ। বলো শাদাত খাঁ, দিল্লীর খবর বলো।

শাদাত। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহ মহামান্য শাহকে শতকোটি আদাব জানিয়েছেন।

শাহ। ফিরে গিয়ে তুমিও তাঁকে আমার লক্ষকোটি আদাব জানাবে। কিন্তু যে কথাটা আমি সবার আগে জানতে চাই শাদাত খাঁ!

শাদাত। বলুন হুজুর?

শাহ। ভারত দেশটা পারস্যের হাতে আসছে কবে? তুমি চমকে উঠলে যে! চমকাবার তো কিছু নেই। আজ কত শত বছর ধরে পারস্যের ভাষা, পারস্যের সভ্যতা, দিল্লীর রাজদরবারে চালু হয়ে গেছে। পারসীক স্থাপত্যের, পারসীক চিত্রকলার খুবই কদর ভারতে। বহু পারসীক রাজকর্মচারী ভারতের নানা স্থানে চাকরী

করেছে—এখনও করছে। আমি জানি তারা খুব জনপ্রিয়ও হয়েছে। নামও করেছে। এই ধরো যেমন ঔরংজেবের আমলে মীরজুমলা। কি ক্ষমতাটাই না সে পেয়েছিল।

শাদাত। জাঁহাপনা, এদিকে দাসের দৃষ্টি আছে। অন্তর্ঘাতী বিপ্লবে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কিন্তু তবু বলব, এখনও আপনার সময় আসেনি। আমি লক্ষ্য রাখব, যথাসময়ে যোগাযোগও করব। হয়ে যাবে, তবে এখনও একটু দেরী আছে। মোগলসম্রাট ভাঙছেন, কিন্তু মচকাচ্ছেন না; বরং চোখ রাঙাচ্ছেন আপনার উপর।

শাহ। বটে! কি বলে সেই বেত্‌মিজ্‌?

শাদাত। আপনার উপর তার একটা উদ্ভট দাবী আছে। আর তারই দৌত্য ভার দিয়ে আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। কারণ তিনি জানেন, আমি আপনার শুধু পরিচিতই নয়—আপনার অনুগৃহীতও বটে।

শাহ। দাবীটা কি শুনি?

শাদাত। আজ থেকে ১৭৯ বৎসর আগে মোগল সম্রাট হুমায়ুন অদৃষ্টের পরিহাসে দিল্লীর সিংহাসন হারিয়ে জীবন রক্ষার জন্য সপরিবারে পালিয়ে আসেন এই পারস্যে। তদানীন্তন সম্রাট—

শাহ। শাহ্ তমাসে,—তাঁর নামেই আমার নাম। আমি জানি সপরিবারে হুমায়ুনকে তিনি আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় দেন না, বিপন্ন হুমায়ুনের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এক পারসীক সৈন্যবাহিনী তাঁকে দান করেন।

শাদাত। সেই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই হুমায়ুন তাঁর হৃতরাজ্য ক্রমে ক্রমে পুনরুদ্ধার করে দিল্লীর সিংহাসনও অধিকার করেন। ১৭৯ বৎসর পরে সেই হুমায়ুনেরই বংশধর বর্তমান মোগল সম্রাট মহম্মদশাহ

অর্থাভাবে বিব্রত হয়ে এখন এক অদ্ভুত দাবী পেশ করেছেন আপনার কাছে।

শাহ। কি দাবী?

শাদাত। হুমায়ুন নাকি আশ্রয়দাতা পারস্য সম্রাটের কাছে, এক কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল পারস্যসম্রাট যথাসময়ে ঐ ধনরত্ন হুমায়ুনকে প্রত্যর্পণ করবেন। হুমায়ুন ও তাঁর বংশধররা বারংবার তাগিদ দিয়ে ঐ কোটি টাকা ফেরৎ পাননি এখনও। সেই টাকা এখন আপনার কাছে ফেরত চান ঐ মহম্মদশাহ।

শাহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ১৭৯ বৎসর পরে—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শাদাত। আমি জানতাম জাঁহাপনা, আপনার এই অট্টহাস্যই ঐ উদ্ভট দাবীর যোগ্য উত্তর।

শাহ। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ শাদাত খাঁ। এইবার আমার দাবীটা তোমার প্রভুকে গিয়ে জানাও।

শাদাত। বলুন জাঁহাপনা?

শাহ। হুমায়ুন আমার পিতৃপুরুষের কাছে সৈন্য সাহায্য পেয়েছিলেন কয়েকটা সর্তে। তার মধ্যে একটা সর্ত ছিল, কান্দাহার তিনি পারস্য সম্রাটকে দেবেন। বারবার দাবী করেও আমরা তা পাইনি। আমার দাবী আমি সেই কান্দাহার চাই।' একি আমার অন্যায় দাবী শাদাত খাঁ?

শাদাত। জাঁহাপনা! ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?

শাহ। নির্ভয়েই বলো।

শাদাত। ১৭৯ বৎসর পর এ দাবী! মহম্মদশাহ শুনে আপনার মত অট্টহাস্য না করেন।

শাহ। কেয়াবৎ-কেয়াবৎ! তোমার উপর আমি খুশি হলাম শাদাত খাঁ। যাক, তবু আমার দাবীটা তুমি তাঁকে জানিয়ো। ন্যায্য

দাবী ছেড়ে দেওয়া কোনদিনই উচিত নয়! কিন্তু তোমার সংগে আমার আসল কথা হয়ে রইলো—তুমি আমাকে যথাসময়ে খোস্ খবরটা দেবে। হুমায়ুন একদল পারসীক সৈন্য নিয়েই ভারত জয় করতে পেরেছিলেন আর আমি নিয়ে যাব তিন দল সৈন্যবাহিনী।

শাদাত। একটা কথা বলব জাঁহাপনা?

শাহ্। বলো—বলো?

শাদাত। পথে ঘাটে দুষ্ট লোকে বলাবলি কচ্ছে, আপনার সৈন্যরা নাকি বেতন না পেয়ে চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে।

শাহ্। ওসব দুষ্ট লোকের রটনা। খাঁটী কথা হচ্ছে একটি সৈন্যও চাকরী ছাড়েনি। তবে হ্যাঁ, তাদের বেতনটা নিজেরা আদায় করে নিচ্ছে প্রজাদের ঘর থেকে। আরে, প্রজার ঘরেই তো রাজার ভাণ্ডার। সৈন্যরা বরং এখন মহাখুশি। গোটা দেশ জুড়ে সবাই এখন সৈন্যই হতে চাইছে।

শাদাত। বুঝেছি জাঁহাপনা!

শাহ্। বুঝেছ! কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি। আমি গেছি। পারস্যের তিনভাগের এক ভাগ এখনও আফগানরা দখল করে রেখেছে। আবার শুনছি তারা যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় করছে। আক্রমণ করলে যে দু'ভাগ হাতে আছে তাও যাবে। রাজকোষে অর্থ নেই, সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই, তাদের রয়েছে শুধু লুণ্ঠনের লালসা। শাদাত—শাদাত! আমি তাদের চোখের সামনে ধরতে চাই ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ছবি। তাই আমি চাই তোমারই সাহায্য। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে যে মুহূর্তে তুমি আমাকে জানাবে জমি তৈরী, চলে আসুন—আমি সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ব ভারতবর্ষে। কি ভাবে কোন্ পথে আক্রমণ করব, তার ছকটি তুমি আমাকে পাঠাবে। আমি সেই প্রতীক্ষায় রইলাম শাদাত।

হঠাৎ নেপথ্যে একটি চিৎকার হইল—'পালাল, পালাল, ধর—ধর, ইত্যাদি। সহসা নাদির খাঁ নামক একজন যুবক জোর করিয়া দরবারে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাকে বাধা দিতে দিতে প্রবেশ করিল মীর আমিন ও ইব্রাহিম।

নাদির। জাঁহাপনা, রক্ষা করুন।

শাহ। যাচ্ছেতাই। কে এই বেতমিজ্‌?

নাদির। আমি আপনার ওমরাহ এই ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ওঁরই বিরুদ্ধে জাঁহাপনার কাছে আমার গুরুতর অভিযোগ আছে।

ইব্রা। নাঃ, দেখছি হতভাগার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এই মীর আমিন ওকে ঝাপটে ধরেছিল—তাই রক্ষে! নইলে কি করে বসতো কে জানে। ওর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমার বাড়িতে ওকে আর ঢুকতে দিই না। এখন দেখছি সুযোগ পেয়ে আমার নাম ভাঙিয়ে সরাসরি এই রাজদরবারে ঢুকে পড়েছে। হুজুর, রক্ষী দিয়ে এখনই ওকে বেঁধে ফেলা দরকার। বদ্ধ পাগল তো, কখন কি করে বসে কে জানে।

নাদির। না-না জাঁহাপনা! আমার মত সুস্থ প্রকৃতিস্থ লোক দুনিয়ায় খুব কমই আছে। এই দেখুন আমার সবল বাহু! [হঠাৎ পোশাকের ভিতর হইতে একখানি শাণিত তরবারি বাহির করিয়া] এই দেখুন আমার অস্ত্র! চক্ষের নিমিষে আমি এখানে যাকে খুশি তাকেই বধ করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে এ অস্ত্র হুজুরের পদতলে আমি রাখছি—শুধু হুজুরের কাছে সুবিচারের আশায়। [অস্ত্রত্যাগ।]

শাহ। যাচ্ছেতাই। কি তোমার অভিযোগ?

নাদির। আমার এই চাচা—জাঁহাপনার ওমরাহ ইব্রাহিম খাঁ,

আমার পিতৃসম্পত্তি ছলে ও কৌশলে আত্মসাৎ করেছেন। একরকম অনাহারে থাকতে হচ্ছে আমাকে। কত কাকুতি-মিনতি করেছি, পরিবর্তে ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। মহামান্য কাজীর কাছে বিচার চেয়েছি—ওঁরই কথায়, তিনিও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন মস্তিষ্ক বিকৃতির অপবাদ দিয়ে।

শাহ। কি আশ্চর্য! আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

ইব্রা। জয়-জয়, খোদাতালার জয়—জাঁহাপনার জয়।

নাদির। আমি বিকৃত মস্তিষ্ক—উন্মাদ!

আমিন। তুমি এক শয়তান!

শাহ। যাচ্ছেতাই। শয়তান বলে ঠিক মনে হচ্ছে না, সে চেহারাও নয়। তবে হ্যাঁ, তুমি বিকৃত মস্তিষ্ক নওতো কি? সম্পত্তিতে যদি সত্যসত্যই তোমার অধিকার থাকে—আর মনে প্রাণে তা বিশ্বাস কর, তবে ঐ সবল বাহু দুটি দিয়ে ঐ শাণিত অস্ত্রে তুমি তোমার সম্পত্তি আদায় করে নাওনি কেন?

নাদির। মহামান্য শাহের আইনটা কি তাই? বিচারের ভার কি তবে আমি নিজেই নিতে পারি?

শাহ। না-না, তবে তো যাচ্ছেতাই হতো। কি বলো হে ইব্রাহিম?

ইব্রা। বটেই তো—বটেই তো।

শাহ। [নাদিরকে] এরপরেও যদি আমি তোমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলি, তবে লোকে আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলবে না! যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ইব্রাহিম, এ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, সেটা স্বীকার করছ তো?

ইব্রা। তা করছি। কিন্তু তাই বলে আমার সম্পত্তিতে ওর কোনো অধিকার আছে আমি স্বীকার করি না।

শাহ। কেন?

ইব্রা। ওর বাপের সম্পত্তি—ওর বাপের দেনাতেই শেষ হয়ে

গেছে। বাপ যখন মারা যায় ও ছিল ছেলেমানুষ, তাই এসব কিছু জানে না। এতকাল ভাত-কাপড় দিয়ে ঐ হতভাগাকে মানুষ করে দেখছি—ভস্মে ঘি ঢেলেছি। ওর মাথাটাই খারাপ।

শাহ্। ভস্মে ঘি ঢেলেছ? তবে তো তোমার মাথাও খারাপ হে! যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই। ওহে পাগলা, তোমার নাম কি? না, সেটাও ভুলে গেছ?

নাদির। আমার নাম নাদির কুলী খাঁ!

শাহ্। বাঃ—নামটা তো বেশ। সব আদালত পেরিয়ে যখন আমার আদালতে এসেছ, তখন বাদশাহী বিচারই হোক। খুব সোজা বিচার—তলোয়ারের বিচার। ফরিয়াদী আর আসামী দুজনেই তলোয়ার ধর—দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক।

[ইব্রাহিম তলোয়ার বাহির করিল। নাদির তলোয়ার দ্বারা ইব্রাহিমের তলোয়ারে আঘাত করিল, ইব্রাহিমের তরবারি হস্তচ্যুত হইল। এবং নাদির ইব্রাহিমকে আঘাতে উদ্যত হইল]

ইব্রা। [ভয়ে] সম্রাট,—

নাদির। থাক সম্রাট, আমি আমার অভিযোগ—আমার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। পিতৃব্য বলে নয়—গুলবাহারের পিতা বলে।

শাহ্। যাচ্ছেতাই, তা গুলবাহারটি আবার কে?

আমিন। গুলবাহার হলো আপনার ওমরাহ এই ইব্রাহিম খাঁর একমাত্র রূপসী কন্যা। [সেলাম করিয়া প্রস্থান

শাহ্। শোভানাল্লা! ঝোলা থেকে বিড়ালটা এতক্ষণে বেরিয়ে পড়লো! ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ শাদাত খাঁ?

শাদাত। জলের মত বুঝতে পারছি। আসল ব্যাপারটা প্রণয়ঘটিত প্রণয় মানেই প্রলাপ, প্রলাপ মানেই পাগল। মাথা খারাপ হবেই।

শাহ। না—হয়নি, অন্ততঃ এর মাথা খারাপ হয়নি। যাও যুবক—বিকৃত মস্তিষ্ক তুমি নও। তবে হ্যাঁ, তুমি প্রেমিক। জেনো প্রেমের পথ কোনদিন মসৃণ নয়। শুধু প্রেমিক নও—তুমি বীরও বটে। শুধু বীরও নও—তুমি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। ইব্রাহিম, যত সহজে একে ফাঁকি দেবে ভেবেছিল, তত সহজ নয়। একটা মিটমাট্ করে ফেল। নইলে এর অভিযোগের বিচার একদিন আমাকেই করতে হবে। মনে রেখো তোমার অপরাধও কম নয়। বুঝেছ?

ইব্রা। বুঝেছি জাঁহাপনা।

শাহ। কিন্তু আমি বুঝছি না এমন এক সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুমি তোমার কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত কেন?

ইব্রা। জাঁহাপনা, নাদির কপর্দকহীন নিঃস্ব। আপনার কোনো ওমরাহের জামাতা হবার মত আভিজাত্য ওর কিছু নেই। আমি জাঁহাপনার সামনে এই প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে, এই কপর্দকহীন নিঃস্ব যদি এক বছরের মধ্যে লক্ষপতি হতে পারে—বৎসারান্তে আমি ওর হাতেই আমার কন্যা গুলবাহারকে সম্প্রদান করব। [প্রস্থান।

শাহ। যাচ্ছেতাই—মানে, চমৎকার। তবে আর কি যুবক—লেগে পড়। আমার বিশ্বাস তোমার যা যোগ্যতা আছে, তাতে তুমি এ সর্ত অনায়াসেই পালন করতে পারবে। আমি বলছি এক বছরের মধ্যেই তুমি লক্ষপতি হবেই হবে। এসো শাদাত।

[শাদাত সহ প্রস্থান।

নাদির। এক বৎসরের মধ্যে আমাকে হতে হবে লক্ষপতি, নতুবা গুলবাহারের আশা ত্যাগ করতে হবে। এই যদি বিচার হয়—এই যদি বিধান হয়, তবে আমি বৎসর কালের মধ্যেই হব লক্ষপতি। খোদা আমাকে ক্ষমা করো—ক্ষমা করো [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পারস্যের রাজধানীতে ইব্রাহিম খাঁর আবাস।

দূরে নহবৎ বাজিতেছে। একজন অন্ধ ভিক্ষুক গান গাহিতেছে। একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের পটভূমিকা।

ভিক্ষুক।—

গীত

মন আমার—
সুখের পরে দুঃখ আসে, দুঃখের পরে সুখ।
খোদাতালার এই বিধানে নেইরে ভুলচুক।
হেথায় শুধু কান্না-হাসির মেলা,
জীবন ভরা আলো-ছায়ার খেলা,
আজকে যে জন রাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষুক।

গীতান্তে সৈন্যাধ্যক্ষ জাহান্দার ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।

জাহান্দার। [ভিখারীর নিকট যাইয়া, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া] সত্যি সত্যি ভিখারী না আর কিছু ?

ইব্রা। না না জাহান্দার, এ বহুদিন থেকেই ভিক্ষা করে। তুমি যা ভাবছ তা নয়।

জাহান্দার। কিছুই বলা যায় না জনাব। আচ্ছা যা। [ভিখারীকে ধাক্কা দিল]

ভিক্ষুক।—

পূর্ব গীতাংশ

মন আমার—
আল্লা যদি নেক নজরে চায়
ভিখারীও লক্ষ টাকা পায়,
খোদার ভেল্কী মানুষেরে বানায় আহাম্মুখ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

জাহান্দার। চলুন, দেখি আপনার বাড়ির আর কোথায় সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন করতে হবে। কোথায় আপনারি মেয়ের বিয়েতে আনন্দ করব, তা না এখন ডাকাত ধরো।

ইব্রা। আর সে ডাকাতও যে-সে ডাকাত নয়। এই শুভদিনে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে এমন হুজ্জৎ হবে, এ কখনও ভাবিনি। আগে জানলে আমি নিজেই বিয়ে করতাম না।

জাহান্দার। আমি কি করব বলুন—বাদশার হুকুম।

ইব্রা। বাদশাহ তো হুকুম দিয়েই খালাস। এখন আমার বাড়িতে এত সব সৈন্য শান্ত্রী দেখলে, লোকে ভাববে বিয়ে নয়—লড়াই হচ্ছে। কেউ কি আর কচুকাটা হতে নেমতন্নে আসবে? হায়-হায়-হায়! আমার এত পোলাও—এত কালিয়া—এত কোর্মা—এত কাবাব, কাকে খাওয়াব বলো তো?

জাহান্দার। কাউকে না পান—ডাকাতদেরই খাইয়ে দেবেন।

[প্রস্থান।

ইব্রা। ওরাই কি আর খাবে? তবে আমাদের গলা কাটবে কে? এখন দেখছি খাবার বাঁচাতে গেলে গলা যায়, আর গলা বাঁচাতে গেলে খাবার যায়। হায়-হায়-হায়, মেয়ের বিয়ে এখন আর আমি ভাবছি না। ভাবছি আমি কেন বিয়ে করেছিলাম।

গুলবাহারের প্রবেশ।

গুল। বাপজান—বাপজান—

ইব্রা। একি! গুলবাহার, এখনও তুই বিয়ের সাজ-পোশাক পরিসনি কেন মা? চল্-চল্ মা, ভেতরে চল্। তোর পিসিরা সব এসেছে, ওরাই সব তোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে। না, বাপ হওয়ার যে কি ঝক্‌মারী, তা বুঝছি। এখন ক্ষেমাঘেন্না করে আমাকে উদ্ধার কর।

গুল। এ বিয়ে আজ থাক, আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও বাপজান।

ইব্রা। এই সেরেছে—সময়! আরে আমি সময় দেব কি করে? সময় যে তর্‌তর্ করে ছুটে চলেছে। না—না, সময়-টময় আর নেই। তুই চল্।

গুল। আমি তোমার পায়ে পড়ছি বাপজান।

ইব্রা। ও, সেই হতভাগা নাদির ছোঁড়াটাকে তুই আজও ভুলতে পারলি না? পথের কুকুরটাকে লাখোপতি হতে পুরো একটা বছর সময় দিয়েছিলাম। সেই বছরটা পূর্ণ হচ্ছে আজ। আজ যদি তোকে আমার মনোমত পাত্রের হাতে তুলে দিই, দোষটা আমার কোথায়?

গুল। বিয়েটা অন্ততঃ আজকের দিনের জন্য বন্ধ রাখো বাপজান।

ইব্রা। বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর আর কি তা হ'য় মা? তীর একবার ছুঁড়লে, সে তীর কি আর ফিরিয়ে আনা যায়?

গুল। এমন তো হতে পারে আজ যেকোনো সময় সে এখানে এসে পড়তে পারে। যাবার সময় সে আমাকে বলে গিয়েছিল এক বছরের মধ্যে সে আসবেই আসবে। আজ যদি সে না আসে, কাল তুমি আমার বিয়ে দিও বাপজান।

ইব্রা। গোটা বছর চলে গেল, এলো না—আর আসবে আজ। তবে শোন গুলবাহার! ওসব আশা তুই ছেড়ে দে। আমি তার

খবর পেয়েছি রে—খবর পেয়েছি। সে কি আর মানুষ আছে, সে এখন ডাকাত। দুর্দান্ত ডাকাত! ডাকাতের সর্দার।

গুল। বলো কি বাপজান? না-না, এ হতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না।

ইব্রা। বিশ্বাস করিস্ না? তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাদশাহ স্বয়ং তাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিয়েছেন। তার গ্রেপ্তারের জন্য গোটা রাজ্যে হুলিয়া জারি হয়ে গেছে।

গুল। কই, একথা তো আমাকে আগে কখনও বলোনি বাপজান?

ইব্রা। আরে বলব কি? আমিই কি জানতাম? সে তো শুনলাম আজ—স্বয়ং বাদশার কাছে, তাকে তোর বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে।

গুল। কি শুনলে?

ইব্রা। শুনলাম নাদিরই ঐ দুর্দান্ত ডাকাত কুলি খাঁ। সে আজ এই একবছরের মধ্যে ডাকাতি করে করে দেশের লোকগুলোকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বাদশা নিজে আজ আমাকে বললেন, ওকে ধরতে পারলেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। আমি বাপ হয়ে—তুই মেয়ে, তোর কাছে মিথ্যে বলব না মা!

গুল। কিন্তু বাপজান! হোক ডাকাত, তবু তুমি আমি যখন দুজনেই তাকে সেদিন কথা দিয়েছি, লক্ষপতি হয়ে সে যদি একবছরের মধ্যে ফিরে আসে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। এটা কি মিথ্যা?

ইব্রা। তাই বা এলো কই? সেই একবছরই না পূর্ণ হচ্ছে আজ।

গুল। কিন্তু পূর্ণ হতে রাতটা এখনও বাকী আছে বাপজান। আর তুমি কিনা তার আগেই বিয়ে দিচ্ছ আমার। না-না, এ হয় না—এ হতে পারে না।

ইব্রা। হয় না, হতে পারে না! অমন একজন আমীর-ওমরাহের হাতে তোকে দিতে পারছি, এ কত বড় সৌভাগ্য বল্ দেখি।

হিন্দুস্থানের বাদশাহী দরবার, সে নাকি আমাদের এই ইরাণের জাঁকজমককে হারিয়ে দেয়। এ সুযোগ কি আমি ছাড়তে পারি?

ফকিরবেশী নাদিরের প্রবেশ।

নাদির। [কৃত্রিম স্বরে] বিয়ের সানাই বাজছে। আমার গুরুর আদেশ, বিয়ে দেখলেই কনেকে করবে আশীর্বাদ।

ইব্রা। ঐ যাঃ! বাদশা আসবার সময় হয়ে গেল যে। আর দেরি নয় মা। যা মা যা, চট করে বিয়ের সাজটা পরে নে।

[প্রস্থান।

নাদির। [স্বাভাবিক কণ্ঠে] গুলবাহার! আমি এসেছি। আমি আমার কথা রেখেছি। একটি বছর উত্তীর্ণ হতে আমি দিইনি। আর এও জানাচ্ছি, গেল রাত্রেই খোরাসানে এক জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করে শেষপর্যন্ত লক্ষ টাকাই আমি রোজগার করেছি। হ্যাঁ, আজ সত্য সত্যই আমি লক্ষপতি।

গুল। নাদির—নাদির, তুমি ডাকাত।

নাদির। তোমারই জন্য আজ আমি ডাকাত গুলবাহার। আর এর জন্য দায়ী আমি নই—তোমার পিতা। লক্ষপতি না হলে তিনি তোমাকে আমার হাতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর প্রণ!

গুল। তুমি পালাও—এখনি পালাও নাদির। বাদশাহ হুকুম দিয়েছেন, তোমাকে ধরতে পারলে ঝোলানো হবে ফাঁসিকাঠে। আমার এই সর্বনাশ তুমি করো না নাদির।

ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ।

ইব্রা। এ আবার কোন্ ফকিরসাহেব? যা দিন পড়েছে আজ সবাই ফকির। কিন্তু এমন অসময়ে কেন? আর এখানেই বা কেন?

আপনাকে তো আমি চিনি না ফকিরসাহেব। তা এসেছেন—বসুন। বাদশাহ এসে গেছেন। তাঁর আবার তর্ সইছে না। বর-কনেকে আশীর্বাদ করে তিনি এখনি ফিরে যাবেন বলছেন। তুই যে কি করলি—গুলবাহার! এখনও পর্যন্ত বিয়ের পোশাকটা তোর গায়ে উঠলো না। আঃ, বিয়েটা তবে হবে কার?

নেপথ্যে শাহ্‌। যাচ্ছেতাই।

ইব্রা। এই যে বাদশা এসে গেছেন!

সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবৃত শাহতমাসের প্রবেশ।

শাহ। যাচ্ছেতাই—যাচ্ছেতাই। কই হে ইব্রাহিম, তোমার মেয়েকে আনো। কি নাম যেন! ও—হ্যাঁ, গুলবাহার! নাঃ—বেশ সুলক্ষণা কন্যা দেখছি। তা বরটিও যাচ্ছেতাই—মানে, বেশ। তাকে আশীর্বাদ করে বলে এলাম নববধূ সঙ্গে নিয়ে দিল্লী রাজদরবারে যাচ্ছ বড় চাকরী পেয়ে—তা যাও। দিল্লীর রাজদরবারে এই পারস্য সুন্দরীকে তোমার পত্নীরূপে পরিচয় দিতে মাথা হেঁট হবে না। তা নয় তো কি? ছ্যা—ছ্যা, ওদের দেশে আবার সুন্দরী আছে নাকি? যাচ্ছেতাই। একমাত্র সুন্দরী ছিল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান! তা সেও তো এই পারস্যেরই মেয়ে! কই গুলবাহার! এসো-এসো, আমার আর সময় নেই। গুরুতর রাজকার্য অপেক্ষা করছে। আসবার সময় খবর পেয়ে এসেছি, দুর্দান্ত দস্যু সেই কুলী খাঁ—এই ফকিরসাহেবটি কে? আমি যখন আশীর্বাদ করতে এসেছি, তখন আমিই করব, অন্য লোক কেন এখানে?

ইব্রা। যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই—আমিও ওকে চিনিনা জাঁহাপনা! [ফকিরকে] তা এসেছেন ভালো, এখন আপনি সরে যান। দেখছেন না স্বয়ং বাদশা—

[হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইব্রাহিম যখন কথা বলিতেছিল, শাহ তখন তাঁর দেহরক্ষীর কানে কানে কি বলিলেন। দেহরক্ষীটি হঠাৎ বন্দুক লইয়া ফকিরের সামনে গিয়া তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া তাক্ করিলে নাদির প্রস্থানোদ্যত হইল]

শাহ। হাত তোলো নাদির কুলী খাঁ! তুমি সকলের চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারো, কিন্তু আমার চক্ষুকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। তোমাকে আমি প্রথম যেদিন দেখি, তোমার মুখমণ্ডল আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। লক্ষ্য করেছিলাম তোমার ভ্রূযুগলের মধ্যে একটি ঘনকৃষ্ণ তিল বর্তমান। তুমি দস্যু দলপতি হয়ে, আমার প্রজাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেছ এই একটি বছর। তোমাকে ধরার সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমার খুব আশা ছিল, এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তোমার প্রিয়তমার বিবাহ হচ্ছে এ সংবাদ পেয়ে তুমি বিবাহবাসরে হানা দেবেই দেবে। আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

নাদির। জাঁহাপনা।

শাহ। আমি তোমাকে বলেছিলাম, প্রেমের পথ মসৃণ নয়। কিন্তু আজ দেখছি সেপথ ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। অগণিত নরহত্যা, নিরীহ প্রজার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। এগিয়ে এসো গুলবাহার! আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব।

গুল। আমি পারব না জাঁহাপনা—আমি পারব না।

শাহ। তোমার এই উত্তর আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয় গুলবাহার। আমি জানি, তুমি ঐ হতভাগ্য নাদিরের প্রেমমুগ্ধ। সে প্রেম কতটা গভীর—বেশ, আমি তার পরীক্ষাও নিচ্ছি। গুলবাহার! নাদির কুলী খাঁ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু আমি তার

মৃত্যুদণ্ড মার্জনা করব কথা দিচ্ছি, যদি তুমি এই মুহূর্তে এগিয়ে এসে মীর মহম্মদ আমীনের ভাবী বধূরূপে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ইব্রা। সম্রাট মহানুভব। গুলবাহার, সম্রাটের আশীর্বাদ গ্রহণ করে সবদিক রক্ষা কর। একূলও থাক—ওকূলও থাক। আমি সংবাদটা ভেতরে জানিয়ে আসি জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

[একটি নাটকীয় মুহূর্ত। শাহ্‌তমাসের ইংগিতে রক্ষীর প্রস্থান। দেখা গেল গুলবাহার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সম্রাটের নিকট আসিল। সম্রাট গুলবাহারকে একছড়া হীরকের হার দিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

গুল। নাদির, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ! তোমার ঐ মূল্যবান জীবন রক্ষা করতে, আজ আমিই তোমাকে ত্যাগ করলাম। জানিনা এতে তুমি কি ভাববে। কিন্তু এবার আমার অনুরোধে তুমি ত্যাগ করো না ঐ ঘৃণ্য ডাকাতি।

শাহ্। [নাদিরকে] হ্যাঁ, ত্যাগ কর ঐ ঘৃণ্য ডাকাতি। আর গ্রহণ কর দেশের শত্রু বিতাড়নের ভার। দেশের এক তৃতীয়াংশ দুরাত্মা-আফ্‌গানরা জবর দখল করে বসে আছে। তাদের বিতাড়ন করতে আমি পারিনি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তোমার অপূর্ব সংগঠন শক্তিতে, অপরাজেয় নেতৃত্বে তুমি তা পারবে। পারস্যের অপহৃত স্বাধীনতা তুমি পুনরুদ্ধার করো নাদির। বিপন্ন সম্রাটের এই পরম কামনাটি পূর্ণ কর বীর!

নাদির। জাঁহাপনা, আপনাকেও আমি প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন হয়েছিলাম মুগ্ধ—আর আজ হচ্ছি অভিভূত। সম্রাট! [নতজানু হইয়া] আমি আপনার দাসত্ব গ্রহণ করলাম। দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য এ জীবন আজ থেকে উৎসর্গ করছি। আর এই একবছর ধরে

যে উদ্দেশ্যে আমি লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করেছি, সে উদ্দেশ্য যখন সফল হলো না, তখন আমি তা বিলিয়ে দিতে চাই আমার পারস্যের দরিদ্র ভায়েদের মধ্যে।

শাহ্। খোদাতালার জয় হোক। আমার রাজবংশের মহিমান্বিত এই তরবারি তোমায় অর্পণ করছি। আজ থেকে তুমি পারস্যের প্রধান সেনানায়ক। [স্বীয় তরবারি প্রদান]

নাদির। [নতজানু নাদির সশ্রদ্ধভাবে তরবারি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিল।]

শাহ্। অগ্রসর হও বীর। স্বদেশ থেকে বিদেশী শত্রু বিতাড়ন করো। বিতাড়িত শত্রুকে অনুসরণ করে ধাবিত হও আফগানিস্থানে। জয় করো আফগানিস্থান।

[প্রস্থান।

নাদির। হ্যাঁ, জয় করব আফগানিস্থান! আর তারপর—তারপর—[গুলবাহারের দিকে তাকাইয়া] আমার অভিযান হবে ভারতবর্ষ! গুলবাহার, দেখা আবার আমাদের হবে—ঐ ভারতবর্ষে!

[প্রস্থান।

গুল। হয়তো দেখা হবে। কিন্তু সেদিন তোমাকে দেখতে চাই ঘৃণ্য দস্যুরূপে নয়, দিগ্বিজয়ী পারস্যবীরের বেশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর দেওয়ানি খাস

অদূরে প্রভাতী নমাজের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

জাওয়েদের প্রবেশ।

জাওয়েদ। শুনেছি, শাহান্‌সা আকবরের কথা। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে সুখে থাক্—শান্তিতে থাক্—আনন্দে থাক্। সম্রাট মহম্মদশাহকে দেখেও সেই কথাই মনে হয়। কিন্তু তিনি যেমন সরল তেমন উদার, আবার তেমনিই বিলাসী। রাজঅন্তঃপুর সারারাত জেগে থাকে নর্তকীর নূপুর নিক্কণে আর সুরার মত্ত প্রবাহে। সম্রাজ্ঞী উধমবাই, সেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই বিলাসিতার সুযোগ নিয়েই বিশ্বাসঘাতকেরা সাপের মত চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পানোন্মত্ত সম্রাজ্ঞী উধমবাইয়ের প্রবেশ।

উধম। কেন! আমি কি আমার মহলে আসিনি।

জাওয়েদ। না-না, এযে দিল্লীর দেওয়ানি খাস? খোদা, রক্ষা কর।

উধম। ধর্-ধর্—আমার হাত ধর্।

জাওয়েদ। আঃ—লোকে দেখবে যে! খোদা, আমায় রক্ষা কর।

উধম। ও, ভোর হয়ে গেছে বুঝি? হ্যাঁ—তাইতো। সূর্যটা এত সকালে উঠে গেল? আমি বাদশাকে বলব, ওকে কোতল কর। হ্যাঁরে, বাদশাটা কোথায় রে?

জাওয়েদ। কখন উঠেছেন। এই দেওয়ানি খাসে আসবার সময়ও হয়ে গেছে। খোদা, রক্ষা কর।

উধম। না-না, তবে তো এখনই সরে পড়তে হয়। তুই আমার হাতটা ভাল করে ধর্ না।

জাওয়েদ। আঃ—কি যা তা বলছেন? কেউ শুনলে আমার গর্দান যাবে। এত করে বলি খোজা প্রহরী থেকে আমাকে উজীর নাজির করে দাও, তবেই একটু সাহস হয়। তা খোজা প্রহরী করে রেখেছ। রাতের বেলায় হাত ধরে টানাটানি করছো, হায় খোদা; একি আমার সইবে? নির্ঘাৎ গর্দান যাবে!

উধম। কেন যাবে? কেন যাবে? বাদশা ঐ বাঁদী ছুঁড়িগুলোকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করেন না সারারাত? জানিস্ জাওয়েদ, বাদশার এখন সব চলে—সব চলে। আমার বাঁদীটা কোথায় গেল? কি যেন নাম?

জাওয়েদ। গুলবাহার!

উধম। হ্যাঁ গুলবাহার। ভাগ্যিস বাদশার চোখে এখনও পড়েনি—তাই রক্ষে। নইলে—

জাওয়েদ। ঐ বাঁদীই হয়ে যাবে বেগম। খোদা রক্ষা কর। আসুন, আর দেরি করলে গর্দান যাবে।

উধম। [সুরে] 'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল, আর এলো না।' [স্খলিত পদে প্রস্থান।

নেপথ্যে নকীব। আবুল মুজাফর সুরাজুদ্দীন্ মহম্মদশাহ বাদশাহী গাজী—নামদারে বাহারোবার—[তুর্যধ্বনি]

ব্যস্তভাবে মহম্মদশাহের প্রবেশ।

মহম্মদ। এই জাওয়েদ! দেওয়ানি খাসের সামনে নতজানু হয়ে হাতজোড় করে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে—ওরা কারা?

জাওয়েদ। জাঁহাপনা! দাসের গোস্তাকী মাপ হয়। এইমাত্র খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ওরা সব হিন্দোলের অধিবাসী।

মহম্মদ। হিন্দৌল! সেটা আবার কোথায়?

জাওয়েদ। খোদার মর্জি! আগ্রা থেকে তা প্রায় পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে।

মহম্মদ। হিন্দৌল—হিন্দৌল—হিন্দৌল! মনে পড়েছে। বুঝেছি। তা ওরা এখানে কেন? একেবারে দেওয়ানি খাসের চত্বরে।

জাওয়েদ। জাঁহাপনার হুকুমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মহম্মদ। মানে?

জাওয়েদ। হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ানি খাসে লালপাথর দিয়ে হুজুর যে নতুন মস্‌জিদটা তৈরি করেছেন, সেই অদ্ভুত মসজিদ যাতে প্রজারা দেখতে পায়, তার অনুমতি হুজুরই দিয়েছেন।

মহম্মদ। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি চাই লোকে দেখুক—দেখুক আমার কীর্তি। এতদিন শুধু আমার কুকীর্তিই ওরা দেখে এসেছে, এবার ওরা আমার সুকীর্তিগুলোও দেখুক। এই শোন, ভারী মজা হবে, একটা কাজ করবি?

জাওয়েদ। বলুন হুজুর?

মহম্মদ। তুই ওদের কাছে চলে যা। মনে হচ্ছে, হাতজোড় করে ওরা আমাকে কিছু বলতে চায়। ওদের মধ্যে থেকে একজন প্রতিনিধিকে আমার কাছে নিয়ে আয়। ওদের মনের কথা আমি জানতে চাই। কিন্তু তা জানব আমি ছদ্মবেশে—সম্রাটের পরিচয় না দিয়ে। প্রজাদের মনের কথা জানা আজ বড় বেশি দরকার হয়ে পড়েছে। সম্রাটের কাছে ভয়ে ওরা যেসব কথা বলতে পারে না, সেসব কথা আজ আমি শুনব ওদের মুখ থেকে আমি নিজে—এক দরবেশের বেশে। আমি দরবেশ সাজতে যাচ্ছি। আর তুই প্রতিনিধিটাকে এখানে নিয়ে আয়। আর হ্যাঁ—ভালো কথা, এখানে এ সময়ে যেন আর কেউ না আসে। [প্রস্থান।

জাওয়েদ। [হাততালি দিল]

রক্ষীর প্রবেশ।

জাওয়েদ। [যেন সে নিজেই সম্রাট] এখানে এ সময়ে যেন আর কেউ না আসে। বুঝেছ উজবুক?

রক্ষী। [মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে]

জাওয়েদ। খোদা, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

উধমবাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। [অনুচ্চস্বরে] 'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল, আর এলো না।'

রক্ষী। [হতাশাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ]

উধম। সম্রাট কোথায় গেলেন? ও, জানিস্ না? তা বলতে কি হয়? ও—হ্যাঁ, তোদের তো আবার জিভ নেই। তা ভালোই। তোদের জিভ নেই বলেই আমাদের রক্ষা।

দরবেশ বেশে মহম্মদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। ওমা, এ আবার কে?

মহম্মদ। [রক্ষীকে] যাও।

[রক্ষীর প্রস্থান।

উধম। আরে বাদশা যে! ব্যাপার কি জাঁহাপনা? রাজ-পোশাক ছেড়ে হঠাৎ দরবেশ? হজে যাচ্ছেন নাকি? কাকে নিয়ে? কোনো তাপসীর প্রেমে পড়েছেন নাকি?

মহম্মদ। সম্রাজ্ঞী উধমবাই! ছিলে রাজপুত বাঈজী, হয়েছ মোগল সম্রাজ্ঞী! তাই সরাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছ, অনেক নাচ

নেচেছ, দেখিয়েছ অনেক খেলা। আজ আমাকে একটু খেলতে দাও। ভয় নেই, এ কোনো প্রণয়-খেলা নয়, এ হচ্ছে জীবন-মরণের খেলা। এর উপর নির্ভর করছে আমার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব, তোমাদের ভবিষ্যৎ। এখান থেকে এখন চলে যাও—যাও বলছি।

উধম। যাচ্ছি—যাচ্ছি [সুরে] 'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল।'

প্রস্থান।

মহম্মদ। "পার্থিব বিষয়ে মনে আছে যে বন্ধন,
কিছু কিছু করি ক্রমে করহ মোচন,
নতুবা সহসা মৃত্যু এই সূত্র ধরি,
অজ্ঞাতে লইবে প্রাণ আকর্ষণ করি।"

জাওয়েদ সহ একজন চাষী মুসলমানের প্রবেশ।

জাওয়েদ। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। এখানেই আপনারা সম্রাটের দেখা পাবেন।

মহম্মদ। হুজুর, আমিও তো সেই মতলবে এসেছি। হজে যাবার আগে রাজদর্শন করে যেতে হয়।

জাওয়েদ। জনাব! সবই সম্রাটের মর্জি? আমি আর কি বলব। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখুন। সবই খোদার মর্জি। সবুরে মেওয়া ফলে। আদাব—আদাব।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। তোমরা কোথাকার লোক?

প্রতিনিধি। আমরা?

গীত

ছিনু হিন্দোলে, পথের মানুষ আমরা আজ
মারাঠা দস্যু বাজীরাও, সেথায় হেনেছে বাজ।

মহম্মদ। বাজীরাও তোমাদের মাথায় বাজ হানলে, আর তোমরা পালিয়ে এলে?

প্রতিনিধি।—

পূর্ব গীতাংশ

আমাদের নয়—দেশ বাদশার ;
আমাদের কাছে সে তো কারাগার,
বন্দী হিন্দু, মুসলিম, শিখ,—সব সমাজ॥

মহম্মদ। কিন্তু তিনি তোমাদের জিজিয়া কর তুলে দিয়েছেন, উপাসনার জন্যে ওই লাল মসজিদ তৈরি করিয়েছেন।

প্রতিনিধি।—

পূর্ব গীতাংশ

গরীবের মুখে দিতে দুটি ভাত,
কাণাকড়ি তাঁর নেই খয়রাৎ,
স্ফূর্তির বেলা নারী ও সুরায়, দিল্ দরাজ॥

[গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত]

মহম্মদ। দাঁড়াও! [দরবেশের পোশাকের অন্তরাল হইতে বহুমূল্যবান একটি রত্নমালা বাহির করিয়া] আমি দরবেশ। এক সময় বাদশা আমাকে এই বহুমূল্য রত্নহার পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি দরবেশ লোক, হারটা আমার বেমানান। জহুরীর দোকানে বিক্রী করে যা পাবে, তাতে তোমরা আজ যারা এখানে এসেছ—সকলে সমান ভাগ করে নিও। তোমাদের অভাব ঘুচবে।

প্রতিনিধি। একি,—

মহম্মদ। না-না, সংকোচ কর না—নাও! [হার প্রদান]

প্রতিনিধি। জহুরী যদি বলে এ হার আমরা কোথায় পেলাম? যদি বলে চোরাই মাল? তবে তো গর্দান যাবে!

মহম্মদ। না-না, সে ভয় কর না। আমি সারাদিন এই রাজ-প্রাসাদেই আছি। যদি কেউ তেমন কথা বলে, আমার কথা বলে—তাদের নিয়ে এসো এখানে।

[আভূমি নত হইয়া কুর্নিশ করিয়া প্রতিনিধির প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে জাওয়েদ খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ। এই জাওয়েদ! তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখলি?

জাওয়েদ। খোদার মর্জি! গোলামের কাজই তাই হুজুর!

মহম্মদ। [দরবেশের পোশাকটা খুলিয়া] বেশ। হ্যাঁরে, আর কে দেখা করতে এসেছে? নিয়ে আয়। আরে—সকাল থেকে ক' পাত্র খেয়েছি আজ?

জাওয়েদ। পাঁচ পাত্র।

মহম্মদ। মোটে পাঁচ পাত্র! ওরে, অমন করে আমাকে উপোসী রেখেছিস্ কেন? চল্ পানশালায় চল্।

জাওয়েদ। জাঁহাপনা! মহামান্য নিজাম-উল্-মুল্ক বাহাদুর অনেকক্ষণ বসে আছেন।

মহম্মদ। চিন্‌কিলিচ্ খাঁন! যেমন নাম—তেমনি কাম। নিজাম্—উল্—মুল্ক—আস্ত একটি উল্লুক! বুড়ো শয়তান তবে এসেছে। যাক, এখনও তবে বিদ্রোহ করেন নি! নিয়ে আয়।

নিজামের প্রবেশ।

নিজাম। নিয়ে আসতে হবে না, আমি নিজেই এসে গেলাম। এমনি করে রাজকার্য চলে না বৎস! আমি তোমার আহ্বানে হায়দ্রাবাদ থেকে ছুটে এলাম, আর তুমি কিনা একটা বাজে লোকের সঙ্গে—

মহম্মদ। বাজে লোক নয় জনাব—প্রজা। ওরা রাজকর দেয় বলে, আমাদের এই রাজগি! আমারও—আপনারও।

নিজাম। রক্ষণাবেক্ষণ করছি আমরা, রাজকর দেবে না তো কি? আমাকে কেন ডেকে এনেছ বৎস?

মহম্মদ। সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ। চারিদিকে শত্রু। বিদ্রোহ সর্বত্র ধূমায়িত। সবচেয়ে বড় বিপদ রাজকোষে অর্থাভাব।

নিজাম। কতবার বললাম, মহামান্য আলমগীর—ঔরংজেব—যাঁর পায়ের নখের যোগ্যও তোমরা কেউ নও। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসিয়ে রাজকোষের অর্থ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তুমিও তাই কর। তা শুনছ কই?

মহম্মদ। নতুন কথা—আপনাকে অনেকবার আমি বলেছি জনাব! ঔরংজেব আমার আদর্শ নন, আমার আদর্শ মহানুভব আকবর। জিজিয়া কর আমি আর বসাতে দেব না। ওকথা থাক, আপাততঃ আমাকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিন। বাংলা থেকে হোক—

নিজাম। বাংলা—বিহার—উড়িষ্যা আর তোমার বশ্যতা স্বীকার করছে না।

মহম্মদ। তবে অযোধ্যা?

নিজাম। সেখানে তোমাদের পেয়ারের শাদাত খাঁন এ সুবার সর্বস্ব হয়ে বসে আছেন। কঠিন চীজ্। মুখ খুবই মিষ্টি, কিন্তু তলে তলে ছুরি শানাচ্ছে।

মহম্মদ। তবে শেষ ভরসা আপনি। দাক্ষিণাত্যের ছয় ছয়টি সুবা দখল করে বসে আছেন। দয়া করে আপনি কিছু ছাড়ুন।

নিজাম। ও—তবে দেখছি তুমি কোনো খবরই রাখো না বৎস। নেহাৎ আলমগীরের আমলে, সম্রাটের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলাম, তাই তোমাদের মায়া ছাড়তে পারছি না। নইলে আমার যা অবস্থা,

এক এক সময় মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মক্কায় চলে যাই। সেই পার্বত্য মূষিক বাজীরাও! শয়তান, সারা দেশে ছানায় হানায় আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে।

মহম্মদ। হ্যাঁ, করেছিল, কিন্তু আর তো করছে না? কু-লোকে কি বলছে জানেন?

নিজাম। কি?

মহম্মদ। আপনি তার সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করেছেন। যাকে বলে অনাক্রমণ চুক্তি। আপনিও তাকে আক্রমণ করবেন না. সেও আপনাকে আক্রমণ করবে না। জাওয়েদ খাঁ, আমার ওষুধ!

জাওয়েদ। [সম্রাটকে মদ দিল।] খোদারই মর্জি!

নিজাম। [মুখ ফিরাইয়া রহিল।]

মহম্মদ। [মদ্যপান করিয়া] এই গুপ্তচুক্তির আসল উদ্দেশ্য বাজীরাও নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসতে পারবে। আর আপনিও থাকবেন বহাল তবিয়তে—নিরাপদে দাক্ষিণাত্যে। নয় কি?

নিজাম। মিথ্যা কথা বৎস। এসব শত্রুর রটনা। তোমাকে বুদ্ধিভ্রংশ করতে শত্রুর চাতুরী। আজ তিনপুরুষ তোমাদের কাছে চাকরী করছি। শেষে তুমি আমাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপবাদ দিচ্ছ? না, এ সংসারে আমার না থাকাই ভাল। মক্কায় চলে যাওয়াই এখন আমার উচিত কর্ম। আমাকে বিদায় দাও বৎস।

মহম্মদ। ভণ্ডামী—ভণ্ডামী! জাওয়েদ খাঁ, আমার ওষুধ!

জাওয়েদ। [আর একপাত্র সুরা দিল] খোদা, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। [নিজামের সামনেই প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করিতে করিতে] আজ তিন বৎসর বাজীরাও আপনার সুবায় কোনো হানা দেয়নি, একথা সত্য?

নিজাম। সাহস পায়নি বৎস।

মহম্মদ। কিন্তু এই তিন বৎসর সমানে এসে হানা দিচ্ছে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই সেদিন আগ্রার সন্নিকটে হিন্দোলও করেছে দখল। একথা সত্য নয়?

নিজাম। সুদূর দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসে আমি তাকে বাধা দিতে পারি না বৎস। এজন্যে আমাকে ভৎর্সনা না করে, দোষারোপ কর উত্তরাঞ্চলের সেনানায়ককে। তুমি ভেব না বৎস, আমি মক্কায় যাবার আগে বাজীরাওয়ের পতন ঘটিয়ে যাব। দুর্ধর্ষ এই বাজীরাও—তার শক্তির সন্ধানও যেমন রাখা দরকার, তার দুর্বলতার সন্ধানও তেমনি রাখা আবশ্যক। আর সেই দুর্বলতার সন্ধান আমি পেয়েছি। যাবার আগে সেটাও তোমাকে বলে যাচ্ছি।

মহম্মদ। দুর্বলতা! বাজীরাওয়ের দুর্বলতা?

নিজাম। হ্যাঁ বৎস। বাজীরাওয়ের দুর্বলতা! রূপবতী নারীর উপর তার আসক্তি অতীব প্রবল। বুন্দেলখণ্ডের নৃপতি ছত্রশাল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কি করে জানো? মস্তানী নামে এক পরমাসুন্দরী মুসলমান বাঈজীকে উপঢৌকন দিয়ে। সমস্ত মারাঠা সমাজ বাজীরাওয়ের এই বিধর্মী আচরণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু বাজীরাও ঐ নারীকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছে না। বাজীরাওয়ের চরিত্রের এই দুর্বল সুড়ঙ্গ পথে, যদি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারো তোমরা, তাতেই হবে বাজীমাৎ।

মহম্মদ। চমৎকার! চমৎকার! কথাটা আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু এটা যে একটা পথ; তা তো তলিয়ে দেখিনি। আচ্ছা আপনি আমাকে ভাবতে দিন। দাক্ষিণাত্যে ফেরার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। জানেন জনাব, নিজেকে বড় অসহায় অনুভব করছি। কে যে শত্রু—কে যে মিত্র, বুঝতে পারছি না। সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে।

নিজাম। সে আর বলতে বৎস! সম্রাজ্ঞী উধম বাইয়ের সঙ্গে আমার এই সব কথাই হচ্ছিল।

মহম্মদ। [সহসা উত্তেজিত হইয়া] যেখানে যত কথাই হোক, সব কিছু ছাপিয়ে এখন একটি কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে—বিশ্বাসঘাতক আপনিও। শুনুন—শুনুন জনাব, আপনি এখুনি পালিয়ে আমার হাতের বাইরে চলে যান। কারণ—কারণ, আমার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নেই। যে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল আদর করে আমাকে দিল্লীর মসনদে বসিয়েছিল, ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ বাধাতে আমি তাদের দু'জনকেই সাবাড় করেছি। একজনকে করিয়েছি হত্যা, অন্যজনকে বন্দী!

[ইত্যবসরে নিজাম একরূপ পলাইয়া গেলেন।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বুড়ো শয়তান পালিয়েছে। আমি তো ডুবতে বসেছি, কিন্তু সব বিশ্বাসঘাতকদের শেষ করে, তবেই শেষ করবো এই সেরা বিশ্বাসঘাতককে।

উধম বাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। বাদশা-বাদশা—

মহম্মদ। তুমি আবার কি মনে করে?

উধম। নিজাম কি বলে গেলেন? বাজীরাওকে শায়েস্তা করতে পারবেন?

মহম্মদ। না। বলে গেলেন, যদি কেউ শায়েস্তা করতে পারে, সে পারবে তুমি! রাজপুতানার সেরা বাঈজী তুমি।

উধম। [লাস্যে] হুঁ!

মহম্মদ। হ্যাঁ।

উধম। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়—মস্তানী আমার চেয়েও সুন্দরী?

মহম্মদ। তা যদি হয়, তবে তাকে আমার চাই-ই চাই। দরকার হলে বাজীরাওকে দিল্লীর সিংহাসনও ছেড়ে দেব।

উধম। বেশ তো। বাজীরাওকেও নেমন্তন্ন কর দিল্লীতে। সে যদি তোমার চেয়েও লোভনীয় হয়, তবে আমিও চাই তাকে।

মহম্মদ। এই আমার সম্রাজ্ঞী—এই আমার সাম্রাজ্য—আর এমনি সম্রাট আমি।

[প্রস্থান।

উধম। গেল—গেল—আমার—সব গেল। কে আছিস, সম্রাটকে ধর্—সম্রাটকে ধর্

[প্রস্থান।

মীর মহম্মদ আমিন অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিছনে তাঁহার স্ত্রী গুলবাহারও অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল।

গুল। ব্যাপার কি হারেম-মুন্সী সাহেব?

আমিন। যাক, খবরটা তবে পেয়েছিলে গুলবাহার।

গুল। খবর পেয়েছিলাম বলেই তো দেখা করতে এসেছি। কিন্তু যা বলবার—তা চটপট্ সারো।

আমিন। ভারী বিপদ—ভারী বিপদ। এমন বিপদে আর কখনও পড়িনি গুলবাহার!

গুল। বলো কি! কি বিপদ?

আমিন। অযোধ্যা থেকে এসে সাদাত মামা বাদশার সঙ্গে দেখা করে গেছেন, জানো তো?

গুল। তাতে আর বিপদটা কি হলো? তুমি তাঁর পেয়ারের ভাগ্নে! বাদশার কাছে তোমার নামে সুপারিশই করে গেছেন

নিশ্চয়ই। আমি তো আশা করছি, হারেম-মুন্সীর কাজের চেয়ে ভাল কাজ রাজদরবারে পাবে।

আমিন। না না, এখন দেখছি আমার হারেম-মুন্সীর কাজই ভালো ছিল।

গুল। ও—হারেম-মুন্সীর কাজে বুঝি মধু আছে, না? না-না, এ কাজ তোমাকে ছাড়তেই হবে। পেতেই হবে কোন বড় কাজ। আমি বুঝি ঘর সংসার করব না? চিরকালই ঐ হতচ্ছাড়ি উধম বাইয়ের পদসেবা করে কাটাব? আজ পাঁচবছর তোমার সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে, পাঁচটা রাতও তো আমি তোমার সঙ্গে কাটাতে পারিনি।

আমিন। তা বটে। শাদাত মামাকেও আমি তা বলেছিলাম, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়ে গেল।

গুল। কেন?

আমিন। মামার তো বাদশার উপর খুবই প্রভাব। বাদশাকে বলে তিনি আমাকে রাজদূত করে পারস্যে পাঠাচ্ছেন। রাজসরকার থেকে হুকুম বেরিয়ে গেছে, আমাকে আজ-কালই রওনা হতে হবে পারস্যে।

গুল। বলো কি—রাজদূত! এতো আনন্দের কথা। তাও আবার যাচ্ছ পারস্যে—নিজের জন্মভূমিতে! আমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো?

আমিন। না-না, তবে তো ভালই হতো। কিন্তু তা হলো কই? বেগম উধম বাই নাকি তোমাকে ছাড়তে রাজী নন্।

গুল। তাই নাকি? দেখো, আমি ওর কাছে আজ একটু কান্নাকাটি করে দেখব। কিন্তু তাতে ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমাকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়তে চায় না। যত সব অকীর্তি-কুকীর্তি করছেন, সেও আমারই সামনে করছেন।

আমিন। কান্নাকাটির আর সময় পাবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ, আমাকে রওনা হতে হচ্ছে আজই। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি গুলবাহার।

গুল। কি এত জরুরী কাজ?

আমিন। পারস্যের শাহের কাছে ভারতের সেই আজগুবি দাবী। কোনকালে বাদশা হুমায়ুন নাকি কোটি টাকা গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন পারস্যের শাহের কাছে। কিন্তু যা বুঝছি, আসল দৌত্য আমাকে করতে হবে আমার মামার! মামা একটা গোপনীয় পত্র দিচ্ছেন, পারস্যের শাহের হাতে দিতে।

গুল। তোমার মামাটিকে তো আমি চিনি। আবার কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

আমিন। হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তোমাকে না বলে পারছি না। শোনো, পারস্যের শাহকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আমার মামা—চলে আসুন, একবার দিল্লী বেড়িয়ে যান। মানেটা বুঝলে তো?

গুল। খুব বুঝছি। পারস্যের শাহ ভারত জয় করলে, তোমার মামাই হয়তো দিল্লীর বাদশাহ হয়ে বসবেন।

আমিন। হ্যাঁ। এই ভাগ্নেটি হবে তাঁর উজীর। আর তুমি হবে আমার মাথার মণি গুলবাহার বেগম।

গুল। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা—এত বড় পাপ তোমরা করতে বসেছ? তোমরা এই মহম্মদ শাহের নুন খাচ্ছো? তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

আমিন। কোথায়? পারস্যে? নাদিরকুলী খাঁর দেশে?

গুল। না-না, সেখানে না। সেখানেও তো তুমি যাচ্ছ বিশ্বাসঘাতকতা করতে—নিদারুণ পাপ করতে। না-না, সেখানে না। আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি

আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো—নিয়ে চলো কোনো পাহাড়ে-পর্বতে, কি কোনো গ্রামে। ভিক্ষা করে খেতে হয় সে-ও খাব আমরা। এইসব কদর্যতা, এইসব ষড়যন্ত্র, এই সব বীভৎসতা থেকে এসো আমরা মুক্ত হই—পালাই। ওগো, আমায় নিয়ে চলো—নিয়ে চলো।

আমিন। কি সব বাজে বকছো? আমি যাব আর আসব। আর যে ক'দিন আমি এখানে থাকব না, সে কদিন তোমাকে স্বর্গ-সুখে রেখে যাবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।

গুল। আমি আর ঐ উধম বেগমকে সইতে পারছি না।

আমিন। সইতে হবেও না। [দূরে সম্রাটকে দেখিয়া] এই যে, এই যে, স্বয়ং বাদশা এসে গেছেন।

মত্ত অবস্থায় মহম্মদ শাহ ও তৎপশ্চাৎ জাওয়েদের প্রবেশ।

মহম্মদ। কই হে জাওয়েদ, আমার মস্তানী কই?

জাও। বলছি জাঁহাপনা, মস্তানী নয়। তবে হ্যাঁ দেখতে পারেন। দেখুন! ঐ তো! কি হারেম-মুন্সী, চুপ করে আছেন কেন? যা করবার করুন। আমাকে আবার বেগমসাহেবা তলব করেছেন। খোদা, সবই তোমারই মর্জি! খোদা রক্ষা কর। [জাওয়েদের প্রস্থান।

মহম্মদ। হারেম-মুন্সী! ও-হো হো, তুমি সেই লোকটা না? বারহান মুলক শাদাত খাঁর ভাগ্নে? তুমি না কোথায় দূত হয়ে যাচ্ছ? তা যেখানেই যাও, দু' একটা সুন্দরী মেয়ে-টেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসো। দিল্লীটা কেমন যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। [গুলবাহারকে দেখিয়া] ওখানে একটা ফুলের গাছ দেখছি না!

আমিন। হ্যাঁ জাঁহাপনা, পারস্য থেকে এনেছি। আপনারই জন্যে। আবার যাচ্ছি—আবার আনব।

মহম্মদ। পারস্য! তবে তো দেখতেই হবে। তা দেখছি—তুমি এসো।

আমিন। [প্রস্থানোদ্যত]

গুল। [আমিনের হাত ধরিয়া] না, তা যেতে পাবে না। তুমি না আমার স্বামী! এই কি স্বামীর আচরণ?

আমিন। আঃ—গুলবাহার! উনি দুনিয়ার মালিক দিল্লীর বাদশা। ওঁরই কাছে আমি তোমাকে রেখে যাচ্ছি। জাঁহাপনা, অনুমতি করুন আমি তবে এখন আসি।

মহম্মদ। হ্যাঁ এসো, ইনাম তুমি পাবে।

আমিন। [সেলাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

গুল। [ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া দৃপ্তভঙ্গীতে] খবরদার, তুমি যাবে না। আর যদি যাও, আমাকেও নিয়ে যাও।

মহম্মদ। ওরে বাবা, নেশা তো কেটে গেল। জানো—আমি কে?

গুল। জানি।

মহম্মদ। তা জেনেও তুমি আমার উপর চোখ রাঙিয়ে আছ সুন্দরী? আমার জীবনে এমনটি তো কখনও দেখিনি! কোনো মেয়ে যে এ সুযোগ—এ লোভ, এমন করে ত্যাগ করতে পারে, আমার জীবনে এও দেখছি আজ এই প্রথম।

গুল। জাঁহাপনা! আমি সামান্যা রমণী—আমি—

মহম্মদ। না—না, তুমি সামান্যা রমণী নও—তুমি সামান্যা রমণী নও। তুমি কে আমি বলছি। হ্যাঁ আমাকে বলতে দাও—মুগ্ধকণ্ঠে বলতে দাও। তুমি—তুমি জননী, জননী! [প্রস্থান।

আমিন। কি দুঃসাহস! কি মূর্খতা! আমি পারস্য থেকে ফিরে আসি, তারপর এই মূঢ়তার শাস্তি আমি তোমাকে দেব। [প্রস্থান।

গুল। হ্যাঁ দিও। আর তা হবে আমার পরম সম্মান—শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পারস্য রাজপ্রাসাদ

[নেপথ্যে নকীব নাদির শাহর আগমনবার্তা ঘোষণা করিল "বা—আদাববা—মোলায়েজা—হোসিয়ার। শাহেনশাহ্ নাদির শাহ্ সুলতানে নামদারে তস্‌রিফবুমা হোতে হ্যায়"—তূর্যধ্বনি]

জাহান্দার ও সম্রাট নাদির শাহের প্রবেশ।

জাহান্দার। [সিংহাসনে উপবিষ্ট নাদির শাহকে কুর্ণিশ করিল]

নাদির। দিল্লী থেকে কে নাকি রাজদূত এসেছে সেনাপতি?

জাহান্দার। হ্যাঁ জাঁহাপনা। সম্রাট শাহতমাসের মৃত্যুর পরে, পারস্যের সিংহাসনে আপনার অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজদূতের এই শুভাগমন। নিশ্চয়ই তিনি কোন শুভ-সংবাদ বহন করে এনেছেন সম্রাট।

নাদির। শুভ কিম্বা অশুভ—কে জানে? ডাকো তাকে।

জাহান্দার। [চিৎকার করিয়া নেপথ্যের দিকে] কে আছ, ভারতের রাজদূত!

মীর মহম্মদ আমিনের প্রবেশ।

আমিন। পারস্য সম্রাটের জয় হোক। [কুর্ণিশ করিল]

নাদির। [আমিনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] মীর মহম্মদ আমিন! কি সৌভাগ্য! সব কুশল তো?

আমিন। জী জাঁহাপনা! দিল্লীর বাদশার একটা দাবী পেশ করতে এই অধমকে আসতে হয়েছে।

নাদির। [হাসিয়া] দুশো বছর আগে সম্রাট হুমায়ুন বাদশা পারস্যে পালিয়ে এসে, তখনকার শাহতমাসের কাছে কোটি টাকার ধনরত্ন গচ্ছিত রেখেছিলেন। সেইটা ফেরৎ পাবার দাবী তো?

আমিন। জী-হুজুর।

নাদির। সেটা ফেরৎ দেওয়া উচিত—দেওয়াও হবে।

আমিন। জাঁহাপনার জয় হোক।

নাদির। কিন্তু তা ফেরৎ পেতে হলে আপনার প্রভুকে এখুনি স্বর্গে যেতে হবে। শাহতমাস স্বর্গেই রয়েছেন যে!

আমিন। এরূপ একটা উত্তর পাব, এ আমি জানতাম জাঁহাপনা। বেশ, একথা আমি গিয়ে তাঁকে নিবেদন করব।

নাদির। হ্যাঁ, নিবেদন করবেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, হুমায়ুন বাদশার সেই প্রতিশ্রুতিটা।

আমিন। জানি জাঁহাপনা, আমি সেটাও জানি। হুমায়ুন বাদশা পারস্যের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে যদি তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিল্লীর মসনদে আবার বসতে পারেন, তবে তিনি পারস্যের শাহকে উপহার দেবেন কান্দাহার। এই ছিল তাঁর প্রতিশ্রুতি।

নাদির। সে প্রতিশ্রুতি কিন্তু তিনি রাখেননি। এবং আমাদের এই দাবীর উত্তরে আপনার সম্রাট মহম্মদ শাহ যদি আমাকে স্বর্গে গিয়ে বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি তাতে প্রস্তুত নই। নিজের বাহুবলে কান্দাহার জয় করে দিল্লীতে হানা দিয়ে মহম্মদ শাহকে দায়মুক্ত করে দিয়ে আসা আমার পক্ষে ঢের বেশি সহজ হবে মীর মহম্মদ আমিন!

জাহান্দার। শোভানাল্লা! জাঁহাপনা আমাদের মনের কথাটাই ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

আমিন। এইবার জাঁহাপনাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি অর্পণ করলেই আমার দৌত্যকর্ম শেষ হয়।

নাদির। চিঠি! কার চিঠি?

আমিন। দিল্লী দরবারের মাননীয় সদস্য অযোধ্যার শাসনকর্তা, মহামান্য শাদাত খাঁ চিঠিটি লিখেছেন শাহতমাসকে। তিনি যখন স্বর্গত, তখন চিঠিটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত আপনাকেই দেওয়া সঙ্গত মনে করছি আমি। [পত্র প্রদান]

নাদির। [পত্রপাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।] উত্তম! সত্যই সুসংবাদ। জাহান্দার, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। পরে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করে যাবে।

জাহান্দার। জী আজ্ঞে খোদাবন্দ! [প্রস্থান।

নাদির। মহামান্য শাদাত খাঁকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ জানাবেন। তাঁকে বলবেন, যথাসম্ভব শীঘ্র আমি তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভারত অভিযানে যাব, এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। আপনি ভারতে ফিরে যাবার পূর্বে আমার স্বহস্তে লিখিত উত্তর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আপনাকে আমার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে।

আমিন। করুন জাঁহাপনা!

নাদির। ব্যক্তিগত প্রশ্ন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন! এই ধরুন, আপনারা সব কেমন আছেন? মানে, সবাই মনের সুখে আছেন কি? মানে, দিল্লী বেশ ভাল লাগছে তো?

আমিন। না—তা মন্দ কি? দিল্লীর জাঁকজমক, জৌলুস, এখান-কার চেয়ে কিছু কম নয়।

নাদির। সে আমি জানি—সে আমি জানি। কথাটা ঠিক তা নয়। কথাটা যে কি আমি তা বলতে পারছি না। আচ্ছা থাক, আপনি আসুন। যাবার আগে আমার চিঠিটা নিয়ে যাবেন।

আমিন। হ্যাঁ জাঁহাপনা! আর গুলবাহারকেও আপনার কুশল সংবাদ জানাব। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত]

নাদির। চাচা ইব্রাহিমের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে।

আমিন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আমি এসেই শুনেছি। তাঁর আত্মীয়-স্বজনও একথা আমাকে বলেছেন। গুলবাহারকেও আমি একথা গিয়েই জানাব।

নাদির। গুলবাহার—হ্যাঁ, গুলবাহার! দিল্লীর রাজপরিবারের সবাই তাকে দেখেছে কি? তারিফ করছে হয়তো খুব। পারস্যের মেয়েদের ওখানে খুব কদর। কি বলেন জনাব?

আমিন। না—তা—হ্যাঁ—

নাদির। জানি, আমি জানি। কেন যেন সওয়াশো বছর আগের দিল্লী হারেমের একটা কেচ্ছা আমার আজ মনে হচ্ছে।

আমিন। আপনি পারস্যসুন্দরী মিহিরউন্নিসার কথা ভাবছেন কি?

নাদির। চতুর! আপনি চতুর জনাব! ঠিক ধরেছেন। দিল্লীর বাদশাজাদা জাহাঙ্গীর ঐ পারস্য-সুন্দরী মিহিরউন্নিসার প্রেমে পড়েন।

আমিন। কিন্তু পিতা আকবর বাদশার তাতে অমত। তিনি করলেন কি, বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগান উপাধিধারী আলী কুলী খাঁর সঙ্গে মিহিরউন্নিসার বিয়ে দিয়ে, জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি থেকে পারস্য-সুন্দরীকে দূরে সরিয়ে দেন।

নাদির। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মন থেকে সরাতে পারলেন কি? আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশা হয়েই শের আফগানকে হত্যা করিয়ে—[মীর আমিনের চোখে চোখে তাকাইয়া রহিলেন।]

আমিন। [সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ নামাইয়া বলিলেন] হুঁ!

নাদির। তারপর যেন কি? তারপর যেন কি?

আমিন। মিহিরউন্নিসাকে বাদশা আনিয়ে নিলেন নিজের অন্তঃপুরে।

নাদির। বিধাতার বিধানকে ব্যর্থ করে জাহাঙ্গীর তাঁর প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয়িনীকে বিবাহ করে উপাধি দিলেন—নূরজাহান, জগতের আলো নূরজাহান! কেমন, ঠিকই শুনেছি—না?

আমিন। হ্যাঁ জাঁহাপনা!

নাদির। এ কেচ্ছা গুলবাহার শুনেছে হয়তো?

আমিন। কে না শুনেছে—কে না জানে!

নাদির। হুঁ! আপনি—আপনি কবে চলে যাচ্ছেন?

আমিন। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রয়েছি জাঁহাপনা।

নাদির। পত্র আমি আপনাকে আজই দিচ্ছি। আপনার শীগ্‌গীর চলে যাওয়াই উচিত। ভারত-অভিযানে আমার বিলম্ব সইছে না। আচ্ছা, বিদায়।

আমিন। বিদায়!

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

নাদির। ওঃ—আমি এতই দুর্বল। এত দুর্বল! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

জাহান্দারের পুনঃ প্রবেশ।

জাহান্দার। জাঁহাপনা!

নাদির। বলো?

জাহান্দার। প্রজাপুঞ্জ জাঁহাপনার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে ব্যাকুল। পারস্যের সুনাম, পারস্যের সমৃদ্ধি, পারস্যের শক্তি—সবই ডুবে গিয়েছিল। জাঁহাপনার শৌর্যে বীর্যে পারস্য আবার তার

হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। দস্যু আফ্‌গানরা পারস্যের পবিত্র মাটি দখল করে পারস্যবাসীর মুখে যে কালিমা লেপন করে দিয়েছিল, তা মুছে ফেলেছেন আপনি আফগান-বিজয়ী বীররূপে, স্বদেশের পবিত্রতা রূপে জাঁহাপনা অমর হয়ে থাকবেন।

নাদির। জাহান্দার খাঁ, আমি কাজের মানুষ, আমি চাই কাজ। শোচনীয় অধঃপতন থেকে পারসীকদের আমি টেনে তুলতে চাই। বলো জাহান্দার, এখন আমার কি কর্তব্য ?

জাহান্দার। যে আফগানেরা এতদিন আমাদের দেশের অত বড় একটা অংশ অধিকার করে রেখেছিল, তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত— পরের দেশ আক্রমণ বা অধিকার করা কতদূর অন্যায়।

নাদির। না জাহান্দার খাঁ! কেউ যদি দুর্বল হয়, সবল তাদের গ্রাস করবেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মশক্তি অর্জন। শোন জাহান্দার, আমার দেশের প্রত্যেকটি সুস্থ-দেহী নাগরিককে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এখনই। দুর্ধর্ষ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করাই হবে আমার প্রথম কাজ। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব দেশ-দেশান্তরে। দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে রয়েছে অগাধ ধনসম্পদ! কোনো কোনো দেশে রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য! যেমন আজকের এই পারস্য।

জাহান্দার। তবে জাঁহাপনা, প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ুন ঐ ভারতে। ভারত এখন অন্তর্বিপ্লবে অতীষ্ঠ—কিন্তু ধনসম্পদ তার অবর্ণনীয়। জগৎবিখ্যাত কোহিনূর রয়েছে ঐ ভারতে! জগৎবিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন—সেও ঐ ভারতে। তা ছাড়া—

নাদির। তা ছাড়া ?

জাহান্দার। ওখানে রয়েছে—ওখানে রয়েছে—

নাদির। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আছে—ওখানে অমৃত আছে। যে অমৃত

আমি পেয়েও হারিয়েছি—না না, এসব আমি কি বলছি। জাহান্দার ভারত নয়—ভারত নয়, আঁফগানিস্থান!

জাহান্দার। স্বদেশ থেকে বিদেশী আফগানদের বিতাড়িত করে—তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন জাঁহাপনা, যে ওরা আর থেকেও নেই।

নাদির। দাঁড়াও—দাঁড়াও। চাটুবাক্য সাবধানে প্রয়োগ করবে। পারস্য থেকে বিদেশী আফগানদের আমি বিতাড়িত করতে পেরেছি—একথা সত্য নয়।

জাহান্দার। সে কি কথা জাঁহাপনা? আমরা নিশ্চিত জানি, এ দেশ থেকে প্রতিটি আফগান বিতাড়িত। যদি কোনো আফগান থেকে থাকে, তবে সে নিহত এবং কবরস্থ!

নাদির। না-না-না। একটি আফগান এখনও বর্তমান। আমারই প্রশ্রয়ে এখনও সে জীবিত। আমি তাকে—আমি তাকে চাই একাকী। কে আছ? গুপ্তকক্ষ থেকে তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

জাহান্দার। তবে কি—তবে কি আমি এখান থেকে—

নাদির। [মাথা নাড়াইয়া] হুঁ!

জাহান্দার। [সেলাম করিয়া প্রস্থান।]

শৃঙ্খলিতা এক তরুণী আফগান বাঈজী
কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। [ধীরে ধীরে সম্রাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শৃঙ্খলিতা হওয়ায় কুর্ণিশ করিল না, করার ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না।]

নাদির। পুরো একদিন ঠাণ্ডা গারদে থেকে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে রূপসী!

কোহিনূর। মোটেই না জাঁহাপনা! মাথা আমার আরও গরম হয়েছে এই ভেবে—জাঁহাপনার মতলবটা কি? আফগানদের হয় আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, নয় কবর দিয়েছেন। এক আমাকেই শুধু কারাগারে পুষে রেখেছেন কেন?

নাদির। অনুমান করতে পারছ কিছু?

কোহিনূর। জাঁহাপনা, বাঈজীর নাচ দেখতে হয়তো ভালবাসেন।

নাদির। তা হয়তো বাসি। তুমি এত সুন্দরী, আর তাছাড়া যুদ্ধক্লান্ত আফগান সেনাপতির মনোরঞ্জনের জন্য যখন তুমি রণক্ষেত্রেও সযত্নে রক্ষিতা, তখন এ কথাটা বুঝতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি —তুমি তোমার দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকী!

কোহিনূর। জাঁহাপনাও হয়তো নিজের মনোরঞ্জনের জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

নাদির। কিন্তু তুমি শত্রুকন্যা! শত্রুকন্যাকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া তোমারই ছলনায় আমার সৈন্যরা কর্তব্য কার্য থেকে হয়েছে বিরত। আফগান সেনাপতিকে বধ করতে যে মুহূর্তে আমার সেনানীর অসি হয়েছে উদ্যত, সেই মুহূর্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান তুমি নিজের বক্ষ আবরণ উন্মোচন করে তার দৃষ্টিকে করেছ মোহিত— উদ্যত অসিকে করেছ স্তব্ধ। তোমাকে আমি—তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

কোহিনূর। তা করতে চান করুন জাঁহাপনা! কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই আফগান শিবিরে উদ্যত অসি হস্তে ছুটে এসে আপনি হঠাৎ আমাকে যে দৃষ্টিতে প্রথম দেখেছিলেন, সে দৃষ্টিতে কিন্তু আমি দেখিনি কোনো ঘৃণা। দেখেছিলাম এক অপরূপ মুগ্ধ-বিস্ময়!

নাদির। শয়তানি,—

কোহিনূর। আজ হয়তো আমাকে আপনার তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এত বড় ভক্ত আমার আর কেউ নেই।

নাদির। মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়, সেকথা সত্য। আর আমার ঐ সাময়িক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে পলায়ন করতে পেরেছিল তোমার সেই রক্ষক—দুরাত্মা আফগান সেনাপতি। উঃ, কি শোচনীয় পরাজয় আমার! তোমাকে আমি—তোমাকে এখনি হত্যা করব। [অসি নিষ্কাসন]

কোহিনূর। [অবিচলিত কণ্ঠে মৃদু হাস্যে] আর তা সম্ভব নয় জাঁহাপনা! হত্যাই যদি করতেন, তবে সেই মুহূর্তেই করতেন। তা যখন পারেননি, তখন আর আপনি তা পারবেন না।

নাদির। স্তব্ধ হও শয়তানী! সেদিন সেটা ছিল আমার সাময়িক দুর্বলতা। সে দুর্বলতা আমি জয় করেছি। আজ আমি দুর্নিবার। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও শয়তানী!

কোহিনূর। আমি প্রস্তুত! কিন্তু এই মৃত্যু মুহূর্তে আমি বলব, জাঁহাপনা অদ্বিতীয় কোন বীর নন। তিনি নিরস্ত্রা এক নারীকে জীবিত রাখতে সাহসী নন—তিনি ভীতু। সামান্যা নর্তকীর ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। লোকে জানে তিনি এত শক্তিধর—কিন্তু আমি জেনে গেলাম তিনি কত দুর্বল।

নাদির। [উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে দুই একবার তাকাইলেন। পরে সহজভাবে] জীবনে তুমি কাউকে ভালবেসেছ নারী?

কোহিনূর। না। ভালবাসতে পারি, এমন লোক আমার জীবনে আসেনি এখনও সম্রাট।

নাদির। মেয়েদের ভালবাসা কিসে আসে—বলতে পারো নারী? কি চায় নারী? কি দেখে মুগ্ধ হয় নারী? রূপ, ঐশ্বর্য না বলবীর্য?

আমি জানতে চাই। কারণ, একটি মেয়েকে আমি পাইনি। কেন পেলাম না আমি বুঝতে চাই। তুমি আমাকে বলবে?

কোহি। সেটা যদি শুনতে চান—বুঝতে চান জাঁহাপনা, তবে আমাকে—

নাদির। না, বধ করা চলে না। তুমি থাকছো, আমার কাছেই থাকছো। তোমার নাম?

কোহি। কোহিনূর!

নাদির। [চমকিত হইয়া] কোহিনূর! তোমার নাম কোহিনূর! ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দুনিয়ার সেরা বিস্ময়—কোহিনূর?

কোহি। হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই আমার পিতা আমার নাম রেখেছিলেন কোহিনূর।

নাদির। কিন্তু শুনেছি কোহিনূর এক অভিশপ্ত রত্ন! এক হাতে কখনও থাকেনি।

কোহি। আমিও থাকিনি জাঁহাপনা!

নাদির। বেশ, তোমাকে কাছে রেখে কথাটার সত্য মিথ্যা আমি যাচাই করে দেখব।

কোহি। কৃতার্থ হলাম জাঁহাপনা। কিন্তু এখন বিশ্রাম আপনার প্রয়োজন।

নাদির। বিশ্রাম আমার নেই। আমাকে দিগ্বিজয়ে বার হতে হবে, এখুনি উল্কার মত ছুটতে হবে। শেষ লক্ষ্য—ভারতবর্ষ।

কোহি। সেখানেও আমি—কোহিনূর—কোহিনূর! কোহিনূর-গর্বেই গর্বিত ঐ ভারতবর্ষ।

নাদির। হ্যাঁ, ভারতবর্ষ! আমাকে ভুলতে দিও না ঐ ভারতবর্ষ!

[কোহিনূরকে লইয়া নাদিরের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দেওয়ানি খাস—শেষ রাত্র

[অদূরে নহবৎ বাজিতেছে, নেপথ্যে একটি কামানের আওয়াজ]

জাওয়েদ ও মদ্যপানে অচেতন মহম্মদ শাহের প্রবেশ।

জাও। খোদা, রক্ষা কর।

মহম্মদ। এই জাওয়েদ, এসব কি হচ্ছে?

জাও। জাঁহাপনা, সাংঘাতিক বিপদ। নইলে এই শেষ রাত্রে আপনাকে আপনার কক্ষ থেকে টেনে আনতাম না। আপনার প্রাণ-রক্ষা হওয়াই দায়। এ প্রাসাদ ছেড়ে এখুনি আপনাকে পালাতে হবে।

মহম্মদ। চোপরাও কুত্তা। কাকে কি বলছিস? এতদূর তোর সাহস? তুই কিনা আমাকে পালাতে বলছিস্? আমি সম্রাট মহম্মদশাহ্। আমি পালাব? ওরে কুত্তা!

জাও। এ কুত্তা ঠিকই বলেছে সম্রাট! শাদাত খাঁ বাজীরাওকে হারিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দিল্লী আজ রাতে যখন বিজয়োৎসব করতে মদে চুর হয়েছিল, সৈন্যসামন্ত সবাই যখন মদে ডুবেছিল, সেই ফাঁকে বাজীরাও সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিল্লীর উপর।

মহম্মদ। ওরে হারামজাদা! শাদাত খাঁ, সেই নেংটি ইঁদুরটাকে চম্বলের ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সে তো এখান থেকে দশদিনের পথ।

জাও। হ্যাঁ জাঁহাপনা! খোদার কি মর্জি, সেই দশদিনের পথ বাজীরাও দুদিনে পার হয়ে আজ রাতের অন্ধকারে দিল্লীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে।

মহম্মদ। তুই বলছিস্ কি হতভাগা! শাদাত খাঁ কোথায়?

জাও। সেকথা আর কি বলব জাঁহাপনা। তারই যখন বিজয়োৎসব —তিনি তো মদে ভাসছেন।

মহম্মদ। আমার পুত্রকন্যা—বেগম, তারা সব কোথায় রে?

জাও। ঐতো বললাম জাহাপনা, বিজয়োৎসবে সব সাঁতার কাটছে।

জাও। খোদার মর্জিতে দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র আমি।

শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত। জাঁহাপনা! শীগ্‌গীর তৈরি হয়ে নিন। এখনই আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে আমার অযোধ্যায়।

মহম্মদ। শাদাত খাঁ! উল্লুক! তুমি না বাজীরাওকে চম্বলের ওপারে হটিয়ে দিয়ে এপারে বিজয়োৎসব করতে এসেছিলে।

শাদাত। সেটা মিথ্যা নয় জাঁহাপনা! কিন্তু এটাও সত্য, দশদিনের পথ দুদিনে পার হয়ে, বাজীরাও অতর্কিতে দিল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল্লী প্রায় দখল করে ফেলেছে বললেই হয়। এখন প্রাণরক্ষাই দায়। কিছু ধনরত্ন আর দু' একজন যাদের সঙ্গে নিতে চান, এই নিয়ে এখনিই গুপ্তপথে বাইরে ছুটতে হবে—যেতে হবে অযোধ্যায়। জাওয়েদ খাঁ, তুমি সম্রাটকে এখনিই নিয়ে যাও, যা বললাম কর।

মহম্মদ। কিন্তু শোনো—কিন্তু শোনো—

শাদাত। আঃ—কথার সময় নেই জাঁহাপনা! যদি বাঁচতে চান —জাওয়েদ খাঁ!

[মহম্মদ শাহকে ধরিয়া লইয়া জাওয়েদের প্রস্থান।

শাদাত। কই হ্যায়, মীর মহম্মদ!

মীর আমিনের প্রবেশ।

শাদাত। পালাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছ ?

আমিন। এই অল্পসময়ে যতটা সম্ভব করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পাচ্ছি না। বাজীরাও গোটা দিল্লী ঘিরে ফেলেছে।

শাদাত। গুপ্তপথ দিয়ে যেতে হবে ছদ্মবেশে। আমি তার ব্যবস্থা করেছি। তুমি আর গুলবাহার—তোমরাও প্রস্তুত হও। যাবে আমার সঙ্গে।

আমিন। গুলবাহার যেতে চাইছে না।

সাদাত। যাব না বললেই হলো ? শোনো আমিন, কথার সময় নেই। আমাদের আশা-ভরসা এখন সব কিছু নাদির শাহ। আর নাদির শাহকে হাতে রাখতে হলে—হাতে রাখতে হবে গুলবাহার।

[উভয়ের প্রস্থান।

মহম্মদ ও জাওয়েদের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ। এই উল্লুক, আবার আমাকে এখনে আনলি কেন ?

জাও। সম্রাট, খোদার কি মর্জি দেখুন, কাউকে আর পালাতে হবে না।

মহম্মদ। তুই বলছিস্ কি জাওয়েদ, পালাতে হবে না ?

জাও। না সম্রাট, পালাতে হবে না।

মহম্মদ। বাজীরাওয়ের হাতে কচুকাটা হতে হবে এখানেই।

জাও। না সম্রাট ! কচুকাটা হতে হবে না কাউকে, বহাল তবিয়তেই থাকবে সবাই।

মহম্মদ। তুই বলছিস্ কি জাওয়েদ ? নেশা-টেসা করেছিস্ নাকি ?

জাও। বান্দার গোস্তাফি মাফ্ হয় জনাব। এই রাজপ্রাসাদে বান্দাই একমাত্র লোক, যে নেশা করে না। তা যদি করতো—মহামান্য সম্রাট! তোমার পাশে অটল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তোমার ঐ অমূল্য জীবন রক্ষা করবে কে? এ হলো সবই খোদার মর্জি।

মহম্মদ। ওরে, তা আমি জানি, আমি জানি। তাই, এক তোকেই—একমাত্র তোকেই এত বিশ্বাস করি। বল্ জাওয়েদ বল্, কি বলবি বল্?

জাও। তবে শুনুন জনাব, বাজীরাও দিল্লী দখল করেছে, একথা একরূপ বলাই চলে। এমন বীরত্ব—এমন বুদ্ধি—এমন সাহস, আমি আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি সম্রাট! আর সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য তাঁর মত এমন অদ্ভুত মন—অদ্ভুত উদারতাও আর কোথাও কখনও দেখিনি। খোদার যে কি মর্জি, তা খোদাই জানেন।

মহম্মদ। চোপরাও গোলাম! রাতদিন তোর মুখে খোদার নাম শুনতে শুনতে আমি কি শেষে ফকির হয়ে যাব না কি? খবরদার, আমার সামনে খোদার নাম মুখে আনবি নে। আমার এত পাপ—আমার চারিদিকে এত পাপ———; জানিস্ জাওয়েদ, খোদার নাম শুনলেই আমি চমকে উঠি—ভয় পাই! খুলে বল্, বাজীরাওয়ের সম্বন্ধে ব্যাপারটা কি?

জাও। বাজীরাও দূতের হাতে একটা গোপনীয় পত্র পাঠিয়েছে আপনাকে।

মহম্মদ। কি লিখেছে সেই বুড়বক্?

জাও। বুড়বক্ কি হজরৎ—চিঠিটা শুনে বলুন।

মহম্মদ। পড়্।

জাও। [চিঠি পাঠ] 'মহামান্য সম্রাট মহম্মদ শাহ্! শাদাত খাঁ আপনার কাছে বড়াই করে বলেছে, আমাকে নাকি খতম্

করেছে। তার কথা বিশ্বাস করে আপনি দিল্লীতে বিজয়োৎসব করছেন। আপনার কাছে শুধু একটা প্রমাণ রেখে যাচ্ছি, আমাকে খতম্ করা অত সহজ নয়। এই প্রমাণটা দিল্লীতে আপনাকে দিয়ে আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই প্রভাতেই ছুটে চলে যাচ্ছি আমার দুর্ভেদ্য গুহায়। যাবার আগে আর একবার বলে যাচ্ছি, আপনি আমার দাবীগুলো আবার ভেবে দেখবেন। যে দূতের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তাকে আমার দোসর বলেই জানবেন। তার মারফতে আপনার উত্তর চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান করে দিচ্ছি, তার যদি কোনা অমর্যাদা বা অবমাননা হয়, কিম্বা হয় কোনো অত্যাচার, তবে আমার হাতে আপনাদের কারও রক্ষা নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সুমতি হোক।

ইতি—

বাজীরাও'।

মহম্মদ। কোথায় সেই দূত? আমি তাকে এখুনি দেখতে চাই।

জাও। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম।

মত্ত-অবস্থায় উধম বাইয়ের প্রবেশ।

উধম। [সম্রাটকে] কি গো, বাজীরাও নাকি এসে পড়েছে? না এসে পারে—আমি নেমন্তন্ন করেছি। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উধম বাই—

জাও। সম্রাজ্ঞী একটা কথা ঠিকই বলেছেন। যে দূত এসেছেন, তাঁকে দেখতে কিন্তু অবিকল বাজীরাওয়েরই মতো। হুবহু বাজীরাও! আমার তো প্রথমে ভুলই হয়েছিল। ঐযে এসে গেছেন—

মারাঠা দূতের প্রবেশ।

ত। [সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে কুর্ণিশ করিয়া] প্রভু বাজীরাওয়ের বার্তা আপনারা অবগত?

মহম্মদ। অবগত। শুধু অবগত নই, বিস্মিতও। সেই মারাঠা মূষিক—মানে, সেই মারাঠা রাজা—এত মহানুভব ?

উধম। মহানুভব! আমি বলব নিঠুর—নির্দয়। আমি সম্রাজ্ঞী উধম বাই—নেমন্তন্ন করলাম তাকে, নিজে না এসে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক গোলাম!

দূত। কথার বিশেষ সময় নেই। আমি এখান থেকে ফিরে গেলে, আপনাদের দিল্লী হবে মুক্ত। কাজেই বুঝতে পারছেন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।' সম্রাট, আমি প্রথমে আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই, কিন্তু—গোপনে!

মহম্মদ। জাওয়েদ!

জাও। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি জাঁহাপনা!

[জাওয়েদের প্রস্থান।

মহম্মদ। [কর্কশকণ্ঠে] উধম বাই!

উধম। আমার প্রাণ বলছে তুমি—তুমিই বাজীরাও। ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেও না রাজা! পালিয়ে গেলে বলে রাখছি—ঠকবে, ঠকবে, ঠকবে।

[প্রস্থান।

দূত। যদি আমি বাজীরাওই হতাম, তবে এই মুহূর্তে আমার আসন হতো ঐ ময়ূরসিংহাসনে। কে আমি এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে জানতে পারেন, যদি আমাকে বন্দী করেন, অথবা বধ করেন। মহামান্য বাজীরাওয়ের দর্শন যদি সত্য সত্যই চান, এরচেয়ে সহজ পথ আর কিছু নেই।

মহম্মদ। দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।

দূত। সম্রাট, আমার প্রভু অধীরভাবে আমার অপেক্ষায় আছেন।

মহম্মদ। আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে দূত।

দূত। বলুন জাঁহাপনা।

মহম্মদ। বাজীরাও যেখানে হেলায় দিল্লীর মসনদ দখল করতে পারেন, তখন না করে এই উদারতা কেন—কেন দূত?

দূত। তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত এক বৈদেশিক অভিযান আসন্ন। দুর্দান্ত চেঙ্গিস্ খাঁর মত ভারত-অভিযানে ছুটে আসছে আর এক চেঙ্গিস খাঁ। নাম তার পারস্যাধিপতি সম্রাট নাদির শাহ! ভারতকে সেই দুর্দৈব থেকে রক্ষা করতে হলে, ভারত-বাসী সমস্ত নরনারীর—সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ মিলিত প্রতিরোধ একান্ত আবশ্যক। হিন্দু-মুসলমানের একতা আজ সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়।

মহম্মদ। নাদির শাহ—নাদির শাহ! নাদির শাহ আমাকে এক দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করেছে, আমি যেন আমার সাম্রাজ্যে তার আক্রমণে বিধ্বস্ত আফগানদের আশ্রয় না দিই। কিন্তু নাদির শাহ যে ভারত আক্রমণ করতে আসছে, একথা তো শুনিনি। বাজীরাও এ সংবাদ পেলেন কোথায়? না না, অবিশ্বাস্য এ সংবাদ।

দূত। তবে শুনুন সম্রাট! শাদাত খাঁর সঙ্গে বাজীরাওয়ের যখন সম্মুখ-যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন শাদাত খাঁর শিবির লুণ্ঠন করতে পেরেছিলেন বাজীরাও একদিন। লুণ্ঠনকালে সেই শিবিরে শাদাত খাঁর যেসব মূল্যবান দলিলপত্র পাওয়া গেছে, তারই মধ্যে ছিল অতি মূল্যবান এই পত্রখানা। [দূত একটি পত্র বাহির করিয়া সম্রাটের হস্তে দিল]

মহম্মদ। [পত্র পাঠ না করিয়াই] কে লিখছে?

দূত। স্বয়ং নাদির শাহ।

মহম্মদ। কাকে লিখছে?

দূত। আপনার পরম বিশ্বস্ত রাজপ্রতিনিধি—অযোধ্যার শাসন-কর্তা শাদাত খাঁকে।

মহম্মদ। কি লিখছে?

দূত। আপনি স্বয়ং পড়ে দেখলেই বুঝবেন কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! নাদির শাহ পারসীক, শাদাত খাঁও পারসীক।

মহম্মদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটা কথা আছে জলের চেয়ে রক্ত অনেক ঘন! রক্তের টান—রক্তের টান!

দূত। হ্যাঁ সম্রাট, রক্তের টান! ওরা সব বিদেশী। ভারতের মাটির সঙ্গে ওদের নেই কোন যোগাযোগ। অথচ, এই সব বিদেশীর হাতে আপনি তুলে দিয়েছেন ভারত শাসনের অধিকার। এ দেশের উপর ওদের নেই কোন মায়া—কোন মমতা। ওরা জানে শুধু শোষণ আর লুণ্ঠন। আমার প্রভু বাজীরাওয়ের অনুরোধ ঐসব বিদেশীদের তাড়িয়ে দিন—দূর করুন। দেশের শাসনভার তুলে দিন সেইসব হিন্দু মুসলমানদের হাতে, যারা ভারতের সন্তান। হোক সে হিন্দু—কিম্বা মুসলমান। আর তা যদি পারেন, তবে দেখবেন প্রতিটি ভারতবাসী প্রতিহত করছে বিদেশী আক্রমণ, তাদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। লক্ষকোটি ভারতবাসীর মিলিত হুঙ্কারে শঙ্কিত হয়ে, পলায়ন করবে বিদেশী বর্বর নাদির শাহ।

মহম্মদ। শাদাত খাঁ! শেষে শাদাত খাঁও হলো বিশ্বাসঘাতক! দূত, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। শাদাত খাঁ একটু চালিয়াৎ; কিন্তু তার বিশ্বস্ততার অনেক প্রমাণও আমি পেয়েছি। [পত্র দূতের দিকে নিক্ষেপ করিয়া] ও পত্র জাল!

দূত। বেশ, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন জাঁহাপনা! কিন্তু একদিন বুঝবেন, কি বিষধর সাপ আপনি ঘরে পুষেছেন। আমার বক্তব্য শেষ জাঁহাপনা।

মহম্মদ। কিন্তু আমার বক্তব্য যে এখনও শেষ হয়নি দূত।

দূত। বলুন জাঁহাপনা?

মহম্মদ। মহামান্য বাজীরাওয়ের এই উদারতার মর্যাদা আমি রাখব দূত। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করতে আমি সম্মত হইনি দূত—আমার চরম অর্থক্লেশ সত্ত্বেও। হিন্দু-মুসলমান প্রজার প্রতি আমার সমদৃষ্টি থাকবে, এ আশ্বাস আমি তোমার প্রভুকে দিচ্ছি। নাদির শাহ যদি সত্য সত্যই কোনদিন ভারত আক্রমণ করে, সেদিন যেন আমি তোমার প্রভুর সাহায্য পাই। আমার এ কামনা তাঁকে জানাবে।

দূত। অবশ্যই জানাব। কিন্তু আপনিও জানবেন সম্রাট, আপনার উপর আমার প্রভুর আচরণ নির্ভর করবে—ভারত শাসনে বিদেশী শাসকদের আপনি বিতাড়ন করেন কিনা, তারই উপর।

মহম্মদ। আমি ভাববো দূত। তোমার প্রভুর এই সাবধান বাণী সম্বন্ধে অবশ্যই আমি চিন্তা করব। যে সন্দেহের বিষ তুমি আমার মনে আজ ঢুকিয়ে দিলে, তাতে আমি পাগল না হয়ে যাই—পাগল না হয়ে যাই।

[মহম্মদ শাহের প্রস্থান।

দূত। হতভাগ্য সম্রাট মহম্মদশাহ, আমি জানি তোমার কোন সত্যিকারের বন্ধু নেই। তোমার চারপাশে অসংখ্য বেইমান, অসংখ্য নিমকহারাম। হে বিশ্বনাথ, যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, তুমি সেই পুণ্য দিয়ে এই আত্মভোলা সরল সম্রাটকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

উধম বাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

উধম। রক্ষা! কে রক্ষা করবে তোমায়? তুমি সবার চোখে ধুলো দিতে পার, কিন্তু বেগম উধম বাইয়ের চোখে—

দূত। ধুলো দিতে পারবে না বাজীরাও! আপনি ভুল করছেন

সম্রাজ্ঞী! আমি আবার বলছি, বাজীরাও আমি নই—আমি মহামান্য বাজীরাওয়ের নগণ্য দূত।

উধম। আমাকে তুমি ভোলাবার চেষ্টা কর না বাজীরাও। কথা শোনো—কথা রাখো। মস্তানী যত সুন্দরীই হোক—পুরোনো হয়নি কি এখনও?

দূত। আপনি আমাকে বিপদে ফেলছেন সম্রাজ্ঞী। আমি নগণ্য দাস—

উধম। আমি জানি তুমি দাস, এক জনের দাস—মস্তানীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [চটুল দৃষ্টিতে হাস্য]

দূত। দয়া করে আমাকে বিদায় দিন।

উধম। বিদায়ের কথা কি বলছ? বরং বলো, বাঈজী মস্তানীর প্রেম কি পুরোনো হয়নি এখনও?

দূত। বাঈজী কিন্তু আপনিও ছিলেন।

উধম। হ্যাঁ মানছি—বাঈজীই ছিলাম। কিন্তু এখন তো আর বাঈজী নই—সম্রাজ্ঞী, ময়ূর সিংহাসনে বসি। শোনো, খুব গোপনে একটা কথা বলছি তোমায়। মুসলমানী মস্তানীকে নিয়ে তোমার কি বিপদ হয়েছে, আমি তা জানি। মারাঠীরা থুথু দেয় তোমার নাম শুনে। তুমি অত বড় বীর বলে, ক্ষমাঘেন্না করে রাজা করে রেখেছে।

দূত। আমার যেতে যত বিলম্ব হচ্ছে, দিল্লীর বিপদ তত ঘনিয়ে আসছে। আমাকে বিদায় দিন—বিদায় দিন সম্রাজ্ঞী। দিল্লীর ধ্বংস এমনি করে ডেকে আনবেন না।

উধম। কিন্তু আমার আসল কথাটাই যে বলা হলো না।

দূত। বলুন, কি বলবেন বলুন?

উধম। কথাগুলো আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে পারতেই হবে। কারণ, এ আমার মনের কথা—প্রাণের কথা।

দূত। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

উধম। না, আমার কথা না শুনে তোমাকে যেতে দেব না, শোন। [বাজীরাওকে ধরিয়া] আমি রাজপুতানী, তুমি মারাঠী! আমরা দুজনেই হিন্দু! মুসলমানরা বিদেশী। বিদেশ থেকে এসে রাজত্ব করছে ওরা। দিল্লী ছেড়ে আজ তুমি যেও না। দখল কর দিল্লী, দখল কর সিংহাসন—ময়ূর সিংহাসন! হিন্দুরাজ হোক হিন্দুস্থানে! আর তার বেগম হোক—হিন্দু উধম বাই। জানবে, এ রাজ্যের যত কর্মচারী সব আমার হাতে। সব বশ করে রেখেছি আমি।

দূত। হাত ছাড়ো নারী। তুমি মূর্তিমতী পাপ! দিল্লী আজ সাক্ষাৎ নরক! নিজের রুধির পান করে উল্লসিত। উদ্‌ভ্রান্তা যে নারী—সেই ছিন্নমস্তা তুমি। [প্রস্থানোদ্যত]

উধম। বাজীরাও,—বাজীরাও—

বাজীরাও। তোমাকে নমস্কার।

[নমস্কার ও প্রস্থান।

উধম। বটে; দিল্লীর মসনদ হেলায় হারালে। হিন্দু হয়ে হিন্দুস্থানের এত বড় শত্রু আমি দেখিনি—দেখিনি বাজীরাও। মদ-মদ-মদ—

মদ্যপান করিতে করিতে মহম্মদ ও তৎপশ্চাতে
ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ। মদ চাইছ? এই নাও প্রেয়সী! ইব্রাহিম—[ইব্রাহিম মদ্যপাত্র লইয়া কাছে আসিল] ইব্রাহিম, এমন বিপদে পারস্যের শাহ ার তার বেগম মদ্যপান করেছে কি?

ইব্রা। জাঁহাপনা, ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব।

মহম্মদ। নির্ভয়ে বলো, নির্ভয়ে বলো। তুমি পারস্য বিশারদ!

ইব্রা। আপনি যথার্থই বলেছেন সম্রাট! মদ্যপানই করেন, তবে কাছাকাছি বসে—গলাগলি ধরে।

মহম্মদ। এঁ্যা!

ইব্রা। হ্যাঁ জাঁহাপনা! মানে, কোন বিপদেই তাঁরা বিচলিত হন না।

[সম্রাট সম্রাজ্ঞীর কাছাকাছি যাইয়া আসনে
উপবেশন করিলেন।]

ইব্রা। [পানপাত্র আগাইয়া দিল]

উধম। শুনলে? কথাটা মনে রেখো।

[সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মদ্যপান]

মহম্মদ। ঐ মস্তানী—মস্তানী বাজীরাওয়ের কত বড় শক্তি। ওকে একবার দেখতেই হবে।

উধম। বাজীরাও—বাজীরাও! তুমি কেমন সম্রাট! ঐ নেংটি ইঁদুরটাকে ধরে আনতে পারছ না?

মহম্মদ। [আসন হইতে উঠিয়া] ধরতেই হবে ঐ লোকটাকে। খুবই উদার—কিন্তু, তার চাইতেও শতগুণ চতুর! ওকে ধরে আনতে আমি কেন চাই জানো? বলছি—বলছি, আমার প্রাণের কথা বলছি। আমি বুঝেছি এই হিন্দুস্থানে আজ একমাত্র ঐ লোকটাই আছে—যে হিন্দু মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখছে। গড়ে তুলতে ছাইছে হিন্দু মুসলমানের মিলনে এমন একটা দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি, যা বৈদেশিক যে কোনো আক্রমণ রুখতে পারে—হটিয়ে দিতে পারে।

উধম। [কাছে আসিয়া] আমি মাতাল হতে পারি, কিন্তু জেনো আমি সজ্ঞানেই বলছি তোমার একথা সত্য—তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বাজীরাওকে বলেছিলাম দিল্লীর সিংহাসনে বসে হিন্দুস্থানকে হিন্দুর রাজ্য কর। আমার কথা সে শুনল না, আমাকে অবজ্ঞা করে

চলে গেল। ওকে ধরো—ওকে বাঁধো, ওকে শক্ত করে ধরো—ওকে বাঁধো—ওকে আনো।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। হ্যাঁ, ওকে ধরব—ওকে বাঁধব—ওকে আনব। ইব্রাহিম, আমার আদেশ দিয়ে এইমূহূর্তে একখানা পত্র লেখ। নিজাম চিনকিলিচ খাঁকে। তিনি যেন বাজীরাওকে বন্দী করে আমাকে উপঢৌকন দেন।

ইব্রা। জী আজ্ঞে সম্রাট!

মহম্মদ। তবে লোহার শিকল দিয়ে নয়, সোনার শিকল পরিয়ে প্রীতির বাঁধন দিয়ে।

ইব্রা। তাই লিখব সম্রাট—তাই লিখব। আর খোদার কাছে প্রার্থনা করি, সেই প্রীতির বন্ধন যেন কোনদিন বিচ্ছিন্ন না হয়—বিচ্ছিন্ন না হয়।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। পাগলা গারদ—পাগলা গারদ! লোকে জানে না, তাই একে বলে বাদশাহী। দুধকলা দিয়ে আমি সব সাপ পুষছি, শাদাত খাঁ—শেষে শাদাত খাঁও আমায় না বলে পালিয়ে গেল! বাজীরাওয়ের কথাই কি ঠিক? নাদির শাহের সঙ্গে শাদাত খাঁ ষড়যন্ত্র করছে! আমি তবে কাকে বিশ্বাস করব—কাকে বিশ্বাস করব।

জাওয়েদ খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

জাও। ঐ বাজীরাওকেই বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা! তাঁকে যে বিশ্বাস করা চলে, তিনি তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। ময়ূর সিংহাসনটা হাতে পেয়েও তিনি নেননি! আপনার সিংহাসন আপনাকেই দিয়ে গেছেন।

মহম্মদ। তুই ঠিক বলেছিস জাওয়েদ, আমি বাজীরাওকে ধরে

আনবার জন্ত লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু আরও একজন বিশ্বাসী লোক আমার চাই। লাহোর দুর্গ জয় করলে, তবে নাদির শাহ দিল্লীতে হানা দিতে পারবে! লাহোর দুর্গের ভার রয়েছে কামবক্সের হাতে। কিন্তু কামবক্স শাদাত খাঁর দোস্ত! আর একটা সাপ! সাপ—সাপ—আমার চতুর্দিকে অসংখ্য এই গুরুদায়িত্বের সাপ! তারা সবাই আমাকে ছোবল মারবার জন্য—জাওয়েদ, তোকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলে না, তাই তোকে আমি ছাড়িনি। কিন্তু আজ তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। [প্রস্থানোগ্যত কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া] তোকে আমি আজ থেকে লাহোরের দুর্গাধিপতি করছি। [পাঞ্জা দিলেন]

জাও। [নতজানু হইয়া আভূমিনত সেলাম করিয়া পাঞ্জা লইয়া] জনাব—জাঁহাপনা—

মহম্মদ। ওরে জাওয়েদ, ভাগ্যটা খারাপ আমার, তাই সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে তোর মত বিশ্বাসী—তোর মত বীর যোদ্ধাকে—আমি হারিয়ে ফেললাম।

[প্রস্থান।

জাও। আমাকে হারাবে তুমি সেদিন, যেদিন আমি আমার জীবন হারাব। হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর, আমাকে শক্তি দাও যেন এই গুরুদায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করে, আমার অন্নদাতা প্রভুর অন্নের ঋণ কিছুটা শোধ করিতে পারি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ভূপাল। পেশোয়া বাজীরাওয়ের শিবির

গীতকণ্ঠে মস্তানির প্রবেশ।

গীত

ফুলের কলি এবার তোমার নয়ন মেলো
ফাল্গুনে আজ ভোমর আসার লগন হলো॥
মনের বনের তরুশাখে,
কোথায় যেন কোকিল ডাকে,
গন্ধ কহে এবার বুকের—
বুকের আগল খোলো॥

গানের মধ্যে নিজামের প্রবেশ।

নিজাম। ঋণ শোধ, ঋণ শোধ—অত্যাচারির হাত থেকে উদ্ধার করে বাজীরাও যে উচ্চ আসনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবন দিয়েও যেন তার মর্যাদা আমি রাখতে পারি মস্তানি! আজ বুঝছি-বাজীরাওয়ের মত দুর্ধর্ষ বীর—বাজীরাওয়ের মত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, কেন তোমার প্রেমমুগ্ধ? সঙ্গীতে—রূপমাধুর্যে, সত্যই তুমি অতুলনীয়া।

মস্তানি। আমি সামান্যা নারী। আপনি যে মুগ্ধ হয়েছেন—সেটা আপনারই মহানুভবতা। আপনার মত মহামান্য অতিথিকে যদি কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পেরে থাকি, তাহলে আমি সত্যিই ধন্য।

নিজাম। আমার মনে আজ কেন গর্ব হচ্ছে জানো মস্তানি? কারণ তুমি মুসলমান। কিন্তু গর্বের চেয়েও বেশি হচ্ছে ক্ষোভ। কারণ—কারণ—বলব?

মস্তানি। বলুন মহামান্য নিজাম। এতো আপনাদের গুপ্তবৈঠক। এখানে মহামান্য পেশোয়া ছাড়া আর কেউ নেই।

নিজাম। বলছিলাম কি—বাজীরাও তো শিবপূজা করছেন?

মস্তানি। হ্যাঁ জনাব! কিন্তু আপনার গর্বটা কি তা তো বললেন, ক্ষোভটা কি তা তো বললেন না?

নিজাম। বলছি, বলছি, মস্তানি! মুসলমানি হয়েও তুমি হিন্দুর ক্রীতদাসী।

মস্তানি। এ্যাঁ!

নিজাম। হ্যাঁ। তাও যদি বা বুঝতাম তোমাকে পত্নীর সম্মান দেওয়া হয়েছে। কই, তাও তো নয়? তুমি বাজীরাওয়ের রক্ষিতা —বাজীরাওয়ের ক্রীতদাসী!

মস্তানি। মিথ্যা নয় জনাব। কিন্তু উপায় কি? কোন মুসলমান কি আজ আমাকে পত্নীত্বের সম্মান দিতে পারে?

নিজাম। তুমি বলছ কি মস্তানি? কোন মুসলমান তোমাকে পত্নীত্বের সম্মান দিতে পারবে না?

মস্তানি। [হাসিয়া] কি করে পারবে? পারেন, আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এখান থেকে? আপনারা তো কেবলই হারছেন।

নিজাম। হারছি। ও, সে বুঝি তুমি জানো না? বাজী-রাওয়ের সঙ্গে আমার আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া আছে যে, আমরা কেউ কাউকে আক্রমণ করবো না।

মস্তানি। কিন্তু, তবু তো আপনি তাঁকে আক্রমণ করলেন?

নিজাম। সে করতে হলো বাদশাহ মহম্মদ শাহের আদেশে। তিনি বললেন বাজীরাও দিল্লীর সিংহাসন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে গেছে, নাদির শাহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে এই ভয়ে। তা

কোথায় নাদিরশাহ! বাজীরাও আবার এলো বলে তার আগেই বাজীরাওকে খতম্ করতে হবে, তাই না আমার এই যুদ্ধ! বন্ধু বাজীরাওয়ের সঙ্গে আমার এ যুদ্ধ—লোক দেখানো যুদ্ধ!

মস্তানি। [হাসিয়া] মানে, যাতে সাপও না মরে—আর লাঠিও না ভাঙ্গে—এই তো!

নিজাম। বাঃ চমৎকার! কি বুদ্ধিমতী তুমি? নইলে, যদি সত্য সত্যই আমার লড়াই করতে মন থাকতো, তবে ভূপালের ঐই যুদ্ধে আমি হারি? মালোয়া আর নর্মদা—চম্বলের মধ্যবর্তী মূল্যবান অঞ্চলটা বাজীরাওকে ছেড়ে দিয়ে আজ সন্ধি করি? বাজীরাওয়ের সৈন্যের তিনগুণ আমার সৈন্য।

মস্তানি। তিনগুণ সৈন্য নিয়েও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে তো? তবেই বাজীরাওয়ের শক্তিটা বুঝুন।

নিজাম। তুমি ধরেছ ঠিকই। সৈন্য-টৈন্য কিছু নয়—ঐ মাথাটা-মাথাটা। ঐ একটা মাত্র মাথা যদি আজ সরিয়ে দিতে পারো, হিন্দুস্থান চিরকালের জন্য হয়ে যাবে মুসলমানস্থান। মস্তানি, দিনান্তে তুমি একটিবারও তো আল্লার নাম স্মরণ কর? সেই আল্লার দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, হিন্দুস্থানকে আল্লার রাজ্য কর। এ এক তুমিই পার মস্তানি—তুমিই পার।

মস্তানি। কি করে?

নিজাম। [একটা মোড়ক বাহির করিয়া] অদ্ভুত একটি বিষের বড়ি এতে। সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তীব্র বিষক্রিয়ায় শুরু হয়ে যায় হৃদ্‌রোগ। আর এ থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই মস্তানি।

মস্তানি। দিন।

নিজাম। [মস্তানির হাতে মোড়ক দিল।] আল্লার জয় হোক। আমার এই অমূল্য অঙ্গুরীয়, তোমার অগ্রিম পুরস্কার মস্তানি।

[নেপথ্যে পাহাড়ীয়া রাখাল বালকের গীত শোনা গেল]

নেপথ্যে রাখাল।—

গীত

কালিদহের জল গো
কালো হয়ে গেল কিসে ?

নিজাম। কে গায় ?

মস্তানি। ছেলেটা এখানকার একজন রাখাল। গলাটা ভারী মিষ্টি ! আয়-আয়, ওঁকে গান শোনা। [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রাখাল বালকের প্রবেশ।

রাখাল।— গীত

কালিদহের জল গো কালো হয়ে গেল কিসে ?
বড় ভয়ানক ও সে কালিয় নাগের বিষে।
যত ধেনু সেথা চরে
সেই জল খেয়ে মরে,
রাখালেরা ভেবে সারা, পায় নাকো তারা দিশে।
কানু ঝাপ দিয়ে জলে,
প্রলয় নাচের ছলে,
মারে সেই কাল সাপে, পায়ের তলায় পিশে।

[গীতান্তে প্রস্থান।

গীতমধ্যে বাজীরাও শিবপূজা সারিয়া
প্রবেশ করিলেন।

বাজী। নিজাম বাহাদুর, আশা করি, মস্তানি আপনার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখেনি ?

নিজাম। একটি রমণীরত্ন—একটি রমণীরত্ন! এমনটি আমি কখনও দেখিনি। আজ বুঝছি তোমার শক্তির উৎস ঐ মস্তানি।

বাজী। আপনি মিথ্যা বলেননি নিজামবাহাদুর। এই সংগ্রামী জীবনের সকল দুঃখ—সকল কষ্ট, এক মুহূর্তে দূর হয়, যে মুহূর্তে ওর মুখখানি দেখি। যাক, সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়ে গেছে। আবার আপনি ও আমি পরস্পর মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আপনাকে আমার এখন শুধু একটি মাত্র কথাই বলবার আছে।

নিজাম। বলুন বন্ধু!

বাজী। নাদিরশাহকে আপনারা অবহেলা করছেন। ঐ শত্রুর আসন্ন অভিযান যে হিন্দুস্থানের চরম বিপদ—একথা আপনারা কিছুতেই অনুধাবন করছেন না।

নিজাম। আমি কিছুটা অনুধাবন করলেও, সম্রাট মহম্মদশাহ বিষয়টাকে কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি বলেন নাদির শাহের আর কোন কাজ নেই, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তিনি আসবেন ভারতে—সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে।

বাজী। মত্ত মাতালই এই রকম কথা ভাবতে পারে। কিন্তু, বিষয়টার সম্পর্কে আপনার আবার ভাবা উচিত।

একটি রেকাবীতে দুই গ্লাসে সরবত লইয়া মস্তানির পুনঃ প্রবেশ।

বাজী। এই যে রমণীরত্ন! না-না, আমার কথা নয়, ওঁর। আমার অতো ভাষাজ্ঞান নেই। সরবতটা মিষ্টি হলে, বড় জোর বলব মধু।

নিজাম। [মস্তানি ও নিজামের দৃষ্টি বিনিময়] মধু তো নিশ্চয়ই। ঐ সুন্দর হাতে যা পরিবেশন হবে সে মধুর চেয়েও বেশী, যাকে বলে অমৃত।

বাজী। হ্যাঁ—অমৃত। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিল। আর উঠেছিল বিষ! এখন দেখছি নাদিরশাহ আমাদের অমৃতের ভাগ কেড়ে নিতে আসছে, যেমন সেকালে এসেছিল দৈত্যেরা। নিজাম-বাহাদুর, বিদেশীর হাতে ভারতের এই অমৃতভাণ্ড চলে যাবে? একযোগে কি আমরা ঐ বিদেশী-আক্রমণ রুখব না?

[মস্তানী নিজাম ও বাজীরাওয়ের হাতে সরবত দিল]

নিজাম। তা যদি বলেন, আমরা—মুসলমানরাও একদিন বিদেশ থেকেই এ দেশে এসেছিলাম বাজীরাও।

বাজী। ও, নাদিরশাহ মুসলমান বলে, আপনারা মুসলমানরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? থাকুন।

[বাজীরাও সরবত পান করিল। নিজাম তাহা দেখিলেন।
নিজাম মস্তানির দিকে তাকাইলেন।]

মস্তানি। [নিজামকে] খান্।

নিজাম। তুমি যখন খেতে বলছ—খাচ্ছি। [সরবত পান]

বাজী। আপনারা তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? হিন্দুস্থানের মাটিতে জন্ম নিয়ে, হিন্দুস্থানে লালিত পালিত হয়ে—হিন্দুস্থানেরই বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন? তার শাস্তি কি জানেন? বিষপানে মৃত্যু।

নিজাম। সেকি!

বাজী। হ্যাঁ—বিষপানে মৃত্যু। যে সরবত খেলেন তাতে আছে সেই বিষ যে বিষ আপনি মস্তানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমাকে দিতে।

নিজাম। সর্বনাশ! শয়তানী, সে বিষ তবে তুই আমাকে দিয়েছিস্? [থুথু করিয়া সরবত বাহির করিবার চেষ্টা।]

বাজী। হ্যাঁ, সে বিষ আপনাকে দিয়েছে মস্তানি। শুধু একটি

কথাই প্রকাশ করতে যে, ভারতের সব মুসলমানরাই বিশ্বাসঘাতক নয়। [মস্তানিকে টানিয়া লইল]

নিজাম। শয়তানি—শয়তানি! এ তুই আমার কি করলি? এ তুই আমার কি সর্বনাশ করলি?

মস্তানি। [হাসিয়া] ভয় নেই জনাব, বিষের বড়িটা আমি কাউকে দিইনি। ওকেও না—আপনাকেও না। আপনার বড়ি আপনি ফিরিয়ে নিন।

বাজী। কিন্তু আর মুহূর্তকাল আপনি থাকবেন না। এখনই পালিয়ে না গেলে আমি যে কি করে বসব—আমি নিজেই জানি না।

নিজাম। না—না; আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মস্তানি। দাঁড়ান—দাঁড়ান জনাব! আপনার এই বহুমূল্য আংটিটা আমার কোন আঙ্গুলেই লাগছে না। ওটা নিয়ে যান। [আংটিটি মস্তানি নিজামের উদ্দেশে ছুঁড়িয়া মারিল]

বাজী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখ মস্তানি দেখ, নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে কেমন লেজ তুলে পালাচ্ছে দেখ। এরাই হোল মহম্মদ শাহের ডান হাত-বাঁ হাত। সম্রাট মহম্মদ শাহ, আমি চেষ্টা করলে কি হবে? কালসাপে যাকে চারিদিকে ঘিরে রেখেছে—তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারও নেই—কারও নেই। এস মস্তানি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

লাহোর দুর্গের সম্মুখভাগ। দূরে 'আল্লা-আল্লা হো'
চিৎকার ও কামান গর্জন।

যুদ্ধরত অবস্থায় জাহান্দার খাঁ ও আমেদশাহ
আবদালীর প্রবেশ।

জাহান্দার। এখনও বলছি আফ্‌গান, দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহের বশ্যতা স্বীকার কর। সেদিন আফগানিস্থানের রণক্ষেত্রে, তোমার দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকীর ছলনা আর কৌশলে—জীবন নিয়ে তুমি পালাবার সুযোগ পেয়েছিলে। অবশেষে পুনরায় দেখা হলো তোমার সঙ্গে ভারতের এই লাহোর দুর্গের সম্মুখভাগে। আজ আর তোমার পরিত্রাণ নেই আমেদশাহ আবদালী।

আমেদশাহ। হ্যাঁ। সেদিন নারীর নির্লজ্জ কৃপায় রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছি সত্য। কিন্তু আমি সৈনিক—আমি যোদ্ধা। আজ আমার জীবন রক্ষা করবে আমার আশ্রয়দাতা বন্ধু লাহোর দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর দেওয়া এই উদ্যত অসি।

জাহান্দার। বন্ধু! লাহোর দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ তোমার আশ্রয়দাতা—বন্ধু!

আমেদ। হ্যাঁ বন্ধু! সুদিনের বন্ধু অনেককেই পেয়েছি, কিন্তু দুর্দিনের এমন বন্ধু বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই।

জাহান্দার। তোমার সেই বন্ধুর কবর রচনা হবে আজ—দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সেনাপতি জাহান্দার খাঁর অসির আঘাতে।

আমেদ। দিগ্বিজয়ী! কে দিগ্বিজয়ী? সম্রাট নাদিরশাহ! তার প্রমাণ এখনও অসমাপ্ত।

জাহান্দার। অসমাপ্ত!

আমেদ। হ্যাঁ অসমাপ্ত। কারণ, এখনও জীবিত রয়েছে দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর বন্ধু এই আফ্‌গান আমেদশাহ আবদালী!

জাহান্দার। উত্তম। তবে সেই অসমাপ্তকে সমাপ্ত করতে প্রথমেই জীবন্ত বন্দী হোক আফগান আমেদশাহ আবদালী।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

নেপথ্যে জাওয়েদ। সৈন্যগণ! প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ কর না। এগিয়ে চলো—আক্রমণ কর—বৈদেশিক শত্রুর কাছে মাথানত কর·না। দেশের জন্য তোমাদের ঐ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, শহীদ হবার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত কর না। এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো।

দূর হইতে জাহান্দার বলিতে বলিতে
প্রবেশ করিল।

জাহান্দার। এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো—সৈন্যগণ, ছত্রভঙ্গ লাহোরের সৈনিকদল। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়। শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে হত্যা কর। যেমন করেই হোক লাহোর দুর্গ জয় করা চাই-ই।

জাওয়েদ খাঁর প্রবেশ।

জাও। সে আশা তোমার সুদূর পরাহত। কারণ, এখনও জীবিত রয়েছে লাহোর দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ।

জাহান্দার। আমি তোমাকে শেষবার বলছি, তুমি আমার দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কর।

জাও। কেন? প্রাণের ভয়ে? রাতের অন্ধকারে গোপনে যে নিরীহ নরনারীর রক্তে রাঙা করে দেয় সুষুপ্ত ধরণী, সেই চৌর্য-

বৃত্তিধারী এক নরঘাতকের কাছে? না—না, তা হবে না। দেহের একবিন্দু রক্ত থাকতে, লাহোর দুর্গ অধিকার করতে পারবে না।

জাহান্দার। তোমার সেই আকাশকুসুম কল্পনার এই মুহূর্তেই হোক চির সমাধি। [উভয়ের যুদ্ধ ও জাহান্দারের হাত হইতে হঠাৎ অস্ত্র পড়িয়া গেল।]

জাও। প্রস্তুত হও জাহান্দার খাঁ।

জাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কি হলো দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সেনাপতি জাহান্দার খাঁ? কোথায় গেল তোমার সদম্ভ হুঙ্কার?

জাহান্দার। ওঃ—অসহ্য! তুমি আমাকে হত্যা কর জাওয়েদ খাঁ!

জাও। হত্যা—না না, আমি সৈনিক। নিরস্ত্রকে হত্যা করা কোনো সৈনিকের উচিত নয়! জাহান্দার, এই নাও তোমার অস্ত্র। [নিক্ষেপিত অস্ত্র জাহান্দারকে দিল।]

জাহান্দার। জাওয়েদ খাঁ!

জাও। না-না, কোন কথা নয়, অস্ত্র ধর সেনাপতি জাহান্দার খাঁ।

জাহান্দার। বেশ, তবে তাই হোক।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

লাহোর—নাদিরশাহের শিবির।

নাদিরশাহ ও জাহান্দার খাঁর প্রবেশ।

নাদির। জাহান্দার, আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। কেন বলো তো সেনাপতি?

জাহান্দার। লাহোর জয় করে—আপনার ভারত জয়ের সূচনা হয়েছে বলে।

নাদির। না সেনাপতি। আজকের দিনটিকে স্মরণীয় দিন মনে করছি শুধু এইজন্য—আমার পূর্ববর্তী দিগ্বিজয়ীরা—বলো সেনাপতি, আমার পূর্ববর্তী দিগ্বিজয়ী আর কে ছিলেন?

জাহান্দার। দুর্দান্ত চেঙ্গিসখাঁন!

নাদির। হ্যাঁ, চেঙ্গিসখাঁন! কিন্তু তারও আগে আর এক দিগ্বিজয়ী ছিলেন।

জাহান্দার। তৈমুরলঙ্গ!

নাদির। হ্যাঁ তৈমুরলঙ্গ; কিন্তু জাহান্দার খাঁ, তারও আগে এঁদের চেয়েও বড় দিগ্বিজয়ী আর একজন ছিলেন।

জাহান্দার। সম্রাট কি সেই গ্রীক বীর সেকেন্দার শাহের কথা বলেছেন?

নাদির। তোমার অনুমান যথার্থ জাহান্দার খাঁ। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার—আলেকজাণ্ডার সেকেন্দার শাহ! কিন্তু এই তিন দিগ্বিজয়ী বীরের যে বিবরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দেখছি

নয় মাসের মধ্যে কান্দাহার—গজনী—কাবুল আর লাহোরে ঝটিকা অভিযান ওদের কারোই ছিল না। নিঃসন্দেহে ওদের চেয়ে আমি অনেক দ্রুত—অনেক ক্ষিপ্র।

জাহান্দার। সন্দেহ নেই সম্রাট।

নাদির। আর সেইজন্যই আমার কাছে লাহোর জয়ের এই প্রভাতটি সারাজীবন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেনাপতি, সৈন্য-বাহিনীকে এ সপ্তাহ বিশ্রামের সুযোগ দাও। কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। এই এক সপ্তাহে আমি আমার দিল্লী অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করি।

জাহান্দার। দিগ্বিজয়ী সম্রাট; সৈন্যবাহিনীর আজ সবচেয়ে বড় আনন্দ যে, তারা এত বড় দিগ্বিজয়ীর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার গৌরব অর্জন করেছে। অপরাজেয় নাদিরশাহের সৈনিক—এই পরিচয়—আজ বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

[প্রস্থান।

নাদির। [আকাশের দিকে তাকাইয়া।] কই, আসমানের চাঁদটি কোথায়? কি আশ্চর্য, দিনের বেলায় চাঁদ খুঁজছি?

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহি। সম্রাট সুপ্রভাত। আসমানের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছেন?

নাদির। চাঁদ খুঁজছিলাম কোহিনূর! শেষ রাত্রেও দেখেছিলাম, কিন্তু আর দেখছি না।

কোহি। হারিয়ে গেল?

নাদির। হারিয়ে যায়নি—পালিয়ে আছে। রাতের নক্ষত্র দিনের বেলা দেখা যায় না বলেই, কি বলবে নক্ষত্র নেই?

কোহি। [হাসিয়া] না, তা বলব না। সম্রাট, আজ প্রত্যুষে কোন্ এক. ভিক্ষুকের কি গান শুনে আপনি সেই ভিক্ষুককে আপনার সামনে আনতে হুকুম দিয়েছিলেন।

নাদির। হ্যাঁ। সে এসেছে? কোথায় সে?

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক।— গীত

ও মালিক—
মালিক আমার আজকে দিনের ক্ষুধার অন্ন দাও।
ভবিষ্যতের ভাবনা আমার সবই তুমি নাও॥
তোমার হাতেই মরণ-বাঁচন,
সুখের হাসি দুখের কাঁদন,
তোমার হাতেই জীবন-ঘুঁড়ির সুতোর লাটাইটাও॥
গোঁত্তা খাই বা সোজা উড়ি,
সবই তোমার বাহাদুরী,
পাছে ভুলি সেই কথাটি তাইতো তুমি টান লাগাও॥

ভিক্ষুক। খোদাতালার জয় হোক। দু'মুঠো ভিক্ষে দাও মা।

নাদির। দু'মুঠো ভিক্ষের কথা কি বলছ! কোহিনূর—

কোহি। [নিজের গলা হতে কণ্ঠহার খুলিয়া দিবার উপক্রম]

ভিক্ষুক। না-না, এ রত্নহার দিয়ে আমি কি করব, আমি চাই দু'মুঠো চাল।

নাদির। ওরে বেয়াকুফ, ঐ রত্নহার দিয়ে তুমি তোমার সারাজীবনের খোরাক কিনতে পারবে।

ভিক্ষুক। না-না, আজকের পেটের ভাত হয়, এই ভিক্ষাই আমি চাই। তার বেশি আর কিছু তো আমি চাই না। আর দিলেও নেব না।

কোহি। কেন বলো তো?

ভিক্ষুক। তোমরা সব ভিন্ দেশের লোক। এ দেশের ভিখারিরা যেদিনের যতটুকু দরকার—তাই শুধু ভিক্ষা নেয়। তার বেশি তো নিতে নেই।

কোহি। কেন নেই?

ভিক্ষুক। তা নিলে খোদার অমর্যাদা হয়—হয় না কি? আমি তো জানি, খোদা আমার ভরণ-পোষণ করবেনই। আজকে যেটুকু দরকার—সেটুকু আজ দেবেন। কালকে যেটুকু দরকার—সেটুকু কাল দেবেন। খোদার উপর বিশ্বাসটা হারালেই না আমি কালকের ভিক্ষা আজ নেব। না—আমি তা নেব না।

নাদির। আমি কে তুমি তা জানো?

ভিক্ষুক। হ্যাঁ হুজুর। শুনেছি আপনি কোন্ বাদশাহ। আপনার চেয়ে বড় বাদশাহ এখন আর কেউ নেই। আমি তা শুনেছি হুজুর।

কোহি। হ্যাঁ, ইনিই দিগ্বিজয়ী বাদশাহ নাদির শাহ। উনি যদি তোমাকে একটা রাজ্য দেন, তুমি তা নেবে না?

ভিক্ষুক। না। ওসব অশান্তি আমি চাই না। আমি দুবেলা দু'মুঠো ভাত চাই, পরনে চাই একখানা কাপড়, মাথার উপর একটু ছাউনি। একটা কুঁড়ে ঘর হলেও চলে, গাছতলাতেও চলে, না হলেও ক্ষতি নেই। মাথার উপর আকাশটা তো রয়েছে।

নাদির। এ দেশের ভিক্ষুকরা কি এই রকম?

ভিক্ষুক। শুধু ভিক্ষুকরা নয়, এদেশের সব মানুষই এইরকম। আমরা আছি আর আছেন খোদা। সবই খোদার ইচ্ছা! সেই গানই তো গাইলাম।

কোহি। তোমার গানের ভাষাটা আমরা বুঝিনি। গলাটা ভাল লেগেছিল, তাই—

নাদির। [সহসা উত্তেজিত হইয়া] আমার বন্দুক—আমার বন্দুক। আমি একে গুলি করে মারব।

কোহি। না না সম্রাট!

নাদির। তুমি বুঝছ না কোহিনুর! এইসব আদর্শ এ দেশের মানুষকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে। আর এইসব আদর্শ জনসাধারণকে যোগাচ্ছে কারা জানো? এ দেশের ফকির-মৌলবিরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা; যারা উচ্চশ্রেণীর অভিজাতকুলের প্রসাদপুষ্ট হয়ে জনসাধারণকে—গোটা দেশকে ত্যাগ আর অহিংসার এমনি সব মহান আদর্শের আফিং খাইয়ে, দেশের নরনারীকে করছে দৈব শক্তিতে বিশ্বাসী আর অদৃষ্ট-নির্ভর। গোটা জাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে নির্বীর্য আর নপুংসক। শাসকের অত্যাচারে তারা কথা বলে না, অত্যাচারীর উৎপীড়নে এদের ঘুম ভাঙ্গে না। অভিজাতকুলের শোষণ আর লুণ্ঠন এরা নির্বিবাদে মাথা পেতে নিয়ে বলে—এ আমার অদৃষ্ট, আল্লাতালার ইচ্ছা, আমি এই আদর্শের নিপাত চাই। আমি ওকে গুলি করে মারব।

ভিক্ষুক। মারে খোদা রাখে কে—রাখে খোদা মারে কে?

নাদির। দেখছ—দেখছ কোহিনূর?

ভিক্ষুক। মারতে হয় মারো বাবা, খোদার হয়তো এই ইচ্ছা।

রক্ষীর প্রবেশ।

[রক্ষী আসিয়া নাদিরের হাতে বন্দুক দিয়া দূরে দাঁড়াইল]

নাদির। [বন্দুক লইয়া মারিতে উদ্যত] হ্যাঁ, মর।

কোহি। সম্রাট! আমি আপনার পায়ে পড়ছি সম্রাট! বিজয়-উৎসবের এই পুণ্য প্রভাতটি এমনি করে রক্তরঞ্জিত করবেন না।

নাদির। [হঠাৎ কি ভাবিয়া রক্ষীকে বন্দুক ফেরৎ দিয়া] যাও, বেঁচে গেলে। দূর হও।

ভিক্ষুক। হচ্ছি বাবা! রাখে খোদা মারে কে, মারে খোদা রাখে কে।

[পূর্ব গীতাংশ—"গোঁত্তা খাই"·· ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে রক্ষীসহ প্রস্থান।]

কোহি। হাসিও পায়—দুঃখও হয়। যাক, এইবার আমাদের বিজয়োৎসব। আসুন সম্রাট! [হাত ধরিতে উদ্যত]

নাদির। দাঁড়াও। এই বিজয়োৎসবে আমি তোমাকে এক অমূল্য রত্ন উপহার দিচ্ছি। সে উপহার পেয়ে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে—কি অভিশাপ দেবে, আমি জানি না। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে দিচ্ছি। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

কোহি। ধন্যবাদ দেব—কি অভিশাপ দেব! কি সে উপহার?

শৃঙ্খলিত আমেদশাহ আবদালীর প্রবেশ।

কোহি। একি! আবদালী—আমেদশাহ আবদালী! আফ্‌গান সেনাপতি! শেষে তুমিও হয়েছ বন্দী!

আমেদ। নাদিরশাহী সৈন্যের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তোমার নির্লজ্জ কৃপায় রক্ষা পেয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে এতদিন। অবশেষে আশ্রয় মিলেছিল ভারতের এই লাহোর দুর্গে। কিন্তু সেই দুর্গেরও পতন হয়েছে কাল। দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁর সঙ্গে আমিও হয়েছি বন্দী।

কোহি। নিয়তির মত দুর্বার নাদিরশাহ। কিন্তু আজ তোমাকে কি করে রক্ষা করব আবদালী?

আমেদ। রক্ষা করতে আমিও তোমাকে বলছি না কোহিনূর। আমার জীবনের প্রাণবন্যা ছিলে তুমি! রণক্ষেত্রেও আমি তোমাকে

সঙ্গে না রেখে চলতে পারতাম না। পত্নীর চেয়েও প্রিয়া—উপপত্নী! আমার সেই উপপত্নী ছিলে তুমি। সেই তুমি আজ নাদিরশাহের উপপত্নী! এ দৃশ্য দেখে আমার একমাত্র কাম্য মৃত্যু।

কোহি। রণশাস্ত্রে পণ্ডিত আমেদশাহ আবদালী একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন।

আমেদ। কি?

কোহি। উপপত্নীরা চিরদিনই উপপত্নী! আজ এর—কাল ওর। নিষ্ঠা আশা করতে পার তুমি তোমার পত্নীর কাছে—উপপত্নীর কাছে নয় বন্ধু! আমাদের বন্ধন—প্রেমের বন্ধন—ধর্মের নয়।

আমেদ। স্তব্ধ হও শয়তানী। বারবিলাসিনী হলেও তুমি আফগান রমণী! তোমার মাতৃভূমির পরম শত্রু যে, তার অঙ্কবিলাসিনী হতে তোমার লজ্জা হলো না নারী? ধিক্ তোমাকে।

কোহি। ধিক্ তোমাকেও। নির্লজ্জা হয়ে—বিবস্ত্রা হয়ে—অত্যাচারী সৈন্যদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছিলাম যে মহৎ উদ্দেশ্যে—সংগ্রাম ত্যাগ করে সংগ্রামী জীবন ধুলোয় ফেলে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে তোমার এতটুকু লজ্জা করেনি নির্লজ্জ কাপুরুষ?

নাদিরের পুনঃ প্রবেশ।

নাদির। আফগানদের প্রেমালাপ কি হয় এত তীব্র—এত তীক্ষ্ণ—এত তিক্ত!

কোহি ও আমেদ। [মাথা নত করিল]

নাদির। কি জানি। শোনো আবদালী, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। যে নারী তার প্রণয়াস্পদের জীবনরক্ষার জন্য সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা হতে পারে, তার সেই অসাধারণ প্রেমকে আমি অমর্যাদা

করব না কখনও। তোমার প্রনয়িণী আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়—আমার নর্মবিলাসিনী ! [প্রস্থানোদ্যত]

আমেদ। সম্রাট !

নাদির। একটা কথা জেনো আবদালী, নাদিরশাহ কারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না।

আমেদ। [অভিভূত কণ্ঠে] সম্রাট !

নাদির। আজ আমার জীবনে এই পরম সত্যটিরই উপলব্ধি হয়েছে যে, আমরা কেউ পারসীক নই—মুসলমান নই—দুনিয়ার শুধু একটা জাতিই আছে তার নাম মানুষ ! এই মানুষের সংগ্রাম—অমানুষের বিরুদ্ধে।

আমেদ। জাঁহাপনা, আমি এক নির্যাতিত কৃষক সন্তান ছিলাম।

নাদির। আমিও ছিলাম নির্যাতিত সাধারণ মানুষ !

আমেদ। [নতজানু হয়ে] দিগ্বিজয়ী নাদির, আমরা সমগোত্র সমশ্রেণী ! তাই আমাকে তোমার সৈনিক হবার মহাসম্মানটি দাও। তোমার ঐ পরম সত্যে আমার জীবন আজ উদ্ভাসিত। আজ আমি এক নূতন মানুষ ! দয়া করে তোমার পতাকা বহন করতে দাও আমাকে। তোমার অস্ত্র তুলে দাও আমার হাতে। হে রণগুরু, আমাকে পুনর্জন্ম দাও।

নাদির। কোহিনূর, তুমি আমার নর্মবিলাসিনী আনন্দদায়িনী ! আর আবদালী, আজ থেকে তুমি হও আমার দক্ষিণ হস্ত—অবিরাম সহচর ! [আবদালীকে তুলিয়া একপাশে ও অপরপাশে কোহিনূরকে লইয়া] তোমাদের সাহায্যে শুরু হোক আমার ভারত অভিযান। কোহিনূর, আবদালীকে নিয়ে গিয়ে তুমি নিজ হাতে ওর শৃঙ্খল উন্মোচন করে দাও। দীক্ষা দাও ওকে আমার নব ধর্মে।

কোহি। সম্রাট, বজ্রের মধ্যে লুকানো থাকে যে বিদ্যুৎ—তুমি সেই বিদ্যুৎ! তোমার জয় হোক।

[প্রস্থান।

আমেদ। শুনেছিলাম, নাদির শাহ দুর্দান্ত দস্যু! কিন্তু সে দস্যু কত বড় মহামানব তা জানলাম আজ।

[প্রস্থান।

নাদির। দস্যু হলেও আজ আমি মানুষ!

জাহান্দার খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

জাহান্দার। সম্রাট, আমি জাহান্দার খাঁ!

নাদির। কি সেনাপতি জাহান্দার খাঁ?

জাহান্দার। বন্দী লাহোর দুর্গাধিপতি।

নাদির। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এনেছ! কই?

জাহান্দার নেপথ্যের দিকে ইঙ্গিত করিল, শৃঙ্খলিত বন্দী জাওয়েদ খাঁর প্রবেশ।

জাহান্দার। বন্দী, তোমার সামনে মহামান্য দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহ। নতজানু হও!

জাও। নতজানু আমি হই একমাত্র দিল্লীশ্বরের সামনে আর জগদীশ্বরের উদ্দেশে। কোন দস্যুর সামনে নতজানু হওয়ার জন্য জন্ম আমার নয়।

জাহান্দার। দস্যু! মহামান্য দিগ্বিজয়ী সম্রাট হলেন দস্যু! সম্রাট, আদেশ দিন এইমুহূর্তে ওর অসংযত জিহ্বাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি।

জাওয়েদ। ওসব ভয়ে ভীত আমি নই বর্বর! দস্যু হস্তে যে মুহূর্তে আমি বন্দী হয়েছি সেই মুহূর্তে আমি জানি এ লাঞ্ছনা আমার প্রাপ্য। আমি ছিলাম দিল্লীর বাদশার খোজা প্রহরী-প্রধান জাওয়েদ খাঁ! এইসব অত্যাচার অনেক করেছি, অনেক দেখেছি। আর এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি রয়েছি।

নাদির। মৃত্যুভয়ে যখন তুমি ভীত নও—তুমি বীর! তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। রাজ্যের পর রাজ্য আমি জয় করে এসেছি। আর তা করেছি প্রকাশ্যে—সম্মুখযুদ্ধে। তবুও আমি দস্যু?

জাওয়েদ। দস্যু নও তো কি? নিশীথে যখন ধরণী থাকে সুষুপ্ত, অতর্কিতে হানা দেয় দস্যু। ধ্বংস করে এক একটি পল্লী! অগ্নি-দাহে ভস্মীভূত করে গৃহের পর গৃহ। নিরীহ নরনারীকে হত্যা করে লুণ্ঠন করে তাদের ধনসম্পদ। শ্মশান হয়ে যায় এক একটি পল্লী, হাহাকারে ভরে যায় আকাশ-বাতাস। তুমিও তাই করেছ পারস্য সম্রাট! প্রভেদ শুধু এই দস্যুরা ধ্বংস করে এক একটি পল্লী, আর তুমি ধ্বংস কর এক একটি নগরী—এক একটি জনপদ—এক একটি রাজ্য—এক একটি দেশ।

নাদির। কিন্তু তা করছি—প্রকাশ্যে, যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর তোমরা? যে লুণ্ঠন আমি করেছি প্রকাশ্যে—সম্মুখযুদ্ধে, তারচেয়ে বহু গুণ লুণ্ঠন করেছ তোমরা—অভিজাত উচ্চবংশীয় শাসক সম্প্রদায়েরা যুগ যুগ ধরে, প্রকাশ্যে নয়—গোপনে। সম্মুখযুদ্ধে নয়—ছলে, বলে, কৌশলে! আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তোমার গুপ্ত ধনাগারটি কোথায়? যে ধনাগারে সঞ্চিত রয়েছে নিরীহ প্রজার শোষিত ধনসম্পদ! যদি এখনও বলো, শাস্তি হবে লঘু। উত্তর দাও—দুর্গাধিপতি জাওয়েদ খাঁ?

জাও। কোন উত্তর আমি দেব না শয়তান। আমি জানি ধনাভাবে তোমার সৈন্যদের বেতন দিতে পারছ না। গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দিয়ে, তোমাকে আর জয়যুক্ত হতে আমি দেব না শয়তান।

নাদির। দেবে না?

জাও। না।

নাদির। দেবে না?

জাও। না।

নাদির। দেবে না?

জাও। না—না!

[নাদির ক্রমশঃ জাওয়েদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহার তরবারি জাওয়েদের বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন।]

জাহান্দার। [বিস্ময়ে] সম্রাট!!

নাদির। [পৈশাচিক অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জাহান্দার। [ভয়ে] সম্রাট!

নাদির। তুমি এখানে কেন? যাও—দূর হও।

[জাহান্দার ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল।

নাদির। লোকটা মরে গেল!

[নাদির চারিদিক তাকাইয়া দেখিলেন কেহ আছে কিনা? যখন দেখিলেন কেহ নাই, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি ধীরে ধীরে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইলেন। এবং মৃতদেহটির একেবারে সম্মুখে যাইয়া হঠাৎ নতজানু হইলেন।]

নাদির। [আবেগকম্পিত কণ্ঠে] তুমি বীর—তুমি সাহসী! তোমাকে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

[সেলাম জানাইয়া, নাদির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং
চকিতে দূরে চলিয়া আসিলেন।]

নাদির। [চিৎকার করিয়া] কে আছ? এই মৃতদেহটা আমার শিবির থেকে সরিয়ে নাও। আমি সইতে পারছি না—আমি সইতে পারছি না।

[প্রস্থান।

[নাদিরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একটি বিচিত্র সুর বাজিল।
সেই সুরে জাওয়েদের প্রাণসঞ্চার হইল। আস্তে
আস্তে উঠিবার চেষ্টা।]

জাও। উঃ—কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

একজন পারসীক রক্ষীর প্রবেশ।

জাও। কে তুমি ভাই? আমাকে একবার টেনে নিয়ে যেতে পার ঐ মসজিদে। খোদার কাছে শুধু শেষ নিঃশ্বাসে একটা কথা বলতে—নাদিরশাহ, বীরের মর্যাদা দিতে জানে। তার এই মনোভাবের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই খোদা।

[রক্ষীসহ জাওয়েদের প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য

কর্ণাল—নাদিরশাহের শিবির। প্রভাতকাল।

আমেদ শাহ আবদালী ও কোহিনূরের হাসিতে হাসিতে প্রবেশ।

আমেদ। আনন্দ যে আর ধরে না দেখছি? .

কোহি। তোমারই কি কিছু কম আনন্দ আজ? আচ্ছা দিল্লীর এত বড় বাদশাহী সৈন্যবাহিনী, এমন করে পরাজয় বরণ করতে পারে, কেউ কি তা ভাবতে পেরেছিল? শোনো, আমার সবচেয়ে কি ভয় ছিল জানো? মহম্মদশাহের হস্তীবাহিনী! কেবলই ভয় হচ্ছিল ওরা বুঝি সব লণ্ডভণ্ড করে একেবারে ভূমিকম্প করে বসে! কিন্তু অবাক কাণ্ড—ঐ হাতীগুলোই সবার আগে ছুটে পালালো। ব্যাপার কি বল তো আবদালী?

আমেদ। ও, তা বুঝি জানো না? হাতীগুলো আসতেই আমাদের সৈন্যরা সব চিৎকার করে গান ধরলে—"হাতী তোর পায়ের তলায় কেন কুলের বিচি।" হাঃ-হাঃ? কোহিনূর ও আবদালী হাসিতে লাগিল।

নাদিরশাহ হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

নাদির। হাঃ হাঃ হাঃ!

কোহি। হাসছেন যে সম্রাট?

নাদির। [হাসিতে হাসিতে] সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে স্বয়ং দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহ আমার শিবিরে। কি ভীরু লোকটা! কখন আসবেন বলেছেন আবদালী?

আমেদ। আজ সকালেই আসবেন সম্রাট।

নাদির। বেশ—বেশ, কিন্তু তার আগে বন্দী শাদাত খাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তাকে নিয়ে এসো আবদালী।

আমেদ। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রস্থান।

নাদির। সম্রাট মহম্মদশাহকে সাদর অভ্যর্থনা ও সমাদর করা সঙ্গত হবে। কি বলো কোহিনূর?

কোহি। এক সম্রাটের কাছে আর এক সম্রাটের এই আশা অসঙ্গত নয় জাঁহাপনা।

নাদির। বটে! তবে এই অভ্যর্থনার ভার রইলো তোমারই উপর। ভারত সম্রাট মহম্মদশাহ নকল কোহিনূরটি দেখেছেন, এবার আসল কোহিনূরটি দেখুন।

আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ। যুদ্ধ বন্দী বারহান মূলক্ শাদাত খাঁন।

নাদির। সম্রাট মহম্মদ শাহকে অভিনন্দিত করতে প্রস্তুত হও কোহিনূর।

কোহি। আদেশ পালিত হবে সম্রাট। কিন্তু একটা কথা জানবেন, যত দেশই নন্দিত করুক নদী, তার নিজের লক্ষ্য হলো সাগর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

নাদির। মহম্মদশাহের আর কোন সংবাদ পেয়েছ আবদালী?

আমেদ। পেয়েছি সম্রাট। তিনি এই শিবিরে আসবার জন্য হস্তীপৃষ্ঠে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে আছেন নিজাম উল্-মূলক চিনিকিলিচ্ খাঁ।

নাদির। কিন্তু সাক্ষাৎ হবে আমার ঔষধ সেবনের পর।

আমেদ। মহম্মদশাহকে তবে কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে?

নাদির। হ্যাঁ হবে। ইচ্ছা করেই এই অসৌজন্যটুকু আমি তাঁর সঙ্গে করব। অর্থাৎ—

আমেদ। আপনি সন্ধির জন্য লালায়িত নন, এইটুকু বোঝাতে চান তাঁকে!

নাদির। খুশি হলাম। পাঠিয়ে দাও, তোমার সেই বারহান্ মুল্ক শাদাত খাঁকে।

আমেদ। তাঁর সঙ্গে তার এক ভাগ্নে আছে সম্রাট।

নাদির। কে সে?

আমেদ। নাম বলছিল মীর আমিন খাঁ!

নাদির। মীর আমিন খাঁ—মীর আমিন খাঁ! ও-হো হো, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ! এই লোকটির সঙ্গে আমি পরে দেখা করব। তাকে অপেক্ষা করতে বলো। সে যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না। দেবে না তাকে যেতে।

আমেদ। আগে মামা—তারপর ভাগ্নে! তাই হবে সম্রাট!

[প্রস্থান।

বন্দী শাদাত খাঁর প্রবেশ। তার মুখমণ্ডলের ক্ষতস্থান বন্ধনের পটি বাধা।

শাদাত। সেলাম আলায়কুম জাঁহাপনা!

নাদির। ও-আলায়কুম সেলাম। আমাদের যুদ্ধ জয়ে আপনার অসামান্য সাহায্যের জন্য অপরিসীম ধন্যবাদ। আশা করি আপনি সত্য সত্যই আহত হন নি? ঐ ক্ষত-বন্ধনীটি খুলে ফেলে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন জনাব।

শাদাত। না জাঁহাপনা—ওটা থাক। মহম্মদ শাহ আসছেন, তাই এটার 'প্রয়োজন আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সম্রাট! আমি আহত নই—সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ আমায় সব চেয়ে বড় আনন্দ কি জানেন সম্রাট?

নাদির। কি?

শাদাত। আমার আনন্দ আমিই আপনাকে ভারত জয় করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

নাদির। আর আমার আনন্দ সে আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করেছি। এবং আরও আনন্দ আপনি আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতেও কার্পণ্য করেন নি। আহত হয়েছেন এই ছলনায়, আপনি আপনার বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পলায়নে প্রণোদিত করেন! যার ফলে আমার জয়লাভ হয় যেমন দ্রুত তেমনি সহজ। আমি আপনার ঋণ কখনও ভুলব না।

শাদাত। জাঁহাপনা, আপনি সত্যই মহানুভব। আর আমিও ধন্য।

নাদির। এইবার আমি একটি পরামর্শ চাই শাদাত খাঁ! দিল্লীর বাদশাহী সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয় নি—এখনও অটুট! আপনার সৈন্যবাহিনীর অপ্রত্যাশিত পলায়নেই মহম্মদশাহের বিরাট সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এবং তার ফলেই সম্রাট হয়ে পড়েন ভীত। শ্বেতপতাকা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। আপনি কি মনে করেন, আমার সন্ধি করা উচিত?

শাদাত। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

নাদির। কেন বলুন তো?

শাদাত। দিগ্বিজয়ী নাদির শাহের ভারত অভিযানের সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই হয়ে পড়েছে বিচলিত। মহম্মদশাহের শত্রুপক্ষ

রাজপুত-মারাঠা-জাঠ-রোহিলা, সবাই পরস্পরের শত্রুতা ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে, এক যোগে আপনার মহড়া নিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নাদির। সে সংবাদ আমিও পেয়েছি। সমগ্র ভারতের সঙ্গে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দিল্লীর রাজকোষে যুগ যুগ ধরে গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করে সঞ্চিত হয়েছে যে অফুরন্ত ধনসম্পদ, আমি তা লুণ্ঠন করতে চাই। আমার দরিদ্র দেশবাসীদের আপনি বলুন শাদাত খাঁ, দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের গ্রাস হতে মুক্ত হতে, তাকে সসম্মানে বিদায় দিতে, দিল্লীর মহম্মদশাহ কি পরিমাণ অর্থ দিতে সক্ষম? তার কাছে সেই অর্থই হবে আমার সন্ধির সর্ত।

শাদাত। জাঁহাপনা! আপনার দাবী হোক বিশ কোটি টাকা। যদি তিনি না দিতে পারেন—আদায় করে দেব আমি। এ প্রতিশ্রুতিও আজ আমি আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কথাটি কার্যকালে মনে রাখবেন, আজ শুধু আমার এই প্রার্থনা সম্রাট।

নাদির। বিশকোটি টাকা—বিশকোটি টাকা! পাওয়া যাবে! পাওয়া যেতে পারে! আপনি তার জামিন থাকছেন?

শাদাত। থাকছি জাঁহাপনা। শুধু এ বান্দাকে মনে রাখবেন-মনে রাখবেন।

নাদির। দিল্লী জয় আপনারই বিশ্বাসঘাতকতায় সম্ভব হয়েছে, এ আমি মনে রাখব না—এ আমি মনে রাখব না।

আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ। সম্রাট, মহম্মদ শাহ সমাগত।

নাদির। ঔষধ সেবন আর দরকার হবে না। ঔষধ ইনিই

আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন। চলো, সন্ধির সর্তটা এখুনিই গিয়ে আলোচনা করি। [প্রস্থানোদ্যত]

শাদাত। আমিও আসব তো জাঁহাপনা ?

নাদির। না, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আপনি আমার তুরুপের তাস, আগে মারব না। মনে রাখবেন আপনি আহত এবং বন্দী। [প্রস্থানোদ্যত]

শাদাত। আমি ভুলব না, এখন আপনি মনে রাখলেই বাঁচি।

নাদির। আপনার ঐ ক্ষতবন্ধনী—বিশ্বাসঘাতকতার এত বড় একটা জয়স্তম্ভ! আমি কি তা ভুলতে পারি ?

[আবদালী সহ নাদিরের প্রস্থান।

শাদাত। ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তো ! আমে দুধে মিশে যাবে, আঁটি যাবে গড়াগড়ি !

নিজামকে লইয়া আমেদ শাহের পুনঃ প্রবেশ।

শাদাত। কে ?

আমেদ। নিজাম উল্ মুল্ক চিন্‌কিলিচ্ খাঁ! বারহান্ মুল্ক শাদাত খাঁ! আপনারা অপেক্ষা করুন। সন্ধির সর্ত আলোচনা করে মহামান্য নাদির শাহ দিল্লীশ্বরকে নিয়ে এখুনিই এখানেই আনন্দোৎসবে আসছেন।

[প্রস্থান।

নিজাম। [তীব্র দৃষ্টিতে শাদাতের দিকে তাকাইয়া] বিশ্বাসঘাতক !

সাদাত। কে বিশ্বাসঘাতক ?

নিজাম। তুমি। পূর্ব থেকেই নাদিরশাহের সঙ্গে তোমার ষড়যন্ত্র ছিল।

শাদাত। ভাবছেন, বাজীরাওয়ের সঙ্গে আপনার যেমন ষড়যন্ত্র ছিল ? না-না, নিজাম উল্ মুল্ক—দুনিয়ায় সবাই আপনার মত নয়।

নিজাম। দেখলাম, তোমার সেই ভাগ্নেটাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! ও কেচ্ছাটাও আমি শুনেছি। মতলব করেছি ওকে আজ কোরবানি দিয়ে—

শাদাত। থামুন। আমি আজ বন্দী—হাতে অসিটা নেই। তাই উত্তর দিতে পারছি না।

নিজাম। মিথ্যা চেঁচামেচি করে আর শত্রু হাসিও না। বাঘের গুহায় এসে পড়েছি। ফিরতে পারব কিনা তাও জানি না। বোকা বাদশাটাকে নিয়ে বাঘটা না জানি কি খেলাই খেলছে।

মহম্মদ শাহ ও নাদির শাহের পিছনে
আমেদ শাহের প্রবেশ।

নাদির। আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন—খোরাকী-রাহা খরচ, সেও তো বিশাল। সে তুলনায় যে কুড়ি কোটি টাকা আমি দাবী করেছি—

মহম্মদ। ন্যায্য দাবী—ন্যায্য দাবী!

নাদির। তবে আর কি, টাকাটা আমায় দিন।

মহম্মদ। বিশকোটি টাকা! আমাকে বিক্রী করলেও পাবেন না আপনি।

নাদির। কেন, আপনার কোহিনূর রয়েছে—ময়ূর সিংহাসন রয়েছে! হীরা মণি মাণিক্যে আপনার রাজকোষ পরিপূর্ণ। তাছাড়া আপনার রাজপ্রতিনিধি সামন্তরা এক একটি ধনকুবের। বিশ কোটি টাকা—আমি কি খুব বেশি চেয়েছি? কি বলেন শাদাত খাঁ?

শাদাত। না—তা—হ্যাঁ—

মহম্মদ। [শাদাতকে দেখিয়া] এই দেখো, কেমন আছ জিজ্ঞাসা করা হয়নি? নিজে জখম্ হয়ে বন্দী হলে, আমাদেরও জখম্

করলে ! আহা হা, মাথাটায় অমন চোট পেয়েছ ? দেখি—দেখি— [একটানে শাদাতের ক্ষতবন্ধনী খুলিয়া ফেলিল] উঃ—কি সাংঘাতিক !

শাদাত। আঃ !

মহম্মদ। খুব ব্যথা—না ? মাথা ব্যাথার দাওয়াই কি জানো ? গলাটা কেটে ফেলা। ফেলি ?

নাদির। সম্রাটের পরিহাসটা একটু মারাত্মক হয়ে পড়ছে। [শাদাতকে] আপনি চিকিৎসা শিবিরে গিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিন। নিয়ে যাও আবদালী।

আমেদ। আসুন, প্রলেপের খুব ভাল ব্যবস্থাই আছে।

[শাদাতকে লইয়া প্রস্থান।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ! [নিজামকে] আপনারও এমনি অনেক ক্ষত সারাদেহে। গোটা পোশাকটাই আপনার ক্ষতবন্ধনী !

নিজাম। জীবন-সংগ্রামে এসব ক্ষত অপরিহার্য।

মহম্মদ। বেশ তো, চিকিৎসা-শিবিরে গিয়ে আপনিও প্রলেপ নিন। কারণ, সব দগ্‌দগে ঘা তো !

নিজাম। [রাগতভাবে] হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মহম্মদশাহ ও নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

মহম্মদ। [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] এই সমস্ত লোকই হচ্ছে আমার ডানহাত—বামহাত। এদের নিয়ে আমি করব লড়াই। দিল্লীর মসনদে আপনি বসে পড়ুন, আমাকে ছুটি দিন।

নাদির। সে মতলব আমার নেই। বিশকোটি টাকা আমার হাতে দিয়ে, বহাল তবিয়তে আপনি রাজত্ব করুন। আমি জানি প্রজার উপর আপনার দরদ আছে। আপনার শত্রু—আপনার সামন্ত আর সেনাপতিরা। তারাই শোষণ করছে আপনাকে—আপনার

প্রজাকে। তাই জানাই যে বিশকোটি টাকা আমাকে দিয়ে, এ পাপ আপনি বিদায় করুন। তারপর প্রজাদের হাত করুন। তাদের সাহায্যে উৎখাত করুন ঐ সব ঘরশত্রু শয়তানদের।

মহম্মদ। কি সব বলছেন! আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—মাথা ঘুরছে। আমাকে আর ধরে রেখেছেন কেন? যখন জিতেছেন—যা চাইবেন দিতেই হবে। আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

নাদির। ছেড়ে দেব কি বন্ধু, আমিও যে সঙ্গে যাব।

মহম্মদ। সঙ্গে যাবে?

নাদির। হ্যাঁ টাকাটা আদায় না করা পর্যন্ত বসে বসে দিল্লীকা লাড্ডু খাব। এই যা, আপনাকে একটু আদর আপ্যায়নই করা হয়নি এখনও।

[নাদির হাততালি দিল, যন্ত্রসংগীত বাজিয়া উঠিল। নৃত্যরতা 'কোহিনূর' মহম্মদশাহকে অভিনন্দন জানাইল, পানপাত্র ইত্যাদি মহম্মদশাহের সামনে রাখিল। মহম্মদশাহ মদ্যপান করিতে করিতে মুগ্ধনেত্রে কোহিনূরকেও পান করিতে লাগিলেন। 'নাদিরশাহ' অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

কোহিনূর।—

গীত

এসো সুন্দর অতিথি।
আজই এ জীবনে বুঝি
আসিল পূর্ণ চাঁদেরই তিথি।
তব শুভ আগমনে, আনন্দ শিহরণে,
ফুলে ফুলে ভরা কুঞ্জবীথি।
তোমারে লভিয়া হে প্রিয়তম।

আজই এ পরম ক্ষণে
সফল মানিনু জীবন মম।
কণ্ঠের সঙ্গীতে নৃত্যের ভঙ্গীতে
লহ লহ প্রিয় প্রাণের প্রীতি।

মহম্মদ। [নৃত্যগীত শেষে] তুমি সুন্দর—সন্দেহ নেই। তোমার নাম?

কোহি। [কুর্নিশ করিয়া] কোহিনূর!

মহম্মদ। কোহিনূর—কোহিনূর! বন্ধু—কোথায় তুমি?

[নাদিরশাহ মহম্মদশাহের সম্মুখে আসিল।]

নাদির। এই যে বন্ধু।

মহম্মদ। এই কোহিনূরটি আমায় দাও, আমার কোহিনূরটি তুমি নাও।

নাদির। কোহিনূর বীরভোগ্যা! লড়াই করে কেড়ে নিতে হয়।

মহম্মদ। ওরে বাবা, তবে থাক। দুঃখ কি জানো বন্ধু, ভারতে সব আছে—কিন্তু সুন্দরী মেয়ে সব পারস্যে। মেহেরুন্নিসাকে দেখিনি, কিন্তু আর এক মেহেরুন্নিসা ঐ পারস্য থেকেই এসেছে আমার হারেমে। তা বিপদ কি জানো? কেচ্ছাটা আমি শুনেছি। তার মন পড়ে আছে তোমার উপর। তোমার সেই গুলবাহার।

নাদির। গুলবাহার!

মহম্মদ। হ্যাঁ গুলবাহার। কেচ্ছাটা জানাজানি হওয়ায়, ভয়ে আর তার দিকে কেউ তাকায়নি। না—না, আমিও না। তোমারই পথ চেয়ে বসে আছে মেয়েটা।

নাদির। না সম্রাট, তার বিবাহ হয়ে গেছে।

মহম্মদ। আরে দোস্ত, মেহেরুন্নিসারও তো বিবাহ হয়েছিল শের্ আফ্গানের সঙ্গে! শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সে তো জানো? নূরজাঁহান!

নাদির। ওসব কথা থাক। কোহিনূর, সম্রাটকে নিয়ে চলো ভোজনাগারে।

কোহি। আসুন সম্রাট! ভারত সম্রাটের হাত ধরেছি এ আমার কত বড় সৌভাগ্য! [কোহিনূর মহম্মদ শাহের হাত ধরিল।]

মহম্মদ। [যাইতে যাইতে] চলো, যেখানে নিয়ে যাবে—যাচ্ছি। "প্রেমে মগ্ন যিনি ; তার বিপদে কি ভয়, শিরারোগে কবন্ধের কিবা চিন্তা হয়।"

[কোহিনূর সহ মহম্মদের প্রস্থান।

নাদির। কে আছ—মীর মহম্মদ আমিন। চারিদিকে কি ঘন অন্ধকার! আকাশটা মেঘে গেছে ঢেকে! এ মেঘ কবে সরবে? কবে দেখতে পাব আমি তোমায়?

মীর আমিনের প্রবেশ।

নাদির। [তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিনের দিকে চাহিল]

আমিন। [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল]—স-স-সম্রাট!

নাদির। [ধীরে ধীরে আমিনের দিকে আগাইয়া সহজ শান্তভাবে] ভয় কি। কি বলছিলে তুমি ; বলো।

আমিন। সম্রাট মহানুভব। আমার শুধু একটা কথা বলবার ছিল জাঁহাপনা!

নাদির। বলো-বলো, নির্ভয়ে বলো।

আমিন। গুলবাহারকে, আমি তালাক দিয়েছি।

নাদির। তালাক। তালাক।

আমিন। হ্যাঁ সম্রাট।

নাদির। তালাক দিয়েছ! ওখানে—ঐ অন্ধকারে হঠাৎ এত আলো কেন? প্রাণ ভয়ে তুমি কি তাকে তালাক দিয়েছ?

আমিন। না সম্রাট, সে ভয়ে আমি তালাক দিইনি। কারণ, পারস্য রাজদরবারে আপনি আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, আপনি জাহাঙ্গীর নন—আপনি নাদির শাহ!

নাদির। তবে? সে এখন কোথায়?

আমিন। আপনার দুয়ারে।

নাদির। [হতভম্ব হইয়া] আমার দুয়ারে!!! যার জন্য—যার খোঁজে—

আমিন। [চিৎকার করিয়া গুলবাহারের উদ্দেশে] গুলবাহার!

গুলবাহার ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল।

নাদির। [ক্ষণকাল অপলক নেত্রে গুলবাহারের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে গুলবাহারের নিকট যাইয়া মীর মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল] তুমি একে সঙ্গে এনেছ কেন?

আমিন। তালাকটা সত্য কি মিথ্যা, আপনি ওর কাছেই যাচাই করে নেবেন সম্রাট।

নাদির। হুঁ! আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

আমিন। বন্দেগী জাঁহাপনা! বন্দেগী গুলবাহার!

[আমিনের প্রস্থান।

নাদির। কি আশ্চর্য! আকাশে তোমাকে খুঁজেছি—বাতাসে তোমাকে খুঁজেছি—খুঁজতে খুঁজতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এখানে এসে পড়েছি। সেই তুমি আজ নিজে—আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ! এতদিন পর উদয় হয়েছ এক মেঘমুক্ত আকাশে—আমার আসমানের চাঁদ?

গুল। হ্যাঁ এসেছি। কিন্তু এ যেন এক কাঁচের দেওয়াল! একপারে তুমি—একপারে আমি।

নাদির। দেওয়াল?

গুল। হ্যাঁ দেওয়াল! স্পষ্ট দেখছি, তোমার আমার মাঝে সহস্র সহস্র শবদেহ—অগণিত ধ্বংসস্তূপ—আকাশভেদী অনির্বাণ আর্ত-নাদ—দেশব্যাপী দস্যুতার বীভৎস সমারোহ! তোমাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না নাদির। তোমার জীবন রক্ষা করতে যে ত্যাগ আমি করেছিলাম, তার প্রতিদান কি তুমি এই দিলে নাদির?

নাদির। তুমি তবে আমাকে ঘৃণা কর?

গুল। হ্যাঁ করি। ভালবাসি বলেই এ ঘৃণা আমি করছি। ভাল যদি না বাসতাম, তবে তুমি কি করছো—না করছো, কি এসে-যেত আমার?

নাদির। হুঁ! আমার প্রথম প্রেম তুমি। অথচ, তোমাকে আমি পেলাম না! কেন পেলাম না সে কি আমি ভাবব না গুল-বাহার? ধনিকের ষড়যন্ত্র—নির্ধন এই প্রেমিকের অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন করলো, সে কি সয়ে যাব গুলবাহার? শত শত নাদির—শত শত গুলবাহার, যে ধনবৈষম্যের আগুনে অহরহ দগ্ধ হচ্ছে, তাদের কি পরিত্রাণ নেই গুলবাহার? সে পরিত্রাতা আমি। আমার নিষ্ফল প্রেমই আজ আমার শক্তি! আমি কোনো দোষ করিনি—কোন অন্যায় করিনি—কোন পাপ করিনি গুলবাহার!

গুল। তোমার ঐ প্রচণ্ড রূপ আমি সইতে পারছি না নাদির। তোমার দিকে চাইতেও পারছি না। আমি—আমি—চলে যাচ্ছি—চলে যাচ্ছি। কূলে এসে আমার তরী ডুবে গেল, আমি চলেই যাচ্ছি।

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

নাদির। যাও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু এও জেনে যাও গুলবাহার, আমার এই প্রচণ্ড শক্তি-সাধনা, যেদিন প্রচণ্ডতম হয়ে

আকাশ স্পর্শ করবে—সেদিন আর তুমি আমায় ঘৃণা করতে পারবে না। [নাদির প্রস্থানোদ্যত ও হঠাৎ কি যেন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিলেন] কে—ওখানে। কে—কে—ও?

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

নাদির। [ভয়ে ভয়ে পিছাইতে পিছাইতে] কে—কে?

ইব্রা। [সম্মুখে কিছু দূরত্বে দাঁড়াইয়া] আমি—আমি, ইব্রাহিম।

নাদির। সেকি! আমি কি খোয়াব দেখছি?

ইব্রা। না।

নাদির। তবে কি তুমি কবর থেকে উঠে এসেছ?

ইব্রা। বলতে পার। কিন্তু কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে।

নাদির। অবিশ্বাস্য।

ইব্রা। না, অবিশ্বাস্য নয় নাদির। তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলাম আমি। গুলবাহারকে তোমার হাতে তুলে না দিয়ে, চরম অবিচার করেছিলাম আমি। সেই থেকে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই নাদির।

নাদির। শান্তি আমারও নেই—আমারও নেই।

ইব্রা। কিন্তু আমার সান্ত্বনা আছে। ঐ অন্যায়—ঐ অবিচার! আমি তোমার উপর অবিচার করেছিলাম বলেই আজ তুমি নাদির—দিগ্বিজয়ী নাদির! আমার বংশ আজ কত উজ্জ্বল। নাদির, বৎস, আমাকে ক্ষমা কর। হ্যাঁ নাদির, তুমি ক্ষমা না করলে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই।

নাদির। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার উপর আমার আর কোন ক্ষোভ নেই।

ইব্রা। আর একটি অনুরোধ—আর একটি প্রার্থনা নাদির!

নাদির। আদেশ করুন পিতৃব্য।

ইব্রা। অভাগিনী গুলবাহারকে তুমি ক্ষমা কর। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। নিরাশ্রয়া আমার ঐ কন্যাকে তুমি বিবাহ কর—আশ্রয় দাও।

নাদির। এ কামনা আমার ছিল পিতৃব্য, কিন্তু এ কামনা তার নেই। সে এসেছিল—কিন্তু ঘৃণাভরে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল।

ইব্রা। আমি দেখেছি।

নাদির। তা যদি দেখে থাকেন, আপনার অনুরোধ ফিরিয়ে নিন। শুধু আশীর্বাদ করুন, গুলবাহারের যেন মঙ্গল হয়। আপনাকে আর আমি সইতে পারছি না পিতৃব্য, আপনি এখনিই কবরস্থ হন।

ইব্রা। [ছুটিয়া নাদিরের কাছে আসিয়া] নাদির, আমি মৃত নই—জীবিত। তোমারই ভয়ে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটনা করে পালিয়ে এসেছিলাম দিল্লীর রাজপ্রাসাদে। গুলবাহারের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে—তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আর মেয়েটার একটা গতি হয় কিনা দেখতে। সবই হলো—হলো না শুধু অভাগিনী মেয়েটার কোনো গতি।

[প্রস্থান।

নাদির। উপায় নেই। শত গুলবাহারের অশ্রু—আদর্শভ্রষ্ট করতে পারবে না আমাকে। যাদের প্রচুর আছে তারা যখন স্বেচ্ছায় দেবেনা তখন আমার দরিদ্র দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমি তা ছিনিয়ে নেব। আমার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ লুণ্ঠন চলবে—চলবে—

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

দিল্লীর চাঁদনীচকের একাংশ

ছদ্মবেশে নিজামের প্রবেশ।

নিজাম। এই উপযুক্ত অবসর, দিই খবরটা ছড়িয়ে।

ছদ্মবেশে আমিনের প্রবেশ।

নিজাম। কে তুমি! ও—তুমি মীর আমিন!

আমিন। হ্যাঁ। দেখছেন—দেখছেন জনাব, ইরানীদের অত্যাচারটা?

নিজাম। এরজন্য দায়ী তোমারই মামা সাদাত খাঁ। কি বিশ্বাসঘাতকতাটাই না করলে। নাদিরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আহত হবার ভান করে—নিজে দিলে ধরা, অত বড় সৈন্যবাহিনীকে বানচাল করে দিলে। তারই ফলে আমাদের সন্ধির শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দিতে হলো, বিনাযুদ্ধে পরাজয় হলো আমাদের।

আমিন। শুধু পরাজয়? আবার নাদিরশাহকে দিল্লীর দেওয়ানী-খাসে এনে তোয়াজ করা হচ্ছে। মসজিদে মসজিদে তার নামে 'কুত্‌বা' পড়া হচ্ছে। আলমগীর বাদশার আমলের লোক আপনি। আপনি এসব কি করে সইছেন নিজামবাহাদুর?

নিজাম। সইছি না। যে লড়াইটা তোমার মামার জন্য হয়নি, সে লড়াইটা এখন যাতে হয় তারই চেষ্টায় আছি।

আমীন। আর লড়াই! নাদিরশাহকে লোকে যা ভয় করছে, তাতে লড়াই আর কে করবে?

নিজাম। সেটা সত্য বলেই, একটা মিথ্যা রটনা করতে হয়েছে

মীর আমীন। রটনা করা হয়েছে কাল রাত্রে নাদিরশাহের মৃত্যু হয়েছে। কথাটা রাষ্ট্র হতেই দিল্লীবাসিরা এখন সাহস পাচ্ছে। মোগল সৈন্যরাও এক জোট হয়ে লড়াই করতে ক্ষেপে উঠেছে। চাঁদনীচকে এখনও খবরটা পৌঁছয়নি দেখছি।

আমিন। না পৌঁছে থাকে, আসুন না খবরটা ছড়িয়ে দিই। [চিৎকার করিয়া] শোনো ভাইসব, বড়ই সুখের বিষয়—

নিজাম। আঃ, বলো দুঃখের বিষয়।

আমিন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড়ই দুঃখের বিষয়, দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের এন্তেকাল হয়েছে—মানে মারা গেছে।

[এই কথা বলিতে বলিতে উভয়েরই প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে একজন পায়রা বিক্রেতাকে মারিতে মারিতে একজন পারসীক সৈন্যের প্রবেশ।

দিল্লীবাসী। আমার চিড়িয়ার দাম দিন। চিড়িয়ার পায়ে চিঠি বেঁধে ইরানে পাঠিয়ে দিলেন, আমার চিড়িয়ার দাম দিন।

পাঃ-সৈন্য। দাম আবার কি ? ওটা সেলামী।

দিল্লীবাসী। সেলামী ! মানে ?

পাঃ-সৈন্য। তাছাড়া আবার কি ? তোদের রাজা এখন কারা ? আমরা। ওই চিড়িয়ার পায়ে চিঠি বেঁধে আমি আমার বিবির কাছে ইরানে পাঠিয়ে দিয়েছি। চিঠি পৌঁছিয়ে উত্তর এনে দিলে তবে না দাম।

দিল্লীবাসী। আমার চিড়িয়ার দাম দিন—আমার চিড়িয়ার দাম দিন।

একজন মোগল সৈনিকের প্রবেশ।

মোঃ-সৈন্য। এই, চিৎকার করছ কেন ? কি হয়েছে ?

দিল্লীবাসী। দেখুন না, ইনি আমার চিড়িয়া নিয়েছেন, অথচ দাম দিচ্ছেন না।

মোঃ-সৈন্য। এই, এর চিড়িয়া নিয়েছিস্, দাম দে!

পাঃ-সৈন্য। দাম—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মোঃ-সৈন্য। আরে শালা, হাসি তোর বার করছি। জানিস্, তোদের নাদিরশাহ মারা গেছে।

পাঃ-সৈন্য। কোন্ শালা এ কথা বলে?

মোঃ-সৈন্য। আমি শালা বলি, মারা গেছে কিনা দেখে আয়। এতক্ষণ বোধ হয় কবর দেওয়া হয়ে গেল।

পাঃ-সৈন্য। তবে রে শালা।

দিল্লীবাসী। ওরে বাবা। [পলায়ন।

মোঃ-সৈন্য। তবে রে হারামজাদা।

[উভয়ের তুমুল যুদ্ধ ও প্রস্থান।

[নেপথ্যে—কাড়া-নাকড়া বাজিল]

জাহান্দার খাঁর প্রবেশ।

জাহান্দার। ভারত বিজেতা দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাট নাদিরশাহের মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা রটনা করে দিল্লীবাসীরা পারসীক সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মহামান্য নাদিরশাহ পারসীক সৈন্যদের আদেশ দিয়েছেন—নির্বিচারে দিল্লী-বাসীদের হত্যা কর।

[নেপথ্যে—'হত্যা কর—হত্যা কর—']

জাহান্দার। দিল্লীর নাগরিকদের সমস্ত সৌধাবাস ধ্বংস কর।

[নেপথ্যে—কামানের আওয়াজ। 'আল্লা আল্লা হো এবং বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—' চিৎকার।]

জাহান্দার। আগুন জ্বালো—পুড়িয়ে মারো—

[দ্রুত প্রস্থান।

[নেপথ্যে—'আগুন—আগুন—' কামানের আওয়াজ—
আর্তনাদ ও 'আল্লা—লা হো—']

লাল পোশাক পরিহিত চারজন পারসীক সৈনিক ও কোহিনূর তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত

অগ্নিদাহের উৎসবে আজ মরণ দামামা বাজে।
তারই তালে তালে লেলিহান শিখা
আগুনের রঙে রাঙা আকাশ, আগুন আগুন
ঝঞ্ঝার বেগে বহে বাতাস, বাঁচাও বাঁচাও
ধরণী সেজেছে ছিন্নমস্তা মহাপ্রলয়ের সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে আর্তনাদ,
খোদাতালা আজ গণে প্রমাদ,
রক্তের ঢেউ সাগরের মত বয়ে যায় তার মাঝে॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

[এই গানের মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজ ও 'আল্লা—আল্লা হো—বাঁচাও—বাঁচাও—আগুন—আগুন—ধ্বংস কর—' প্রভৃতি চিৎকার।]

শেষ দৃশ্য

দিল্লী—দেওয়ানি খাস।

দূর হইতে কামানের গর্জন ও আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছিল। নাদিরশাহ ও আমেদশাহ আবদালীর প্রবেশ।

নাদির। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর। দিল্লী নগরী দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলো। ধূলিসাৎ কর পাপের এই পর্বত। দুনিয়াকে বুঝিয়ে দাও নাদিরশাহ জীবিত কি মৃত।

আমেদ। সম্রাটের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে। কিন্তু একটি আদেশ এখনও আমরা পাইনি জাঁহাপনা।

নাদির। কি?

আমেদ। দিল্লীর এই সব অমূল্য রাজপ্রাসাদও কি ধ্বংস করা হবে সম্রাট?

নাদির। রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা শেষ হয়েছে তোমাদের?

আমেদ। শেষ হয়েছে বলা চলে সম্রাট।

নাদির। কি লুণ্ঠন করেছ এখানে? কোহিনূর?

আমেদ। হ্যাঁ সম্রাট!

নাদির। তোমার কোহিনূরের হাতে—ঐ কোহিনূর তুলে দাও আবদালী।

আমেদ। সে দিতে হয় দেবেন আপনি সম্রাট। আমার কাজ ভাণ্ডারে জমা করা—আমি তা করেছি।

নাদির। ময়ূরসিংহাসন! দুই কোটি টাকা মূল্যের ময়ূরসিংহাসন!

আমেদ। লুণ্ঠিত হয়েছে সম্রাট। তাছাড়া হীরা জহরৎ প্রভৃতি ধনরত্ন—আর স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন—মূল্যবান্ আসবাব পত্র, কিছুই বাদ দিইনি সম্রাট।

নাদির। বেগমদের সব চোখ ঝল্‌সানো গহনা?

আমেদ। বেগমদের গায়ে এখনও হাত দেওনা হয়নি সম্রাট।

নাদির। দাও—দাও। এখানকার সব ধন—সব ঐশ্বর্য, দরিদ্রের শোষিত রক্তে রক্তাক্ত। এই রক্তাক্ত ঐশ্বর্য দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিলে, তবেই হবে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

আমেদ। কিন্তু বেগমরা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করছে সম্রাট।

নাদির। হাঃ—হাঃ—হাঃ, তাই নাকি? শুধু বেগমরা না তার সহচরীরাও?

আমেদ। সম্রাট বোধ হয়, সেই পারস্যসুন্দরী গুলবাহারের কথা—

নাদির। না—না—না; আমি জানি সে আসবে না। আসবার যদি হতো তাহলে যেদিন প্রথম আমি বিজয়গৌরবে এই রাজ-প্রাসাদে পদার্পণ করেছিলাম—সেই মুহূর্তেই সে আসতো।

আমেদ। সম্রাট।

নাদির। লুণ্ঠন কর—সব কিছু লুণ্ঠন কর। লুণ্ঠন শেষে এই পাপপুরী পরিত্যাগ করব। কিন্তু—

আমেদ। জাঁহাপনা।

নাদির। কিন্তু যুদ্ধের খেসারৎ বাবদ নগদ যে বিশকোটি টাকা আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন মহম্মদশাহ—যার জামিন ছিলেন শাদাত খাঁ—এখনও আমি তা সব পাইনি।

আমেদ। জনাব,—

নাদির। কোথায় লুকিয়ে আছেন তাঁরা? এখুনিই ডেকে পাঠাও তাঁদের।

আমেদ। যে আজ্ঞে সম্রাট। [প্রস্থানোদ্যত]

নাদির। শোনো আবদালী! আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই— এখানকার যা সত্য সত্য গৌরব সেই একদল লেখক—একদল রাজমিস্ত্রী—আর একদল সূত্রধর! যারা এদের বিলাসবৈভব রচনা করে দিয়েছে, কিন্তু ন্যায্য দক্ষিণা পায়নি কোনদিন।

আমেদ। আদেশ প্রতিপালিত হবে সম্রাট।

[প্রস্থান।

নাদির। আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে।

[নেপথ্যে—'আগুন—আগুন']

নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সমগ্র দিল্লী নগরে আগুন জ্বলছে—

[নেপথ্যে—'বাঁচাও—বাঁচাও']

নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আগুন জ্বলছে আমার বুকেও। কে—

জাহান্দারের প্রবেশ।

জাহান্দার। আমি সম্রাট।

নাদির। জাহান্দার, এ পর্যন্ত নিহত নরনারীর সংখ্যা কত?

জাহান্দার। অনুমান করি ত্রিশহাজার।

নাদির। আমি তৃপ্ত নই জাহান্দার—আমি তৃপ্ত নই। প্রজার রক্ত-শোষক অন্ততঃ লক্ষ লোক এই দিল্লীর অধিবাসী। তাদের রক্তে রঞ্জিত হোক তোমাদের অসি। আর শোন জাহান্দার, এই ত্রিশহাজার নরমুণ্ড একটির পর একটি সাজিয়ে তৈরি কর আর এক কুতুবমিনার। এই নরমুণ্ডের মিনারই হবে আমার দিল্লী ধ্বংসের বিজয়স্তম্ভ।

জাহান্দার। সম্রাট!

নাদির। যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

জাহান্দার। জাঁহাপনা,—

নাদির। তারপর লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিয়ে চলে এসো আমার কাছে। আমরা ফিরে যাব পারস্যে। আর যাবার আগে কামান দেগে উড়িয়ে দিতে হবে প্রবঞ্চিত মিস্ত্রী মজদুরের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া এইসব হর্ম্যরাজী—এইসব রাজপ্রাসাদ।

জাহান্দার। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রস্থান।

নাদির। কোতল কর, কোতল কর, ধ্বংস কর।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কামান গর্জন ও 'আল্লা আল্লা হো' চিৎকার ও 'বাঁচাও—বাঁচাও' চিৎকার।]

নাদির। [সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায়] আমি দস্যু—আমি দস্যু। আমি দেখতে চাই আমার মুখের উপর একথা কে বলে? আমি দেখতে চাই কে কত ঘৃণা আমাকে করতে পারে?

আমেদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

আমেদ। সম্রাট!

নাদির। কি আবদালী? পারস্যে গিয়ে ভারত অভিযানের চিহ্নরূপে দরবারে রাখব শুধু ময়ূরসিংহাসন আর কোহিনূর। বাকি ধনরত্ন বিলিয়ে দেব পারস্যের দরিদ্র দেশবাসীর মধ্যে।

আমেদ। বেগমদের অলঙ্কার লুণ্ঠন করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে ফিরে এলাম।

নাদির। স্তম্ভিত হয়ে ফিরে এলে—আমার সেনানি হয়ে! তুমি! কেন?

আমেদ। সম্রাট! প্রতিটি বেগমের হাতে—প্রতিটি সহচরীর হাতে

এক একটি বিষপাত্র। তাদের অঙ্গস্পর্শ করতে গেলেই ঐ বিষপানে তারা মৃত্যুবরণ করবে।

নাদির। অপদার্থ—সব অপদার্থ—

[নেপথ্যে মহম্মদশাহের অট্টহাসি]

আমেদ। [নেপথ্যের দিকে] ঐ দেখুন জাঁহাপনা, মহম্মদশাহ আর সম্রাজ্ঞী উধমবাই এই দিকেই আসছেন। আমি এখন আসি জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

মহম্মদশাহ ও উধমবাইয়ের প্রবেশ।

মহম্মদ। [উন্মত্তের ন্যায় অট্টহাসি] হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাদির। আমি দস্যু—আমি দস্যু—আমি দস্যু।

উধম। হ্যাঁ দস্যু। আমিও বলছি তুমি নৃশংস—নরঘাতক দস্যু! একদিন তুমি পথের ভিখারী ছিলে, আর আজ তুমি শক্তির দম্ভে বেগমদের অলঙ্কার পর্যন্ত লুণ্ঠন করতে চাইছ। কত অলঙ্কার চাও তুমি? সমস্ত অলঙ্কার আমি আর আমার সহচরীরা খুলে স্তূপীকৃত করে রেখে এসেছি। যাও নিয়ে যাও, সব নিয়ে তুমি পারস্যে ফিরে যাও সম্রাট। শুধু ভিক্ষা দাও আমাদের আপনজনের জীবন।

নাদির। ভিক্ষা! মৃত নাদিরের কাছে ভিক্ষা!

উধম। না, জীবিত নাদিরশাহের কাছে কাতর মিনতি। আর সেইটাই হবে তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়। এরজন্য সমগ্র দিল্লীবাসী তোমাকে করবে আশীর্বাদ। এ হত্যা—এ নৃশংসতা, তুমি বন্ধ কর সম্রাট।

নাদির। যদি বন্ধ না করি বেগমসাহেবা?

উধম। তাহলে সমস্ত দিল্লীবাসী তোমাকে দেবে তাদের মর্মমথিত অভিশাপ।

নাদির। অভিশাপ,—

উধম। হ্যাঁ অভিশাপ। শোনো দিগ্বিজয়ী নাদির! যদি আমি এক মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে ডেকে থাকি, তাহলে সমস্ত দিল্লীবাসীর হয়ে তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার ঐ ঘাতকের জীবন, যেন ঘাতকের হাতেই শেষ হয়ে যায়—শেষ হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

নাদির। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] আমি জানি—আমি জানি বেগমসাহেবা, এ অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। সহস্র সহস্র নিহত অশরীরী আত্মা আমাকে অহরহ অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু অভিশাপে নাদির ভীত নয়। দরিদ্রের শোষিত রক্তে ভারতে গড়ে উঠেছে যে অলঙ্কার-ঐশ্বর্য, পারস্যের দরিদ্র ভাইদের মধ্যে আমি তা বিলিয়ে দিতে চাই।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নাদির। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও সম্রাট। স্মরণ রেখো তোমার প্রতিশ্রুত বিশকোটি টাকার মধ্যে—দুই কোটি টাকা এখনও আমি পাইনি। আজ আমি তোমার কাছে দাবী করছি অনাদায়ী সেই দুই কোটি টাকা।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমারই আগ্রাসি ক্ষুধায় আমার সব গেছে। দিল্লীর সম্রাট আমি—ভারতের বাদশাহ আমি, আমিও আজ নিরাভরণ। যদি আমি তোমারই মত হৃদয়হীন নির্মমতায় জিজিয়া কর স্থাপন করতাম; তবে হয়তো এই দুই কোটি টাকা তুমি পেতে। কিন্তু, আমি তা করিনি।

নাদির। একমাত্র সেইজন্যই আজ তোমার পরিত্রাণ মহম্মদশাহ! কিন্তু অনাদায়ী এই দুই কোটি টাকা আদায় করতে আমি জানি। কে আছো? বন্দী বারহান মূলক শাদাত খাঁ।

মহম্মদ। শাদাত খাঁ! সেই বিশ্বাসঘাতক! না-না, আমি তার মুখদর্শন করতে পারব না। সে হবে আমার মৃত্যু—সে হবে আমার মৃত্যু।

[প্রস্থান।

নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শাদাত খাঁ—শাদাত খাঁ—

নজরবন্দী শাদাত খাঁর প্রবেশ।

শাদাত। বন্দগী পারস্য সম্রাট।

নাদির। কুশলে আছেন জনাব? দিল্লী নগরীতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে আগুন জ্বলছে, আকাশে বাতাসে যে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে জনাবের বিশ্রামের কোন তকলিফ হচ্ছে না তো?

শাদাত। সম্রাট, ব্যঙ্গ করছেন?

নাদির। ব্যঙ্গ—! তাই নাকি? তবে থাক ব্যঙ্গ, কাজের কথা হোক। আমার প্রাপ্য বিশ কোটি টাকার মধ্যে, দুই কোটি টাকা এখনও আমি পাইনি। এই বিশ কোটি টাকা আপনারই নির্দেশে আমার প্রাপ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। আর এই টাকার জামিন হয়েছিলেন আপনি—স্মরণ আছে?

শাদাত। আছে সম্রাট। আর এ কথাও আপনিও বিস্মৃত হন নি, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ সম্রাট।

নাদির। কৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞ—

শাদাত। হাঁা সম্রাট—কৃতজ্ঞ। দিল্লীর মসনদে যে মুহূর্তে আপনি আমাকে ভারতের বাদশাহ রূপে অভিষিক্ত করবেন, সেইমুহূর্তেই আমি আপনাকে আপনার অনাদায়ী—ঐ দুই কোটি টাকা সেলামী দেব সম্রাট।

নাদির। বটে!

শাদাত। হ্যাঁ সম্রাট। বিনাযুদ্ধে আপনি যে দিল্লী-জয় করেছেন, তার মূলে আমার সেই অপরিসীম সাহায্য আপনি এইভাবে পুরস্কৃত করবেন, এ আশা কি দুরাশা সম্রাট?

নাদির। শোভানাল্লা! একটা বিশ্বাসঘাতককে আমি এ দেশের ভাগ্যবিধাতা করে যাব?

শাদাত। সম্রাট!

নাদির। তুমি আমারই স্বদেশবাসী পারসীক। যে ভারতের নুন খেয়েছ, সেই ভারতেরই সর্বনাশ সাধন করেছ। পারস্যের এত বড় একটা কলঙ্ক আমি ভারত-সিংহাসনে অক্ষয় করে রেখে যাব? বিশ্বাস-ঘাতকের এত বড় স্পর্ধা! এ আশা করতে লজ্জা করে না তোমার?

শাদাত। বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিতে আপনারও লজ্জা হয়নি?

নাদির। বটে।

শাদাত। আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও কার্পণ্য করেননি আপনি। আজ সেটা ভুলে যাবেন না সম্রাট!

নাদির। না-না, ভুলিনি-ভুলিনি। সে পুরস্কার আমি আপনাকে দিয়েছি।

শাদাত। দিয়েছেন?

নাদির। হ্যাঁ দিয়েছি। শত্রুপক্ষীয় হয়েও আপনি আমার সম্মুখে আজও জীবিত আছেন।

শাদাত। এ্যাঁ!

নাদির। হ্যাঁ, এর বেশি পুরস্কার কোনো বিশ্বাসঘাতক আমার কাছে আশা করতে পারে না।

শাদাত। [চিৎকার করিয়া] সম্রাট—

নাদির। আমি এখন আপনার কাছে চাই, আমার প্রাপ্য দুই কোটি টাকা। দিন—

শাদাত। বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার আমি পেয়েছি।

নাদির। কিন্তু, আমার টাকা।

শাদাত। আমার ঘর বাড়ি অগ্নিদাহে ভস্মীভূত। টাকা আমি কোথায় পাব?

নাদির। আমি তা জানি না। আপনি এই টাকার জামিন ছিলেন। [কঠিন কণ্ঠে] টাকা চাই—টাকা।

শাদাত। টাকা আমার নেই, আমি আজ পথের ভিক্ষুক।

নাদির। ও, কথায় আমি ভুলছি না। কে আছে?

রক্ষীর প্রবেশ।

নাদির। আসামীকে কষাঘাত কর। যতক্ষণ দুই কোটি টাকা আদায় না হয় কষাঘাত বন্ধ হবে না—কষাঘাত চলবে।

[নাদিরের আদেশে রক্ষী শাদাতকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।]

শাদাত। [আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং উহার মধ্যে কথা বলিতে লাগিল।] আঃ! আমি শাদাত খাঁ, কষাঘাত খেতে জন্মাইনি। সে বিষ খায়, কিন্তু কষাঘাত নয়। [সহসা হাতের হীরক অঙ্গুরীয় চুষিতে লাগিল। এবং তীব্র বিষক্রিয়ায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।]

নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ। বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি! ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও রক্ষী!

[রক্ষী শাদাতকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ও বেত্রাঘাত করিতে করিতে লইয়া গেল।]

নাদির। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মহম্মদশাহের পুনঃ প্রবেশ।

মহম্মদ। যে শাস্তি আমি ওকে দিতে পারতাম না, সে শাস্তি

তুমি ওকে দিলে। ধন্যবাদ-ধন্যবাদ! কিন্তু আর কত শাস্তি তুমি আমাকে দেবে? তোমার ক্ষুধা কি এখনও নিবৃত্ত হয়নি নাদির? নরমুণ্ডের এই বীভৎস পাহাড় আমি আর দেখতে পারছি না—সইতে পারছি না।

নাদির। সইতে হবে মহম্মদশাহ। আর আমার এই দিল্লী ধ্বংসের জয়োৎসবের জন্য সমস্ত আয়োজন করতে হবে তোমাকে। দিল্লীর সৈন্যসামন্তদের আমি দেখিয়ে দিতে চাই—নাদিরশাহ জীবিত না মৃত।

মহম্মদ। না-না, আমি বলছি তুমি মৃত নও—তুমি জীবিত। বলো তুমি কি চাও? কি পেলে তুমি তৃপ্ত হবে নাদির?

নাদির। আমি জানি না, আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

মহম্মদ। তুমি কি আকাশের চাঁদ চাও?

নাদির। হ্যাঁ চাই, আকাশের চাঁদই চাই।

নেপথ্যে গুলবাহার। নাদির—এই ধ্বংস বন্ধ কর—এই হত্যা বন্ধ কর নাদির—

নাদির। [গুলবাহারের আওয়াজ শুনিয়া চমকিত হইয়া] কে—কে—কে!

ছুটিয়া গুলবাহার আসিয়া নাদিরের পদতলে পড়িল।

গুল। আমি! এই নির্বিচার ধ্বংস বন্ধ কর নাদির!

নাদির। তুমি—! ঘৃণায় তুমি আমার মুখ দেখতে আসো নি! এখন এলে যে তবে?

গুল। ভালবাসি বলেই আসতে হল।

নাদির। ভা—লো—বা—সি! কিন্তু আমার এই দস্যুতা?

গুল। দিল্লীর শোষক শাসক শ্রেণীকে দণ্ড দিতে তোমার যে অভিযান

তা আমি ঘৃণা করতে পারি না নাদির। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু তোমার এত মহৎ হৃদয়—তবু কেন তুমি দীন দরিদ্র নির্বিশেষে নিরপরাধ দিল্লীবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করছ নাদির? তোমার এই ধ্বংসলীলায় শোষিত গরীব জনসাধারণও যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

নাদির। গুল—এ তুমি কি বলছ?

গুল। আমি তোমাকে বুঝেছি বলেই বলছি। আর তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি ঐ শোষিত লাঞ্ছিত মানুষদের রক্ষার জন্যে। ওরা তো তোমার শত্রু নয়। তুমিই ওদের পরিত্রাতা।

নাদির। [গুলবাহারকে পদতল হইতে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইয়া] মহম্মদশাহ, আকাশের চাঁদ আমি পেয়েছি। কে কোথায় আছ— ঘোষণা কর, বন্ধ হোক ধ্বংস।

[নেপথ্যে চিৎকার : "বন্ধ হোক ধ্বংস, বন্ধ হোক ধ্বংস—"]

নাদির। এই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠুক এক নতুন সমাজ। শোষণ হীন, শ্রেণী বিহীন এক নতুন সমাজ—যার জন্য আজ আমার এই দিগ্বিজয়।



প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

মহম্মদ শাহ	...	...	ভোলা পাল।
জাওয়েদ খাঁ	...	...	শিবদাস মুখার্জী।
শাদাত খাঁ	...	...	রবীন মজুমদার।
নিজাম	...	...	নিতাই গাঙ্গুলী।
মীর মহম্মদ আমীন	...	...	অনুপ ঘোষ।
শাহ তুমাস	...	...	গোরাশশী মণ্ডল।
ইব্রাহিম খাঁ	...	...	মাখন সমাদ্দার।
জাহান্দার খাঁ	...	...	দেবাশিস গাঙ্গুলী।
নাদির কুলী খাঁ	...	...	তপনকুমার ব্যানার্জী
আমদশাহ আবদালী	...	...	রাখাল সিংহ।
বাজীরাও	...	...	মোহন চ্যাটার্জী।
ফকির	...	...	ভক্ত মল্লিক।
দরবেশ	...	...	কিশোরী চক্রবর্তী।
প্রতিনিধি	...	...	দেবদাস মুখার্জী।
পাহাড়ী বালক	...	...	মাঃ উত্তম।
রক্ষী	...	...	দিবাকর সিংহ।
বিক্রেতা	...	...	উত্থান মণ্ডল।
দিল্লী সৈন্য	...	...	বসুদেব শীট।
পারসীক সৈন্য	...	...	পশুপতি সিংহ।
উধমবাই	...	...	অসীমা কুণ্ডু।
গুলবাহার	...	...	জয়শ্রী মুখার্জী।
কোহিনূর	...	...	মিতা চাটার্জী।
সন্তানী	...	...	মীণাক্ষী দে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ আনন্দলোক ॥

প্রেমের জন্যে। হ্যাঁ, শুধু ভালবাসার জন্যেই সে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। পারস্যের এক সাধারণ পরিবারের যুবক নাদির কুলি খাঁ কেবল ভালবাসার জন্যে হয়ে উঠেছিল দিগ্বিজয়ী নাদির। তার তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আফগান থেকে ভারত পর্যন্ত বহিয়ে দিয়েছিল রক্তস্রোত। ধ্বংস, লুঠতরাজ আর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর নাদির কি পেয়েছিল দয়িতার সন্ধান?

পেয়েছিল। সত্যম্বর অপেরার নতুন পালা উপহার 'দিগ্বিজয়'-এর সেটা শেষ দৃশ্য। সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত এবং তীব্র আবেগে ভরপুর—যেন এমনটি আর হয় না। পালা খোলার দিন কেবল দর্শক নয়, আমন্ত্রিত তাবৎ সুধীজন উচ্চ প্রশংসার ধ্বনি তুলে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন নাট্যকার মন্মথ রায়কে সার্থক পালাকাররূপে। কেন? বোধহয় সংশয় থেকে থাকবে, পালা রচনায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন কি হবেন না। আমরা নিঃসংশয় ছিলাম। কারণ, জানি, তাঁর বহু নাটকেই এ সাফল্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে।

যুগান্তর

॥ আসর সংবাদ ॥

রাশিয়ায় নেহেরু পুরস্কার ও দিল্লীর সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রথম রচিত ঐতিহাসিক পালা 'দিগ্বিজয়' যাত্রা জগতে সাড়া তুলেছে। নৃত্যগীতে এবং বিভিন্ন

রস পরিবেশনে নাটকখানি উদ্দীপনাময়। নাটকের মূলকাহিনীতে রয়েছে দরিদ্র-দরদী বীরপ্রেমিক খেয়ালী পারস্য সম্রাট নাদিরশাহের আফগানিস্থান ও লাহোর বিজয় এবং হিন্দু মুসলমানে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, উদার, বিলাসী সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজধানী দিল্লীর ঐতিহাসিক লুণ্ঠন হত্যা। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, প্রভুভক্ত যোদ্ধা জাওয়েদ খাঁ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শক্তিমান মারাঠারাজ বাজীরাও, নর্তকী কোহিনূর, পারস্য যুবতী গুলবাহার (নাদির প্রেমিক) ও বেগম উধমবাই প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকাহিনীকে পুষ্টিদান করেছে। নাটকের বক্তব্য, সুকৌশল রচনাশৈলীর বলিষ্ঠতা এবং দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্যে আসরে আসরে, নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

দাবানল

অনিল দাস প্রণীত চির নতুন কাল্পনিক নাটক। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মনে যে আগুন জ্বলছে তারই দাবাগ্নিতে পরিণত হওয়ার রূপ। দৃশ্যে দৃশ্যে নাটকীয় চমক, অভাবনীয় সংঘাত ও সার্থক করুণ রসে সঞ্জীবিত। বহুদিন পর এমন নাটক রচিত হয়েছে। ঘটনার ব্যঞ্জনায় যে কোন সৌখীন দল সার্থক অভিনয়ে সমর্থ হবেন।

রক্তের প্লাবন

গৌরহরি দাস রচিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বেদনামধুর ইতিহাস। সমসাময়িক কালের ইতিহাসে এমন মধুক্ষরা সংলাপ সমৃদ্ধ নাটক দেখা যায়নি। যে কোন আসরে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। ঘাত-প্রতিঘাতমূলক সুসংবদ্ধ এই নাটক যশের কিরীটমালা অর্জন করবে—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত।

অসি বাজে ঝনঝন

শক্তিপদ সিংহ রচিত ঐতিহাসিক নাটক। বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ে সার্থক অভিনয়। অসির ঝংকার প্রাণের পুঞ্জীভূত বেদনার অনুরণন তোলে। রক্তের পিপাসায় অসির অগ্রভাগ যে কোন মুহূর্তে অত্যাচারীর ললাট চুম্বন করে। ঘাত-প্রতিঘাতময় সার্থক নাটক।

সংগ্রাম ও শান্তি

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি রচিত পৌরাণিক নাট্যসম্পদ। সংগ্রামের পর আসে শান্তি, ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি জন্মলাভ করে। দারুভূত মুরারী একচোখে হাসেন, একচোখে কাঁদেন। কে বড়—পুরুষকার, না ভাগ্য? মাটির পৃথিবীতে জন্মদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ, না ভগবান? সংগ্রামে জয় হল কার? শান্তির পবিত্র সলিলে অবগাহন করল কে?

রক্তপূজা

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌরাণিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। পূজা হচ্ছে দেবতার পায়ে হৃদয়ের ভক্তিকে উজাড় করে নিবেদন করার ইংগিত। তবে রক্তপূজা কি? রক্ত দিয়ে পূজা—কার সে রক্ত? হৃদয় নিংড়ানো রক্ত দিয়ে পূজা হল দেবতার। অল্প লোকে অভিনয়।

বসুধারা

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত আখ্যানমূলক পৌরাণিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। কূটচক্রী ধৃষ্টবুদ্ধি কৌণ্ডিল্যরাজকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করল। চন্দ্রহাসের বিষের পরিবর্তে "বিষয়া" লাভ। বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। সার্থক অভিনয়ে আকৃষ্ট করবে।

হাহাকার

ব্যসাচরী রচিত নতুন ভাব সমৃদ্ধ নাটক। নাট্যসাহিত্যে 'সব্যসাচী' উজ্জল জ্যোতিষ্ক—এটি তার চতুর্থ নাট্য নিবেদন। মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস থেকেই 'হাহাকার' জন্মলাভ করেছে। উত্থান-পতন, শ্রী ও হ্রী প্রতিপদে এই হাহাকার। এই নাটকে নতুন ভাবে তা চিত্রিত।

শিবশক্তি

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পৌরাণিক নাটক। ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্। দৈত্যরাজ নিবাত কবচ শিবের বরলাভ করে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করলে দেবতাদের হল পরাজয়। মহাদেবকে পরাজিত করে পাশুপাত অস্ত্রলাভ, সেই অস্ত্রে নিবাত কবচ সংহার। চমকপ্রদ নাটক। অভিনয়ে সুযশ পাওয়া যায়।

ঠগী

ধীরেন দত্ত রচিত মনোরম ঐতিহাসিক নাটক। সারা ভারতে একদিন যাদের অত্যাচারে পথেই হঠাৎ প্রাণ হারাত তাদের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতমূলক জীবননাট্য। রক্তের খেলায় পুরুষের হাত চিররঞ্জিত, মেয়েরা নাগিনী—সেই রক্তাক্ত রক্তলোলুপ কাহিনী। বাংলা নাটকে বিচিত্র আস্বাদ। কূট চক্রান্ত ও রক্তের হোলীখেলা।

পাষাণের বুকে ফুল

সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত মাধবী নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক। ঔরংজীব পাষাণ। কোমলপ্রাণ দারা প্রথম দর্শনে ভালবাসেন হিন্দুর মেয়ে রাণদিলকে, বেগমের অধিকার দিয়ে মুঘল হারেমে স্থান দিলেন। পাষাণ ঔরংজীব আর পিয়ারা বহিন গর্জে উঠলেন। নেমে এল সংঘাত। সেই সংঘাতময় বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক।

মাটির কেল্লা

রঞ্জন দেবনাথ রচিত ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা ও বাঙালীকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, দেশমাতার পূজা করা যদি অন্যায় হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি বিদেশীর বিরুদ্ধে লাখো হাতিয়ার গর্জে ওঠে সেকি অন্যায়, সেকি অভিশাপ! অপূর্ব সংলাপ ও জমজমাট নাটক। সৌখীন দলের উপযুক্ত, তিনটি স্ত্রী চরিত্র।

প্রেমের সমাধি তীরে

নির্মল মুখোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত সামাজিক নাটক। একদিকে পরকীয়া প্রেমের মত্ততা, অন্যদিকে প্রকৃত প্রেমের অসহায় কান্না। প্রেমের সমাধি তীরে দাঁড়ালো কারা? অগ্রদূত নাট্য সংসদে সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে।

জবাব দাও

স্বদেশ হালদার রচিত কালকাটায় অভিনীত। বিক্ষুব্ধ জনতার উত্তাল তরংগে ভেসে আসা একীভূত কণ্ঠের দাবী—জবাব দাও। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত জনতার মিছিল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সংসারের মিছিলে আজ সবাই সামিল; সকলের মিলিত প্রাণের ঐক্যকে সাড়া জাগায় সমাজে। সেই সমাজ-সচেতন আধুনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক সমস্যাময়, হাসি-গল্পে-গন্ধে ভরা মনোরম নাটক।

ওমর খৈয়াম

শ্রীমা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত শান্তিরঞ্জন দে-র মোহাশ্চর্য নাটক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর আশ্চর্য নাট্যরূপ! প্রেম ভালবাসা ষড়যন্ত্র ও প্রতিশোধের মহান আলেখ্য। জমজমাট দৃশ্যের পর দৃশ্য। ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্বে দুর্বার নাটক।

ঝড়ের সংকেত

কালিকা নাট্য কোংতে অভিনীত, পূর্ণেন্দু ও ব্রজেনবাবু রচিত। বিশ্ব জুড়ে যে ঝড়ের সংকেত দেখা দিচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি। মানুষ মানুষকে খুন করে উল্লসিত হয় তার রক্তমেখে—এ আমাদের বুক-সহা। তবুও সবাই একটা চাপা আক্রোশে ফুঁসছে। সার্থক নাটক।

শের আফগান

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নিউ ভাণ্ডারীতে অভিনীত। বাঘের চোখ উপড়ে নেওয়া নায়কের দুঃসাহসী নাটক। অস্ত্রের মুখে জীবন নিয়ে কি অপূর্ব সংগ্রাম, না দেখলে না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। এমন সুঅভিনীত সংঘর্ষ-সম্পূর্ণ নাটক বহুদিন হয়নি। সৌখীন দলের উপযোগী।

রক্তে রাঙা হাতিয়ার

হাতে যদি হাতিয়ার থাকে তবে মনের বল বাড়ে। যে যুদ্ধের সুরু হল রক্তে রাঙা হাতিয়ার নিয়ে, তা রাজরোষ প্রেম প্রীতি ভালবাসাকে জয়যুক্ত করল। শৌর্য ও বীর্যের আধুনিক নাটক। দৃশ্যে দৃশ্যে রক্তের খেলা, তারই আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত নবদিগন্ত। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযোগী জমজমাট নাটক।

জগ ডাকাত

কে সেই জগ ডাকাত যার ভয়ে দক্ষিণবাংলা কম্পমান? সুন্দরবনের ডাকাত রাজার দলের সংগে একাত্ম হয়ে যারা বাংলার স্বাধীনতা বাঁচাতে রুখে দাঁড়াল তারই আশ্চর্য মনোরম কাহিনী। যুদ্ধ আর বারুদের গন্ধে যাদের জীবন কাটে সেই ডাকাতদের জীবননাট্যের মনোহর নাট্যরূপ।